মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০২০

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ঈমানদার ব্যতীত কাউকে সাথী বানিয়ো না। আর আল্লাহভীরু ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়’ *(আবূদাঊদ হা/৪৮৩২)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية
جلد : ২৩، عدد : ৭، شعبان ورمضان ١٤٤١هـ/ أبريل ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : মুহাম্মাদ আলী মসজিদ, কায়রো, মিসর। ১৮৪৮ সালে নির্মিত এই মসজিদটিতে দশ হাযার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারেন।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية — ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

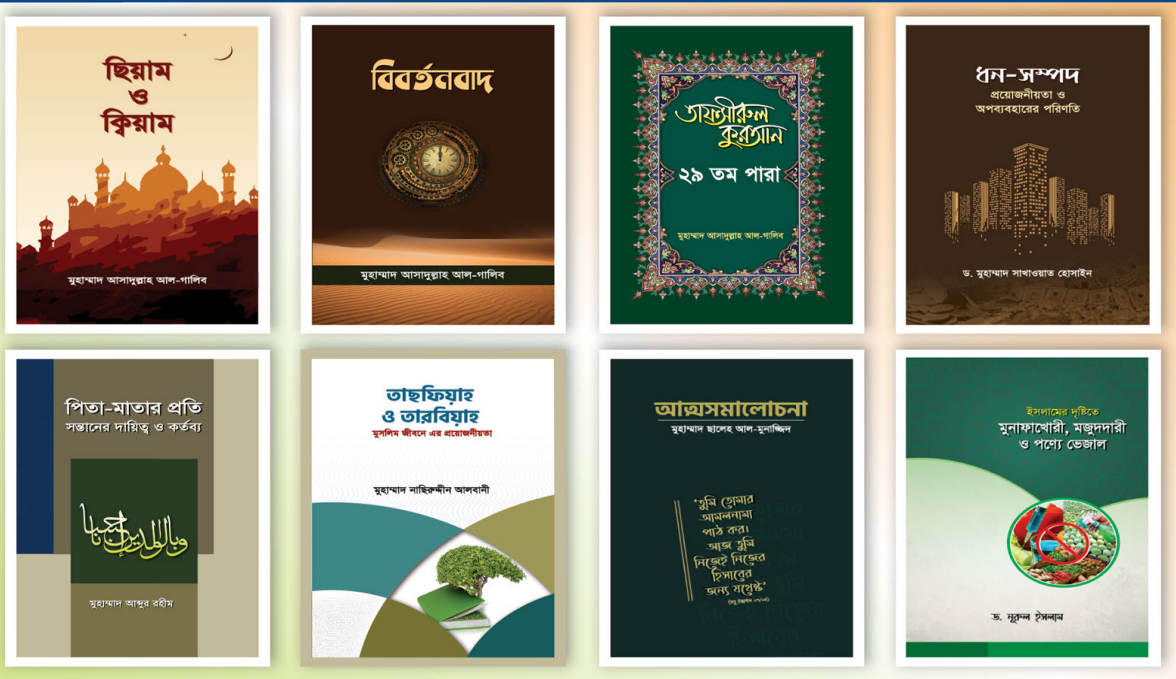

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ	৭ম সংখ্যা
শা'বান-রামাযান	১৪৪১ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ	১৪২৬-২৭ বাং
এপ্রিল	২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে *(৯ম কিস্তি)* ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ পাপ বর্জনের শিষ্টাচার সমূহ ০৯
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিধান *(২য় কিস্তি)* ১৩
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

♦ শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ১৭

♦ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ২০
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ অর্থনীতির পাতা :

♦ ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা *-বিকাশ কান্তি দে* ২২

◈ ভ্রমণ স্মৃতি : ♦ সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিন *(২য় কিস্তি)* ২৯
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ : ♦ আফগানদের কাছে আরেকটি মার্কিন পরাজয় ৩৩
-মারুফ মল্লিক

◈ নবীনদের পাতা : ♦ মাহে রামাযানের পূর্ব প্রস্তুতি ৩৫
-আব্দুল মুহাইমিন

◈ কবিতা : ৩৮

♦ রামাযান ♦ আত-তাহরীক
♦ বিজাতীয় সভ্যতা ♦ আত-তাহরীক তুমি

◈ সোনামণিদের পাতা ৩৯

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪০

◈ মুসলিম জাহান ৪১

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৪

◈ প্রশ্নোত্তর ৫০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

(১) ভারত ভাগ হয়ে যাচ্ছে

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে মুসলমানদের উপর গত ২৪-২৭শে ফেব্রুয়ারী চার দিনে চালানো রক্তাক্ত সহিংসতার বিষয়ে বিরোধী দল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'ভারত ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এতে কারও লাভ হচ্ছে না। কেবল ভারতেরই ক্ষতি হবে'। গত ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার ইতালী থেকে ফিরেই হিংসা বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্ব দিল্লী পরিদর্শনে যান রাহুল। তার সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। সেখানে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডবে পুড়ে যাওয়া ঘর-বাড়ী, ভাঙচুর ও লুটতরাজের চিহ্ন ও আশ্রয়হীন সংখ্যালঘুদের দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেন তিনি। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ঘৃণা ও হিংসা সব ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদের। স্কুলে কোমলমতিরাও নিরাপদ নয় ভারতে। আমাদের ভবিষ্যৎকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে এখানে'।

রাহুল গান্ধীর সখেদ উচ্চারণ তার প্রপিতামহ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর (১৮৮৯-১৯৬৪ খৃ.) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় হিন্দু-মুসলিম রক্তক্ষয়ী রায়টের জন্য প্রধানতঃ দায়ী করা হয় তাঁকে। যার ফলশ্রুতিতে এক বছর পর ১৪ ও ১৫ই আগস্টে পাকিস্তান ও ভারত নামে অখণ্ড ভারত বিভক্ত হয়ে যায় *(ভারত স্বাধীন হ'ল পৃ. ১৫৪-৫৬)*। নেহেরুর নিকটতম বন্ধু মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে লিখিত আত্মজীবনীতে দুঃখ করে বলেন, নেহেরুকে কংগ্রেসের সভাপতি করাই ছিল আমার রাজনৈতিক জীবনের সবচাইতে বড় ভুল' *(ঐ, পৃ. ১৪৮)*। আর ভারতের জাতির পিতা বলে খ্যাত মিঃ গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল, গুজরাটের একজন সাধারণ আইনজীবী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০)-কে অতিরিক্ত লাই দেওয়া। যাকে দেশ স্বাধীনের পর নেহেরু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে বসান। তিনিই বৃটিশের সাথে স্বাধীনতার শর্ত লঙ্ঘন করে কাশ্মীর, জুনাগড়, মানভাদর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলিকে জোর করে ভারতভুক্ত করে নেন। আর তারই সময়ে দিল্লীতে মুসলিম নিধন যজ্ঞ শুরু হয়। সেই সহিংসতা থামাতে গান্ধী দিল্লী আসেন এবং সব দলের নেতাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি অনশনে চলে যান। তখন তার জীবনাশঙ্কা দেখা দিলে নেতারা শান্ত হন এবং দাঙ্গা থেমে যায়। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেল এতে খুশী হননি। তখন গান্ধী দিল্লীতে সর্বদলীয় প্রার্থনা সভা আহ্বান করেন। সেখানে উপস্থিত হাযার হাযার শান্তিপ্রিয় মানুষের সামনেই জনৈক কঠোর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী নথুরাম গড্‌সে প্রকাশ্যে তাকে তিন তিনটা গুলি করে হত্যা করে। এতে জয়পুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি শহরে মিষ্টি বিতরণ করা হয় *(ঐ, পৃ. ২২৪-২৬)*। সেদিন ভারত স্বাধীন হ'লেও অখণ্ডতা হারিয়েছিল চিরদিনের জন্য। এজন্য সেদিন দায়ী ছিলেন মূলতঃ নেহেরু ও প্যাটেল। আজও সম্ভবতঃ তাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন মোদী ও অমিত শাহ।

কেন যেন কাকতালীয়ভাবে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীরব সমর্থনে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চে পুলিশ ও দাঙ্গাবাজদের হাতে নিহত অন্যূন ২ হাযার মুসলিম নারী-পুরুষের দগদগে রক্তাক্ত স্মৃতি পুনরায় ফিরে এল ২০২০ সালের শেষ ফেব্রুয়ারীতে একই মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে রাজধানী দিল্লীতে সুপরিকল্পিতভাবে অর্ধশতাধিক নিরীহ মুসলিম নর-নারী হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। গত শতাব্দীতে নেহেরু-প্যাটেলের মুসলিম বিদ্বেষী সংকীর্ণ অপরাজনীতির কারণে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল এবং কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে রক্ত ঝরার ব্যবস্থা হয়েছিল। আজও মোদী-অমিত শাহদের মুসলিম বিদ্বেষী সংকীর্ণ অপরাজনীতির কারণে ভারত পুনরায় বিভক্তির কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার সম্ভবতঃ আর দুই ভাগে নয়, বরং কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হবে। মুসলমানরা সাড়ে ছয়শো বছর অখণ্ড ভারতবর্ষ শাসন করেছে। কোনদিন কাউকে ধর্মীয় পরিচয়ে নির্যাতন করেনি। অথচ এখন পাঁচ বছরের জন্য দিল্লীর ক্ষমতায় বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন মোদী সরকার। নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে বড় গুণ হ'ল, উদারতা ও সহনশীলতা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় নেতৃত্বে এই দু'টি গুণের বড়ই অভাব। যেকারণে আজ ভারতের সাথে প্রতিবেশী কোন দেশের সদ্ভাব নেই। নিজ দেশের ভিতরেও তাদের পরস্পরে সাপে-নেউলে অবস্থা।

২০১৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারতে Citizenship Amendment Bill তথা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-'ক্যাব' কার্যকর হওয়ার পর থেকে গত প্রায় তিন মাস ধরে উক্ত আইনের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছে। এরই মধ্যে বহিরাগত হেলমেটধারী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব চলেছে উত্তর-পূর্ব দিল্লীর মুছতফাবাদ, জাফরাবাদ, গাযিয়াবাদ প্রভৃতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায়। যেখানে বেছে বেছে কেবল মুসলিমদের উপর রক্তক্ষয়ী হামলা চালানো হয়েছে। যাতে অর্ধশতাধিক নিহত ও ৩ শতাধিক আহত হওয়া ছাড়াও ঘর-বাড়ী, মসজিদ-মাযারে অগ্নি সংযোগ করে সবকিছু নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। অথচ বছরের পর বছর ধরে সেখানে হিন্দু-মুসলিম একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। কিন্তু দিল্লী পুলিশ আক্রান্তদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। ১৩ হাযার ২০০ ফোন কলেও তারা সাড়া দেয়নি। কখনো কখনো সাড়া দিয়ে বলেছে, আমরা ৫ মিনিটের মধ্যে আসছি, কিন্তু আসেনি।

প্রশ্ন উঠছে, এই দাঙ্গা কি শুধুই নাগরিকত্ব আইন নিয়ে আন্দোলনের পক্ষের আর বিপক্ষের সংঘর্ষ? নাকি এই দাঙ্গা নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বৃহত্তর বিতর্ক থেকে দৃষ্টি ফিরাবার প্রচেষ্টা? তাছাড়া দিল্লীর এই হত্যাযজ্ঞ কি হঠাৎ করেই শুরু হ'ল? না কি রাষ্ট্রের সরাসরি মদদে পূর্ব পরিকল্পনা মতে বাস্তবায়িত হ'ল?

লেখক দেবদাস চৌধুরীর মতে, এটি সংঘর্ষও নয়, দাঙ্গাও নয়। বরং সরাসরি রাষ্ট্রের মদদে সংঘবদ্ধ নির্যাতন, হত্যা ও লুণ্ঠন। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম নিধন চলেছে সেখানে। যাতে কোনভাবেই আরেকটি শাহীনবাগ তৈরী হ'তে না পারে। কলিকাতার সোহিনী গুপ্তের ভাষায়, শাহীনবাগ সারা দেশের কাছে একটা উদাহরণ হয়ে উঠেছে। যখন দিল্লীর জাফরাবাদের রাস্তায় নারীরা নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে রাস্তায় নামলেন। যা গোটা দেশকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সরকার ভয় পাচ্ছে শাহীনবাগকে।

নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রতিবাদকে অবশ্য মুসলমানদের প্রতিবাদ হিসাবেই দেখাতে চেষ্টা করছে বিজেপি। যদিও সেটি আদৌ ঠিক নয়'। কিন্তু বিজেপি এর দ্বারা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায়। একদিকে মুসলিম নিধন ও বিতাড়নের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদীদের তোষণ। অন্যদিকে বিরোধীদের দমন।

আমরা মনে করি, হিংসা কেবল হিংসা আনয়ন করে, শান্তি আনেনা। অতএব শাসক দলের উচিৎ যিদ পরিহার করে বাস্তববাদী হওয়া। আল্লাহ্র এই যমীনে আল্লাহ্র সকল বান্দার স্বাধীনভাবে বসবাসের অধিকার রয়েছে। কর্তৃপক্ষের উচিৎ সেটাকে অক্ষুণ্ন রাখা। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সর্বদা কল্যাণ বয়ে আনে। আমরা উপমহাদেশের উপর আল্লাহ্র বিশেষ রহমত কামনা করি।

(২) করোনা একটি পরীক্ষা : এটি আযাব অথবা রহমত

চীনের হুবেই প্রদেশের জনবহুল রাজধানী উহান শহরে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথম করোনা ভাইরাসের আক্রমণ শুরুর পর থেকে গত ১৭ই মার্চ ২০২০ মঙ্গলবার পর্যন্ত বৈশ্বিক রিপোর্ট হ'ল চীন সহ আক্রান্ত দেশ ও অঞ্চলের সংখ্যা ১৬১, মোট আক্রান্ত ১,৮২,২৬০; মৃত্যু ৭,১৬৫। তন্মধ্যে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত চীনে আক্রান্ত ৮০,৮৮১ জন। মৃত্যু ৩,২২৬ জন। ইটালীতে আক্রান্ত ২৭,৮৯০, মৃত্যু ২,১৫৮। অতঃপর দেশের রিপোর্ট হ'ল গত ৮ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম এই রোগীর সন্ধান পাওয়ার পর থেকে ১৮ই মার্চ পর্যন্ত ১০ দিনে ১৪ জন আক্রান্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরেছে। ১৮ই মার্চ বুধবার তাদের মধ্যে সত্তরোর্ধ্ব একজন বৃদ্ধ এই রোগে দেশের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে। এছাড়া করোনার প্রাদুর্ভাব ইরান ও দক্ষিণ কোরিয়া সহ ইউরোপ-আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সকল দেশে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। আতঙ্কিত সারা বিশ্ব। সবাই বাঁচার জন্য পাগলপারা, যেন ক্বিয়ামতের ময়দান। এসময় করণীয় কি?

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমরা কোন স্থানে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে বলে শুনতে পাও, তাহ'লে সেখানে যেয়ো না। আর নিজ এলাকা আক্রান্ত হলে সেখান থেকে বের হয়ো না' *(বুখারী হা/৫৭২৮)*। খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সময়ে ১৮ হিজরী তথা ৬৪২ খৃষ্টাব্দে একবার সিরিয়া ও ফিলিস্তীন সহ পুরা ইরাক জুড়ে মহামারী দেখা দেয়। অতঃপর সেটা উঠে যায়। তখন খলীফা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু সিরিয়ার সীমান্তে 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছার পর মহামারী পুনরায় বৃদ্ধির সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন *(বুখারী হা/৫৭২৯; ফাৎহুল বারী)*।

বর্তমানে করোনা মহামারী মানুষের জন্য আল্লাহ্র একটি পরীক্ষা। তিনি বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও'। 'যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার রাসূল (ছাঃ)-কে মহামারী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটি হ'ল আযাব। যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার উপর প্রেরণ করেন। আল্লাহ এটিকে মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি মহামারী এলাকায় ধৈর্যের সাথে ও ছওয়াবের আশায় অবস্থান করে এবং তার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ যা তাকদীরে লিখে রেখেছেন তাই হবে, তাহ'লে ঐ ব্যক্তি একজন শহীদের ন্যায় ছওয়াব পাবে' *(বুখারী হা/৩৪৭৪)*। তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের যে ব্যক্তি মহামারীতে মৃত্যুবরণ করল সে ব্যক্তি শহীদ' *(মুসলিম হা/১৯১৫)*। বস্তুতঃ কোন রোগ ছোঁয়াচে হ'লেও আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া তা কার্যকর হয়না। সংক্রমিত উটের দ্বারা অন্য উট সংক্রমিত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাহ'লে প্রথম উটটিকে সংক্রমিত করল কে? *(বুখারী হা/৫৭১৭)*। আল্লাহ এ পরীক্ষা কেন করেন? তিনি বলেন, 'আর আমরা অবশ্যই তাদেরকে ছোট-খাট শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব বড় শাস্তির পূর্বে। যাতে তারা আমার দিকে ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

করোনা ভাইরাস মানব জাতির জন্য কেবল আযাব হিসাবে নয়, বরং ইতিমধ্যে রহমত হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রভাবে চীনের বায়ুদূষণ কমে গেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, চীনের অত্যাধিক ভাইরাস সংক্রমিত এলাকাগুলোয় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে গেছে আশ্চর্যজনক হারে। সাধারণত কারখানা ও গাড়ির ধোঁয়া থেকেই বিষাক্ত এ গ্যাস নির্গত হয়। করোনা সংক্রমণের কারণে চীনের সিংহভাগ কলকারখানা বন্ধ, বেশকিছু শহরে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ হওয়ায় এর সুপ্রভাব পড়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশে।

বিশ্বের শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশ চীনে গত দুই মাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ২৫ শতাংশ কমে গেছে বলে এক গবেষণায় জানিয়েছে ব্রিটিশ ভিত্তিক থিংকট্যাংক কার্বন ব্রিফ। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০০৮-০৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দার পর প্রথমবারের মতো কার্বন নির্গমন হ্রাসের মাত্রা রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। ফলে এটি আবহাওয়া পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কার্যকরী পদক্ষেপগুলোই পরিবেশের জন্য এ উপহার বয়ে নিয়ে আসছে *(দৈনিক ইনকিলাব ১৪.০৩.২০২০)*। ফলে আবহাওয়া দূষণের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছর ব্যাপী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও বিশ্বনেতাদের বৈঠকের পর বৈঠকের পরও যা সম্ভব হয়নি, করোনার এক ধাক্কায় অল্প দিনেই তা সহজে সম্ভব হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

অতএব করোনার ব্যাপারে আতঙ্কিত না হয়ে যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। সেই সাথে অপরিহার্য কর্তব্য হ'ল সকল পাপ থেকে তওবা করা। বিনীতভাবে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাঁর রহমতের উপর ভরসা করা। আল্লাহ আমাদের থেকে এই আযাব উঠিয়ে নিন -আমীন! *(স.স.)*।

[এ বিষয়ে 'করোনা ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক প্রচারপত্র-২১ পাঠ করুন ও সর্বত্র বিতরণ করুন।]

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৯ম কিস্তি)

আকাইদ ও ফিকহ
দাখিল সপ্তম শ্রেণি

(২৮২/৯) পৃ. ৬৫ **সৃজনশীল প্রশ্ন** ...কুরআন হাদিসের গবেষণালব্ধ সমাধান আছে ইলমে ফিক্‌হের মধ্যে।

মন্তব্য : বরং কুরআন ও হাদীছেই সবকিছুর সমাধান রয়েছে *(আন'আম ৬/৩৮)*।

(২৮৩/১০) পৃ. ৬৮ **নাজাসাতে গালিজার একটি তালিকা**

...৩. মানুষ অথবা পশুর রক্ত। ৪. বমি (যে কোন বয়সের মানুষের হোক) ৫. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত বা অথবা অন্য যে কোন তরল পদার্থ।...

মন্তব্য : হায়েয, নিফাস ও ইস্তেহাযা ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই।[১]

(২৮৪/১১) পৃ. ৭৪ টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময়...নিম্নোক্ত দোআ পড়া- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى-

মন্তব্য : হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৩০১; মিশকাত হা/৩৭৪; ইরওয়া হা/৫৩)*। বরং টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় বলতে হয় غُفْرَانَكَ *'গুফরা-নাকা'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি')।[২]

(২৮৫/১২) পৃ. ৭৪ পবিত্রতার জন্য মাটির ঢিলা ব্যবহার করা ভালো। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে টয়লেট পেপার।

মন্তব্য : পানি পেলে পবিত্রতার জন্য মাটির ঢেলা বা টয়লেট পেপারের প্রয়োজন নেই।[৩]

(২৮৬/১৩) পৃ. ৭৫ اَلْإِسْتِجْمَارُ অর্থ কুলুখ ব্যবহার করা। ...পুরুষ শীতকালে প্রথমে সামনের দিক থেকে এরপর পেছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢেলা ব্যবহার করবে। গ্রীষ্মকালে প্রথমে পেছন দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে এরপর পিছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। মহিলাদের সবসময় প্রথমে সামনের দিক থেকে এরপর পেছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করতে হবে।

মন্তব্য : এগুলি স্রেফ বানোয়াট নিয়ম। শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই।

(২৮৭/১৪) পৃ. ৭৮ **তায়াম্মুমের ফরয**

...৩. উভয় হাত পাক মাটিতে মেরে প্রথমে বাম হাত দ্বারা ডান হাত এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

মন্তব্য : কনুইসহ মাসাহ করার কোন দলীল নেই। (আলোচনা দ্র : ক্রমিক (৩০)।

(২৮৮/১৫) পৃ. ৭৮ **তায়াম্মুমের সুন্নত**...৭। চেহারা মাসেহ করার পর দাড়ি খিলাল করা।

মন্তব্য : 'তায়াম্মুমে দাড়ি খিলাল করা' কথাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট।

(২৮৯/১৬) পৃ. ৮০ **যেসব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ**...পাথর, বিলাতি মাটি, চুনাপাথর, হরিতাল, সুরমা, গেরুমাটি ইত্যাদি।

মন্তব্য : ধুলা-মাটিহীন স্বচ্ছ পাথর, কাঠ, কয়লা, লোহা, মোজাইক, প্লাস্টার, টাইল্‌স, চুন ইত্যাদি দ্বারা 'তায়াম্মুম' জায়েয নয়।[৪]

(২৯০/১৭) পৃ. ৮২ فَضْلُ الصَّلاَةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلاَةِ الَّتِي لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا- (মেসওয়াক করে যে ছালাত আদায় করা হয় সে সালাতে মেসওয়াকবিহীন সালাতের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি ফযিলত রয়েছে)।

মন্তব্য : হাদীছটি যঈফ *(বায়হাক্বী হা/১৬২; মিশকাত হা/৩৮৯)*।

(২৯১/১৮) পৃ. ৮৬ **ইকামতের পরিচয়**

ইকামতের মধ্যে এভাবেই ৮টি বাক্য ১৭ বার উচ্চারণ করতে হয়।

মন্তব্য : আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) প্রমুখাৎ আবুদাঊদে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীছ অনুযায়ী এক্বামতের কালেমা বা বাক্য ১১টি। দু'বার করে আযান ও একবার করে এক্বামত বিশিষ্ট বেলালী আযান ও এক্বামত-এর পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য, যা মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক সকল যুগে সমাদৃত।

দু'বার এক্বামত-এর রাবী আবু মাহযূরাহ (রাঃ) নিজে ও তাঁর পুত্র বেলাল (রাঃ)-এর অনুসরণে একবার করে 'এক্বামত' দিতেন।[৫]

(২৯২/১৯) পৃ. ৮৭ **ইকামতের সুন্নত তরিকা** قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ এর জওয়াবে মুছল্লীদেরকে বলতে হয়, اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ.

মন্তব্য : اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا এই পর্যন্ত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৫২৮; মিশকাত হা/৬৭০)*। আর শেষের অংশটি مَا

১. আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা দ্র : দারাকুৎনী বর্ণিত 'প্রত্যেক প্রবাহিত রক্তের জন্য ওযূ' (اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ)-এর ব্যাখ্যায়; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ৬১ পৃ.।
২. তিরমিযী হা/৭; ইবনু মাজাহ হা/৩০০; মিশকাত হা/৩৫৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ-২।
৩. তিরমিযী হা/১৯; মির'আত ২/৭২।
৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ৬৭ পৃ.।
৫. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৪ পৃ.।

www.at-tahreek.com

دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. এক্বামতের জওয়াব হিসাবে বানোয়াট। যার কোন ভিত্তি নেই।

(২৯৩/২০) পৃ. ৮৭ **ইকামতে সালাতের জন্য দাঁড়াবার সঠিক সময়**

ইকামতের জন্য মুয়াজ্জিন প্রথমে দাঁড়াবে। আর মুসল্লিগণ বসে থাকবেন। তিনি যখন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবেন, তখন মুক্তাদিগণ দঁড়াবেন। ...কিন্তু বহুস্থানে দেখা যায় মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করলেই মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে যান।...এটা সুন্নতের খেলাফ।

মন্তব্য : মুছল্লীগণ এক্বামতের সূচনাতে বা মধ্যে বা শেষেও দাঁড়াতে পারেন। কেননা এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় বর্ণিত হয়নি। সুতরাং মুছল্লীগণ সুযোগমত যেকোন সময় দাঁড়িয়ে যাবেন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের এক্বামত দেওয়া হবে, তখন আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখে তোমরা দাঁড়াবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৫)*। অন্য একটি হাদীছে এসেছে, জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বলেন, বিলাল আযান দেয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। যখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতের জন্য বের হয়ে আসতে দেখতেন তখন এক্বামত দিতেন *(মুসলিম হা/৬০৬; তিরমিযী হা/২০২; আহমাদ হা/২০৮২৩)*। হাদীছ দু'টির মধ্যে সমন্বয় করে ওলামায়ে কেরাম বলেন, বেলাল লক্ষ্য রাখতেন কখন রাসূল (ছাঃ) বের হন। যখনই তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বের হ'তে দেখতেন, তখনই তিনি এক্বামত শুরু করতেন। আর ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে দেখে ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন *(ফাৎহুল বারী ২/১২০; মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৮৮; তুহফাহ ৩/১৬৫)*। অন্য একটি হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার ছালাতের জন্য এক্বামত দেওয়া হ'ল। রাসূল (ছাঃ) এসে পৌঁছার আগেই আমরা দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নিলাম। এরপর রাসূল (ছাঃ) এসে ছালাতের স্থানে দাঁড়ালেন *(বুখারী হা/৬৪০; মুসলিম হা/৬০৫)*। উপরের হাদীছ সমূহে প্রমাণিত হয় যে, এক্বামত শুরু হ'লে যে কোন সময় ছালাতের জন্য দাঁড়ানো যায়।

(২৯৪/২১) পৃ. ৯১ **সালাতের ওয়াজিবসমূহ**

...৯। দুই ইদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

মন্তব্য : ঈদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সে হিসাবে অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। যা তরক করলে ছালাত বাতিল হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি নয়, বরং ১২টি। ৬ তাকবীরের স্পষ্ট কোন দলীল হাদীছে নেই।[৬]

(২৯৫/২২) পৃ. ৯৪ **রুকু সেজদার নিয়ম ও দোআ**

(ক) রুকু : স্ত্রীলোকের রুকু করার নিয়ম এই যে, বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের আঙ্গুলগুলো যুক্ত অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর স্থাপন করবে এবং হাতের বাজু ও কনুই শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

মন্তব্য : উক্ত নিয়মের কোন ভিত্তি নেই। বরং পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতে কোন পার্থক্য নেই। কেবল ইমামের ভুল হ'লে পুরুষ মুক্তাদী সরবে *'সুবহা-নাল্লা-হ'* বলবে এবং মহিলা মুক্তাদী হাতের পিঠে হাত মেরে শব্দ করে 'লোকমা' দিবে *(কুরতুবী; বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৯৮৮)*। আর ছালাতের সময় পুরুষের সতর হ'ল দুই কাঁধ ও নাভী হ'তে হাঁটু পর্যন্ত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৫)* এবং মহিলাদের সতর হ'ল সর্বাঙ্গ *(আবু, তির, মিশকাত হা/৭৬২)*।

(২৯৬/২৩) পৃ. ৯৮ رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ অর্থ : অনেক কুরআন তেলাওয়াতকারী রয়েছে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করে, আর কুরআন তাদেরকে লানত করে।

মন্তব্য : এটি ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) তার এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ)-এর নামে হাদীছ হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(১/২৭৪ পৃ.)*। সেখানে قَارِئٍ -এর স্থলে تَالٍ রয়েছে। অর্থ একই। তবে এটি আদৌ কোন হাদীছ নয় *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/৬১)*। বরং ছহীহ হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে বারবার চেষ্টা করে কুরআন শিখে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে'।[৭]

(২৯৭/২৪) পৃ. ৯৮ قِرَاءَةُ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَّهُ ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাআত।

মন্তব্য : ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, যতগুলি সূত্র থেকে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে সকল সূত্রই দোষযুক্ত। সেকারণ 'হাদীছটি সকল বিদ্বানের নিকটে সর্বসম্মতভাবে যঈফ (إِنَّهُ ضَعِيْفٌ عِنْدَ جَمِيْعِ الْحُفَّاظِ)'।[৮] অত্র হাদীছে 'ক্বিরাআত' কথাটি 'আম'। কিন্তু সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশটি 'খাছ'। অতএব অন্য সব সূরা বাদ দিয়ে ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য ছালাতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে *(মুসলিম হা/৩৯৫ (৩৮); মিশকাত হা/৮২৩)*।

(২৯৮/২৫) পৃ. ১০০ **কাযা সালাতের নিয়ত** نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِيَ لِلّٰهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةَ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللهُ أَكْبَرُ– অর্থ : আমি ফজর সালাতের ফরযের কাযা সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।

মন্তব্য : এরূপ কোন বিধান শরী'আতে নেই। বরং ফরয হৌক বা নফল হৌক সকল ইবাদতের পূর্বে নিয়ত বা সংকল্প

৬. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২১০-১১ পৃ.।

৭. বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম হা/৭৯৮; মিশকাত হা/২১১২।

৮. ফাৎহুল বারী ২/২৮৩ পৃ., হা/৭৫৬-এর আলোচনা দ্র'ব্য; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৩-৯৪ পৃ.।

করা অপরিহার্য *(বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১)*। কিন্তু মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত (আলোচনা দ্র : ক্রমিক (৩৪)।

(২৯৯/২৬) পৃ. ১০১ **কাযা সালাতের কাফ্ফারা**

প্রতি ফরয ও ওয়াজিব সালাতের পরিবর্তে সদকায়ে ফেতর বা ফেতরার সমপরিমাণ গম বা তার মূল্য ফিদয়া স্বরূপ দিতে হয়।...

মন্তব্য : মৃতের ক্বাযা ছালাতের কাফফারা স্বরূপ টাকা-পয়সা দান করা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র।[৯] যেমন জানাযার ছালাতের প্রাক্কালে অনেক ইমাম আদায় করে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একজনের ছিয়াম ও ছালাত অন্যজনে করতে পারেনা।[১০] কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত, যা নিজেকেই করতে হয়। এগুলি জীবদ্দশায় যেমন অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়, মৃত্যুর পরেও তেমনি সম্ভব নয় এবং এগুলির ছওয়াবও অন্যকে দেওয়া যায় না কেবলমাত্র দো'আ, ছাদাক্বা ও হজ্জ ব্যতীত।[১১] আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى– 'মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*।

(৩০০/২৭) পৃ. ১০৫ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ... হে আল্লাহ! আমরা আপনারই সাহায্য প্রার্থী...

মন্তব্য : উপরোক্ত শব্দে বিতরে যে কুনূত পড়া হয়, সেটার হাদীছ 'মুরসাল' বা যঈফ।[১২] (আলোচনা দ্র : ক্রমিক (২১৪/১৫)।

(৩০১/২৮) পৃ. ১০৯ **মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি**

একটি চওড়া তক্তা বা খাটের চতুর্দিকে ৩/৫/৭ বার লুবান অথবা আগরবাতি দিয়ে ধূঁয়া দিতে হবে।...

মন্তব্য : এগুলি ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার মাত্র। হিন্দু শাস্ত্র মতে, অগ্নি হ'ল দেবতা। আগুনের স্পর্শেই সবকিছু পুড়ে খাঁটি হয়। সকল শুভ কাজের শুরু হয় আগুন দিয়ে। একারণেই হিন্দুরা তাদের শবদেহ চিতায় স্থাপন করার পর তাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে পুত্র (প্রধানত জ্যেষ্ঠপুত্র) বা কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মুখাগ্নি করে। হিন্দু ব্যবসায়ীরা দোকান খুলেই আগুন দিয়ে ধূপ-ধুনা বা আগরবাতি জ্বালিয়ে দিন শুরু করে। একইভাবে তারা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালায়। দুর্ভাগ্য এখন রাজনীতির নামে বহু নামধারী মুসলিম নেতা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

(৩০২/২৯) পৃ. ১১০ মৃত স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করতে পারবে না। তবে শুধু দেখা ও কাপড়ের উপর দিয়ে হাত লাগানো দুরস্ত আছে।

মন্তব্য : এটাও ভিত্তিহীন বক্তব্য। মৃত্যুর ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়না। বরং স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে বিনা দ্বিধায় গোসল করাতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'যদি তুমি আমার পূর্বে মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব'।[১৩] হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন।[১৪]

(৩০৩/৩০) পৃ. ১১০ আর মহিলাদের জন্য তিনখানা ছাড়া আরও ২ খানা অতিরিক্ত কাপড় লাগবে।

মন্তব্য : মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ের হাদীছ 'যঈফ'।[১৫] বরং পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে।[১৬]

(৩০৪/৩১) পৃ. ১১২ জানাজার সালাতের প্রথম তাকবির (তাকবিরে তাহরিমা)-এর পর সানা পড়তে হবে। سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ–

মন্তব্য : জানাযার ছালাতে ছানা পড়তে হয়না।[১৭] বরং প্রথম তাকবীরের পর আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তে হবে।[১৮]

(৩০৫/৩২) পৃ. ১১২ সানা পড়ার পর দ্বিতীয় তাকবির উচ্চারণ করে দুরূদে ইবরাহিমী পড়তে হয়। اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ... **মন্তব্য :** দরূদে ইব্রাহীমীতে سَيِّدِنَا শব্দ নেই। যা অত্র বইয়ে যোগ করা হয়েছে। سَيِّدِنَا অর্থ 'আমাদের নেতা'। এটি ছালাতে পড়া জায়েয নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) এটি পড়েননি। আর অন্য সময় পড়াটাও অপসন্দনীয়। কেননা তিনি বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করোনা। যেমন খৃষ্টানরা ঈসাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। বরং বল, 'আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৮৯৭)*। অতএব তিনি যে সব ক্ষেত্রে নিজের জন্য 'সাইয়িদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কেবল সেখানে এটি ব্যবহার করা যাবে, অন্যত্র নয়। *[চলবে]*

---

৯. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছঃ) ২৪৫ পৃ.।

১০. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ...وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ– বায়হাক্বী ৪/২৫৪, সনদ ছহীহ, আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত ২/৩৩৬; যঈফাহ ১০ (১)/৬২ পৃ.; মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯, মিশকাত হা/২০৩৫, 'ছওম' অধ্যায়-৭, 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৫।

১১. আবুদাঊদ হা/২৮৮৩; মিশকাত হা/৩০৭৭; বায়হাক্বী, শু'আব; মির'আত হা/১৭৩১-এর আলোচনা দ্র'ব্য ৫/৪৫৩ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১০; তালখীছ ৭৬ পৃ.।

১২. মারাসীলে আবুদাঊদ হা/৮৯; বায়হাক্বী ২/২১০; মিরক্বাত ৩/১৭৩-৭৪; মির'আত ৪/২৮৫।

১৩. ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫।

১৪. বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান।

১৫. আবুদাঊদ হা/৩১৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪।

১৬. বুখারী হা/১২৬৪, ১২৭২-৭৩; মুসলিম হা/৯৪১ (৪৫); মির'আত ৫/৩৪৩-৪৫।

১৭. শারহুল মুনতাহা ৩/৬০ পৃ.; তালখীছ ১০১ পৃ.; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছঃ) ২১৫ পৃ.।

১৮. বুখারী ১/১৭৮, হা/১৩৩৫, 'জানায়েয' অধ্যায়-২৩, অনুচ্ছেদ ৬৫; মিশকাত হা/১৬৫৪; নাসাঈ হা/১৯৮৭, ৮৯; তালখীছ, ৫৪ পৃ.।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

করোনা ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষায় করণীয়

১. **আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্যশীল থাকা :** যেকোন বিপদ আল্লাহ্র পরীক্ষা। যেমন তিনি বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও'। 'যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব'। 'তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ। আর তারাই হ'ল সুপথপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৭)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি একটি আযাব। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার উপর এটি প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাগণের জন্য এটাকে 'রহমত' স্বরূপ করেছেন। ফলে কোন ব্যক্তি যদি মহামারী এলাকায় ধৈর্যের সাথে ও ছওয়াবের আশায় অবস্থান করে এবং হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই হবে, তবে সে একজন শহীদের সমান পুরস্কার লাভ করবে' *(বুখারী হা/৩৪৭৪)*। তিনি বলেন, 'মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী মুসলিম শহীদ হিসাবে গণ্য হবে' *(মুসলিম হা/১৯১৬)*। সংক্রমিত উটের দ্বারা অন্য উট সংক্রমিত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাহ'লে প্রথম উটটিকে সংক্রমিত করল কে? *(বুখারী হা/৫৭১৭)*। অতএব রোগ ছোঁয়াচে হলেও আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া তা কার্যকর হয় না।

২. **তাক্বদীরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা :** আল্লাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউনুস ১০/১০৭)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য একটি পথ বের করে দেন... এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, 'যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহ্র নিকট চাইবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রাখ, যদি উম্মতের সবাই তোমার কোন উপকারের জন্য একত্রিত হয়, তারা তোমার কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না অতটুকু ব্যতীত, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবাই তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবে কেবল অতটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন'... *(তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২)*।

৩. **নিজের ঈমান ও আমলকে পরিশুদ্ধ করা :** আমল কবুলের শর্ত হ'ল ৩টি : ছহীহ আক্বীদা, ছহীহ তরীকা ও ইখলাছপূর্ণ আমল। অতএব সর্বাগ্রে নিজের আমলসমূহ যাচাই করে নিন। শিরক ও বিদ'আত পরিত্যাগ করুন। ছোট-বড় সকল পাপ বর্জন করুন। ঋণগ্রস্ত থাকলে দ্রুত পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। কারো উপর যুলুম করে থাকলে মাফ চেয়ে নিন এবং সকলের প্রতি সদাচরণ করুন।

৪. **বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করা :** নিজ কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে বারবার আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকার শপথ নিন। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ মার্জনা করে দেন' *(শূরা ৪২/৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে : (১) যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। (২) যখন কোন জাতি ওযন ও মাপে কারচুপি করে, তখন তাদের উপর দুর্ভিক্ষ, কঠিন দারিদ্র্য ও শাসকদের নিষ্ঠুর নিপীড়ন নেমে আসে। (৩) যখন কোন জাতি তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত, তাহ'লে কখনো বৃষ্টিপাত হ'ত না। (৪) যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত (ঈমানের) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং তারা তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়। (৫) যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহ্র কিতাব মোতাবেক ফায়ছালা করে না এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহাহ হা/১০৬)*।

৫. **ইবাদতে মনোযোগী হওয়া :** ফরয ছালাতের সাথে সাথে নফল ছালাত সমূহ আদায় করুন। তাহাজ্জুদ ছালাত ও নফল ছিয়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন। কুরআন ও হাদীছ নিয়মিত অধ্যয়ন করুন। পরকালীন চেতনা বৃদ্ধি করে এমন বইসমূহ বেশী বেশী পড়ুন। নিয়মিতভাবে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করুন। ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করুন। আল্লাহ আপনার গৃহ ও গৃহবাসীদের নিরাপত্তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন *(বুখারী হা/২৩১১)*।

৬. **সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা :** পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে ভালভাবে ওযূ করুন। খাওয়ার পূর্বে হাত-মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নিন। দৈনিক স্বল্পমাত্রায় মধু ও কালোজিরা খান। আল্লাহ বলেন, মধুতে আরোগ্য রয়েছে *(নাহল ১৬/৬৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*। হাঁচি-কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করুন। অকারণে জনসমাগম এড়িয়ে চলুন। কোলাকুলি বর্জন করুন ও মুছাফাহা-র সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। কম্পিউটারে কাজ করার সময় মাউস ও মাউস প্যাড এবং কী-বোর্ড পরিষ্কার করে নিন। এজন্য হাতে গ্লোভ্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. **আক্রান্ত এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং নিজ এলাকা আক্রান্ত হ'লে সেখানেই অবস্থান করা :** রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি তোমরা কোন স্থানে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে বলে শুনতে পাও, তাহ'লে সেখানে যেয়ো না। আর নিজ এলাকা আক্রান্ত হলে সেখান থেকে বের হয়ো না *(বুখারী হা/৫৭২৮)*।

৮. **ভাইরাসে আক্রান্ত হ'লে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকলে জনসমাবেশ পুরোপুরি এড়িয়ে চলা :** একজন মানুষও যেন আপনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অন্যের ক্ষতি করো না এবং নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০)*।

৯. **আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় এগিয়ে আসা :** পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সাধ্যমত আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করুন। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

১০. **নিম্নোক্ত দো'আগুলি বার বার পাঠ করা।-**

(ক) بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *'বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্‌রু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্‌যি ওয়া লা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম'* (আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়ে, কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ ঔতার উপরে আপতিত হবে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৯১)*।

(খ) اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বা-ম'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই শ্বেতী রোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ এবং সব ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে) *(আবুদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০)*।

(গ) أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* (আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি) *(মুসলিম হা/২৭০৮, মিশকাত হা/২৪২২)*।

(ঘ) **আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য দো'আ :** أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا *'আয্‌হিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্‌ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা'* (কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগকে বাকী রাখেনা) *(বুখারী হা/৫৭৫০)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ০১৯১৬-১২৫৫৮৩
প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪৪১ হি./১৪২৬ বাং/মার্চ ২০২০ খৃ.।

পাপ বর্জনের শিষ্টাচার সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। সাথে সাথে মানুষ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, এটা তার জন্য ফরয। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা তাঁর ইবাদতের অন্তর্গত। কিন্তু মানুষ বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে, আল্লাহ্র অবাধ্য হয়। এটাই পাপ। এ পাপ বর্জনের কিছু আদব রয়েছে। নিম্নে পাপ বর্জনের আদব সমূহ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. পাপকে বড় মনে করা ও তাকে ছোট বা তুচ্ছ জ্ঞান না করা : গোনাহ যে পর্যায়েরই হোক না কেন তাকে ছোট মনে না করা। বরং তাকে পরকালে শাস্তির কারণ মনে করে তা থেকে বিরত থাকা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ، 'মুমিন ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নীচে উপবিষ্ট আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, হয়তো পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকের উপর দিয়ে চলে যায়'।[১]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوْا فِيْ بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ وَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ حَتَّى أَنْضَجُوْا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ. 'তোমরা ছোট ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ সম্প্রদায়ের মত যারা কোন উপত্যকায় অবতরণ করেছে। অতঃপর প্রত্যেকে একটি করে কাঠ নিয়ে এসেছে। এমনকি তা স্তূপাকার ধারণ করেছে। যার দ্বারা তারা রুটি পাকাতে পারে। আর নিশ্চয়ই ছোট ছোট গোনাহ যখন পাপীকে পাকড়াও করবে তখন তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে'।[২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِباً. 'হে আয়েশা! তুমি ছোট ছোট গোনাহগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা সেটা লেখার জন্যও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন'।[৩]

২. পাপীদের সাথে অবস্থান না করা : পাপী ব্যক্তিদের সাথে ওঠাবসা না করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِى الطُّرُقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

'তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। সেখানে বসে আমরা আলোচনা করে থাকি। তিনি বললেন, একান্তই যদি বসতে হয়, তাহ'লে রাস্তার হক আদায় করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া হ'তে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা'।[৪]

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ– 'যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়, তাহ'লে স্মরণ হওয়ার পর আর যালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না' *(আন'আম ৬/৬৮)*।

৩. অন্তরকে পাপমুক্ত রাখা ও পাপের দিকে ঝুঁকে না যাওয়া : মানুষের অন্তর মন্দ প্রবণ। আল্লাহ ইউসুফ (আঃ)-এর ভাষ্য এভাবে উল্লেখ করেন, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ، 'আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ। কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*। সুতরাং মানুষের অন্তরকে পাপের পঙ্কিলতা ও কলুষ-কালিমা মুক্ত রাখার চেষ্টা করা যরূরী। যাতে তা পাপের দিকে ঝুঁকে না পড়ে।

৪. উত্তম লোকদের সাথে অবস্থান করা : মানুষ তার সঙ্গী-সাথীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، 'মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে'।[৫] তাই ভাল মানুষের সাথে মেশা এবং তাদের সাথে

---

১. *বুখারী হা/৬৩০৮; তিরমিযী হা/২৪৯৭; মিশকাত হা/২৩৫৮।*
২. *আহমাদ হা/২২৮৬০; ছহীহাহ হা/৩৮৯, ৩১০২।*
৩. *আহমাদ হা/২৪৪৬০; মিশকাত হা/৫৩৫৬; ছহীহাহ হা/২৭৩১।*
৪. *মুসলিম হা/২১২১; ছহীহাহ হা/২৫০১।*
৫. আবূদাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৪৫।

বন্ধুত্ব করার জন্যই রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ، 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার লোকে খায়'।[৬] বনী ইসরাঈলের ৯৯টি হত্যাকারীর তওবা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, اُخْرُجْ مِنَ الْقَرِيَةِ الْخَبِيْثَةِ الَّتِيْ أَنْتَ فِيْهَا إِلَى الْقَرِيَةِ الصَّالِحَةِ قَرِيَةِ كَذَا وَكَذَا (فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللهَ فَاعْبُدْ رَبَّكَ (مَعَهُمْ) فِيْهَا (وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوْءٍ) 'তুমি যে গ্রামে ছিলে তা একটি মন্দ গ্রাম। সেখান থেকে তুমি বের হয়ে অমুক উত্তম গ্রামের দিকে গমন কর। ঐ গ্রামে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ্র ইবাদত করে। সুতরাং সেখানে গিয়ে তাদের সাথে তুমি তোমার রবের ইবাদত কর। আর তুমি তোমার দেশে ফিরে এসো না। কেননা সেটা মন্দ এলাকা'।[৭]

৫. ইবাদতে রত হওয়া : আল্লাহর ইবাদতে সদা লিপ্ত থাকা যরূরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، 'অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও। এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও' *(শরহ ৯৪/৭-৮)*। তিনি আরো বলেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ، 'আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার নিকট উপস্থিত হয়' *(হিজর ১৫/৯৯)*। আবার নিজে ইবাদত না করে অপরকে নির্দেশ দিলে পরকালে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُوْلُوْنَ أَىْ فُلاَنُ، مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ. 'ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে (নাড়ি-ভুঁড়িরর চার পাশে) ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করতাম ঠিকই, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম'।[৮]

৬. পাপ থেকে সর্বদা তওবা-ইস্তেগফার করা : শয়তান সর্বদা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে ব্যাপৃত আছে। তার প্ররোচনায় মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে তওবা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ، 'যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কে আছে? আর যারা জেনেশুনে স্বীয় কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা প্রদর্শন করে না' *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার পরও তিনি প্রতিদিন ৭০/১০০ বার তওবা-ইস্তেগফার করতেন। আগার আল-মুযানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ. 'কখনো কখনো আমার হৃৎপিণ্ডের উপরও আবরণ পড়ে। তাই আমি দৈনিক একশো বার ক্ষমা প্রার্থনা করি'।[৯] অন্যত্র এসেছে, ইবনু আবূ মূসা (রহঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) এরূপ দো'আ করতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيْئَتِى وَجَهْلِى وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطَايَاىَ وَعَمْدِى وَجَهْلِى وَهَزْلِى، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ.

'হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গুনাহ আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটি, আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গুনাহ আর এ রকম গুনাহ যা আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন যেসব গুনাহ আমি আগে করেছি। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পশ্চাদবর্তী করেন এবং আপনিই সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।[১০] গোনাহের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

৬. আবূদাঊদ হা/৪৮৩২; তিরমিযী হা/২৩৯৫; মিশকাত হা/৫০১৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৪১।
৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭০৬৬; ছহীহাহ হা/২৬৪০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৫১।
৮. বুখারী হা/৩২৬৭; মিশকাত হা/৫১৩৯।
৯. মুসলিম হা/২৭০২; আবূদাঊদ হা/১৫১৫; মিশকাত হা/২৩২৪।
১০. বুখারী হা/৬৩৯৮, ৬৩৯৯; মুসলিম হা/২৭১৯।

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَتْ فَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتَّى تَعْلُوَ فِيْهِ فَهُوَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين ١٤)-

আবু হুরায়রা (রাঃ) 'নিশ্চয়ই বান্দা যখন গোনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যদি সে তা ত্যাগ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে তখন তার দাগ চলে যায়। যদি সে পুনরায় পাপ করে তখন তার দাগ বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সে পাপ করলে তার দাগ বৃদ্ধি পায়। এমনকি তা আরো উচ্চ হয়। এটাই হচ্ছে মরিচা, যার কথা মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। (তিনি বলেন,) 'কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৪)*।[১১]

গোনাহ করার পর তওবা করলে আল্লাহ সেই পাপ ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا، 'তবে তারা ব্যতীত, যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন' *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*।

৭. পাপ প্রকাশ না করা : পাপ করার পর তা প্রকাশ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ বান্দার পাপ গোপন রাখেন। কিন্তু বান্দা নিজে তা প্রকাশ করলে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ أُمَّتِى مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

'আমার সকল উম্মাতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এ বড়ই অন্যায় যে, কোন লোক রাতের বেলা অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেলল'।[১২]

তিনি আরো বলেন, يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ نَعَمْ. وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ نَعَمْ. فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّى سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. 'তোমাদের এক ব্যক্তি তার প্রতিপালকের এত কাছাকাছি হবে যে, তিনি তার উপর তাঁর নিজস্ব আবরণ টেনে দিয়ে দু'বার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এই এই কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। আবার তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এই এই কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। এভাবে তিনি তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন। এরপর বলবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার এগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার এসব গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম'।[১৩]

৮. পাপের পর নেকীর কাজ করা : শয়তানের প্ররোচনায় পাপ হয়ে গেলে, বুঝতে পারার পর তওবা করা এবং তারপর নেকীর কাজ করা যরূরী। যাতে নেকীর কাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى عَالَجْتُ امْرَأَةً فِى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّى أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِىَّ مَا شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً دَعَاهُ وَتَلاَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِىَّ اللهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً.

'আমি মদীনার শেষ প্রান্তে এক মহিলাকে স্পর্শ করেছি এবং আমি তার সাথে সহবাস ব্যতীত সবই করেছি। আমি এখন আপনার নিকট এসেছি। আপনি যা ইচ্ছা আমার ব্যাপারে ফায়ছালা করেন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার অপরাধ গোপন রেখেছেন। এখন তুমিও যদি তা গোপন রাখতে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কারো কথায় প্রতিউত্তর করলেন না। লোকটি উঠে চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শুনান (অনুবাদ): 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে। আর এটি (অর্থাৎ কুরআন) হ'ল উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য (সর্বোত্তম) উপদেশ' *(হূদ ১১/১১৪)*। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলল, এটা কি শুধু তার বেলায় প্রযোজ্য? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, বরং সকলের জন্য।[১৪]

১১. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৭৮৭; আত-তা'লীকাতুল হিসান হা/২৭৭৬, সনদ ছহীহ।
১২. বুখারী হা/৬০৬৯; মুসলিম হা/২৯৯০; ছহীহুল জামে' হা/৪৫১২।
১৩. বুখারী হা/৬০৭০, ৭৫১৪, ২৪৪১।
১৪. মুসলিম হা/২৭৬৩; তিরমিযী হা/৩১১২; ইবনু মাজাহ হা/১৩৯৮; মিশকাত হা/৫৭৫।

আপর হাদীছে এসেছে, আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর'।[১৫]

৯. পাপের কারণে অন্যকে তিরস্কার না করা : পাপের কারণে কাউকে তিরস্কার না করে তাকে সংশোধনের জন্য নছীহত করা যরূরী। যাতে সে পাপাচার থেকে তওবা করে। আবার তাকে তাচ্ছিল্য করে একথা বলাও সমীচীন নয় যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। কেননা এরূপ বলার পরিণতি ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ رَجُلٌ وَاللهِ لاَيَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ فَقَالَ اللهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَإِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، 'জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ বলেন, কে আমার উপরে কসম দিতে পারে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। আমি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমল বরবাদ করে দিলাম'।[১৬]

১০. নিরাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করা : হতাশ বা নিরাশ হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। পাপ কাজ হয়ে গেলে হতাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। তিনি আরো বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، 'আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে যাও, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا- يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا- إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا- 'যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না এবং যারা আল্লাহ যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায় সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচার করেনা। যারা এগুলি করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তারা সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে তারা ব্যতীত, যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(ফুরক্বান ২৫/৬৮-৭০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِى يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِى لاَ تُشْرِكُ بِى شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. 'হে আদম সন্তান! যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার হ'তে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করব, এতে কোন পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে থাক, তাহ'লে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব'।[১৭] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، 'আল্লাহ তা'আলা রাতে নিজের হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে দিনের বেলায় গুনাহকারীরা তাওবাহ করতে পারেন। আবার দিনের বেলায় তিনি তার হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে রাতের বেলায় গুনাহকারীর তওবাহ করতে পারেন। এভাবে তিনি হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যতদিন না সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়'।[১৮]

মানুষের মাঝে কামনা-বাসনা আছে এবং তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান সদা তৎপর। তাই মানুষের দ্বারা পাপ কাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সে পাপের মাঝে ডুবে না থেকে তওবা করে তা থেকে ফিরে আসা অতিব যরূরী। কেননা মানুষের সীমিত জীবনকালে এবং হঠাৎ আগমনকারী মৃত্যুর কারণে যে তওবার সুযোগ নাও পেতে পারে। তাই পাপের পরে অবিলম্বে তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পাপমুক্ত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

১৫. তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৯৭।
১৬. ছহীহাহ হা/২০১৪।
১৭. তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬; ছহীহাহ হা/১২৭-২৮; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৩৮।
১৮. মুসলিম হা/২৭৫৯; মিশকাত হা/২৩২৯; ছহীহাহ হা/৩৫১৩; ছহীহ আত তারগীব হা/৩১৩৫; ছহীহুল জামে' হা/১৮৭১।

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিধান

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(২য় কিস্তি)

ঋণ গ্রহণকারীর আদব

১. সূদের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ না করা :

সূদের উপর ঋণ গ্রহণ করা এবং সেই সূদী অর্থ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা সূদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)* এবং সূদগ্রহীতা ও সূদদাতা উভয়কে লা'নত বা অভিসম্পাত করেছেন।[১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ 'আল্লাহ সূদকে সংকুচিত করেন এবং ছাদাক্বাহকে প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنِ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عاقبتَه تصيْرُ إِلَى قُلٍّ، 'সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[২] সুতরাং কোন সূদী ব্যাংক, এনজিও এবং সূদখোরের কাছ থেকে সূদ প্রদানের শর্তে ঋণ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

২. নির্ধারিত সময়ে যথাসম্ভব দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা :

ঋণ পরিশোধের অন্যতম আদব হ'ল নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যথাসম্ভব দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ 'মুমিনের আত্মা ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হয়'।[৩] সুতরাং ঋণের বোঝা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য।

৩. ঋণ পরিশোধে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা :

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، 'যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' *(ত্বালাক ৬৫/৩)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ، 'যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন'।[৪] ক্বিয়ামতের দিন সে চোর হিসাবে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে।[৫] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ، أَعَانَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের নিয়তে ঋণ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ঋণ পরিশোধে সহযোগিতা করেন'।[৬]

সুতরাং যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পরিশোধের নিয়তে ঋণ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন। তার অনুপম দৃষ্টান্ত রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকটে এক হাযার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে আস, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর (ঋণদাতা) বলল, তাহ'লে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাযার দীনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণ গ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন সম্পন্ন করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ে ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরা কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাযার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি অমুকের নিকট এক হাযার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যামিন হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, তাতে সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকটে সোপর্দ করলাম, এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল।

ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয় তো ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির উপর পড়ল, যার ভিতরে সম্পদ ছিল। সে কাষ্ঠখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানীর জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন সে তা চিরল, তখন সে সম্পদ ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাযার দীনার নিয়ে এসে হাযির

* *শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *আবূদাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩; সনদ ছহীহ।*
২. *ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; মিশকাত হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ*
৩. *তিরমিযী হা/১০৭৮; ইবনু মাজাহ হা/২৪১৩; সনদ ছহীহ।*
৪. *বুখারী হা/২৩৮৭; ইবনু মাজাহ হা/২৪১১।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/২৪১০, সনদ ছহীহ।*
৬. *নাসাঈ হা/৪৬৮৭, সনদ ছহীহ।*

হ'ল এবং বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরার ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ হ'তে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাযার দীনার নিয়ে ফিরে এল'।[৭] সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এভাবেই তাঁর উপর ভরসাকারী বান্দাদের সহায্য করেন।

৪. ঋণ পরিশোধে টাল-বাহানা না করা :

ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গড়িমসি করা অন্যায়। পাওনাদার যদি ধনীও হয়, তবুও তার ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ، 'ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা যুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্যে) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়'।[৮] তবে ঋণ পরিশোধে অক্ষম ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির বিলম্ব করা যুলুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৯]

৫. উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা :

ঋণগ্রহীতার অন্যতম কর্তব্য হ'ল উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা। একবার রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নেন। এরপর যখন তার নিকটে বায়তুল মালের উট আসল, তিনি আবূ রাফি'কে সেই ব্যক্তির উটের ধার শোধ করার নির্দেশ দেন। আবূ রাফি' রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জানালেন যে, বায়তুল মালে সেই রকম উটের বাচ্চা দেখছি না। বরং তার চেয়ে উৎকৃষ্ট উট আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً، 'ওটাই তাকে দিয়ে দাও। কেননা মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে'।[১০]

জাবির (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি পরিশোধের সময় আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দিয়েছিলেন'।[১১] অতএব ঋণগ্রহীতার কর্তব্য হ'ল উত্তমভাবে দেনা শোধ করে দেওয়া। আর ঋণগ্রহীতা সন্তুষ্টচিত্তে পাওনার বেশী কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণ করাতে সমস্যা নেই। তবে ঋণদাতা যদি ঋণে কোন শর্তারোপ করে বা বেশী পাওয়ার সুপ্ত কামনাও রাখে, তাহ'লে তা সূদে পরিণত হবে।[১২]

৬. পাওনাদারের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা :

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে তার ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁকে কঠোর ভাষায় তাগাদা দিল। এমনকি সে তাঁকে বলল, আমার ঋণ পরিশোধ না করলে আমি আপনাকে নাজেহাল করব। ছাহাবীগণ তার উপর চড়াও হ'তে উদ্ধত হয়ে বললেন, তোমার অনিষ্ট হোক! তুমি কি জানো কার সাথে কথা বলছ? সে বলল, আমি আমার পাওনা দাবী করছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟ 'তোমরা কেন পাওনাদারের পক্ষ নিলে না?' অতঃপর তিনি কায়েসের কন্যা খাওলা (রাঃ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ، 'তোমার কাছে খেজুর থাকলে আমাকে ধার দাও। আমার খেজুর আসলে তোমার ধার পরিশোধ করব'। খাওলা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাবী বলেন, তিনি তাঁকে ধার দিলেন। তিনি বেদুঈনের পাওনা পরিশোধ করলেন এবং তাকে আহার করালেন। সে বলল, আপনি পূর্ণরূপে পরিশোধ করলেন। আল্লাহ আপনাকে পূর্ণরূপে দান করুন। তিনি বলেন, أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ، 'উত্তম লোকেরা এমনই হয়। যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোর-যবরদস্তি ছাড়া তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না সেই জাতি কখনো পবিত্র হ'তে পারে না'।[১৩]

৭. ঋণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তার জন্য দো'আ করা :

ঋণ প্রদান একটি বড় ধরনের সহযোগিতা। সেকারণ ঋণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী'আহ (রাঃ) বলেন যে, 'হুনায়ন যুদ্ধের সময় নবী করীম (ছাঃ) তার কাছ থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ হাযার দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তার পাওনা পরিশোধ করলেন এবং তার জন্য দো'আ করে বললেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، *'বা-রাকাল্লাহু লাকা ফী আহ্‌লিকা ওয়া মা-লিকা'* (মহান আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনে বরকত দান করুন)। তারপর বললেন, إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ 'নিশ্চয়ই ঋণের প্রতিদান হচ্ছে ঋণ পরিশোধ করা এবং ঋণদাতার প্রতি প্রশংসা করা'।[১৪]

---

৭. *বুখারী হা/২২৯১।*
৮. *বুখারী হা/২২৮৭; মুসলিম হা/১৫৬৪; মিশকাত হা/২৯০৭।*
৯. *ফাৎহুল বারী ৪/৪৬৫; বুখারী হা/২২৮৭।*
১০. *বুখারী হা/২৩৯২; মুসলিম হা/১৬০০; তিরমিযী হা/১৩১৮।*
১১. *আবূদাঊদ হা/৩৩৪৭; মিশকাত হা/২৯২৫, সনদ ছহীহ।*
১২. *বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৬, সনদ মওকূফ ছহীহ।*
১৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৪২৬, সনদ ছহীহ।*
১৪. *ইবনু মাজাহ হা/২৪২৪; নাসাঈ হা/৪৬৮৩; মিশকাত হা/২৯২৬, সনদ ছহীহ।*

ঋণ পরিশোধ না করার পরিণাম

ঋণের বোঝা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ঋণ পরিশোধ না করা হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট করার নামান্তর। আল্লাহ্র হক নষ্ট করলে তওবার মাধ্যমে ক্ষমা হয়। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করলে সংশ্লিষ্ট বান্দার নিকট থেকে ক্ষমা না পেলে ক্ষমা লাভের কোন উপায় নেই। যেকোন মূল্যে তার হক আদায় করতে হবে ঐদিন আসার পূর্বে যেদিন টাকা-পয়সা থাকবে না। সেদিন হকদারকে হক বিনষ্টকারীর নেকী দেওয়া হবে। নেকী শেষ হয়ে গেলে প্রাপকের পাপ হক বিনষ্টকারীর উপরে চাপানো হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতকে তার প্রাপকের নিকটে অর্পণ করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*।

উপরন্তু ঋণ পরিশোধ না করার ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাতের যিন্দেগী যন্ত্রণার কালো আঁধারে ঢেকে যায়। নিম্নে ঋণ পরিশোধ না করার কঠিন পরিণতি আলোকপাত করা হ'ল-

১. নেক আমল বিসর্জন অথবা ঋণীর পাপ অর্জন :

ঋণ পরিশোধ না করা আত্মসাতের শামিল। যদি পাওনাদার ঋণগ্রহীতাকে মাফ না করে বা ঋণ মওকূফ না করে অথবা ঋণীর ওয়ারিছ সেই ঋণ পরিশোধ না করে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন নেক আমল দানের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবুও ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। কারণ ঋণের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ، وَلَا دِرْهَمٌ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، 'কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে (ক্বিয়ামতের দিন) তার সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না; বরং পাপ ও নেকীগুলোই অবশিষ্ট থাকবে'।[১৫] অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে নেকীর মাধ্যমে হ'লেও ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যদি ঋণী ব্যক্তির কোন নেকী না থাকে, তাহ'লে ঋণ দাতার পাপ থেকে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর যুলুম করেছে, সে যেন তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়, তার ভাইয়ের পক্ষে তার নিকট হ'তে পুণ্য কেটে নেওয়ার আগেই। কারণ সেখানে কোন দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি পুণ্য না থাকে তবে তার (মাযলূম) ভাইয়ের গোনাহ্ এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[১৬] সুতরাং মৃত্যুর আগেই এই ভয়াবহ ঋণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা অবশ্য কর্তব্য।

২. শহীদ হওয়া সত্ত্বেও ঋণের গোনাহ মাফ হবে না :

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হই, তাহ'লে আমার পাপসমূহ মাফ করা হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। যদি তুমি পশ্চাদ্ধাবন না করে ধৈর্যের সাথে ছওয়াবের আশায় অগ্রসর হও এবং আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হও তাহ'লে। তারপর (সে কিছু দূর চলে যাওয়ার পর তাকে ডেকে) বললেন, তুমি কি যেন বলছিলে? সে বলল, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হই, তাহ'লে আমার পাপসমূহকে মাফ করা হবে? তখন রাসূল (ছাঃ) তাতে সম্মতি দিয়ে বললেন,

نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِى ذَلِكَ

'হ্যাঁ, যদি তুমি পশ্চাদ্ধাবন না করে ধৈর্যের সাথে ছওয়াবের আশায় অগ্রসর হও এবং আল্লাহ্র পথে নিহত হও তাহ'লে। তবে ঋণের গোনাহ ব্যতীত (অর্থাৎ সকল গোনাহ ক্ষমা হ'লেও ঋণের গোনাহ ক্ষমা করা হবে না)। কারণ জিবরীল (আঃ) আমাকে এ কথাই বললেন'।[১৭] অন্যত্র তিনি বলেন, يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ 'শহীদ ব্যক্তির সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে। কিন্তু ঋণ ব্যতীত'।[১৮] অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে জান-মাল বিলিয়ে দেয়া শহীদ ব্যক্তি ঋণের কারণে আল্লাহ্র কাছে ধরা খেয়ে যাবেন। তার সকল পাপ ক্ষমা করা হ'লেও ঋণের পাপ ক্ষমা করা হবে না। উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ের মাধ্যমে ঋণের ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়।

৩. ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না :

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা মসজিদের চত্বরে অবস্থান করছিলাম, যেখানে জানাযা রাখা হ'ত। রাসূল (ছাঃ)ও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি মাথা উঠালেন এবং আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। অতঃপর দৃষ্টি অবনত করে ললাটের উপর হাত রেখে বললেন, سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ 'সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কী কঠোরতাই না অবতীর্ণ হ'ল!'

---

১৫. হাকেম হা/২২২২, সনদ ছহীহ।

১৬. বুখারী হা/৬৫৩৪; তিরমিযী হা/২৪১৯।

১৭. মুসলিম হা/১৮৮৫; মিশকাত হা/৩৮০৫।

১৮. মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/২৯১২।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সে দিন ও রাত এ ব্যাপারে চুপ থাকলাম। তবে আমরা একে কল্যাণকরই মনে করছিলাম। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, পরের দিন সকালে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জিজ্ঞেস করলাম, কি কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, فِى الدَّيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ– ‘ঋণের ব্যাপারে কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করে, আবার শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করে, আবার শহীদ হয়ে জীবিত হয়, অথচ তার উপর ঋণ থাকে। তাহ’লে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়’।[১৯] ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, ‘আমার জীবনে ঋণের ব্যাপারে এত কঠোর কথা আমি কখনো পাইনি’।[২০]

সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবারত অবস্থায় জিজ্ঞেস করেন, অমুক গোত্রের কোন লোক এখানে আছে কি? কিন্তু কেউ এতে সাড়া দিল না। এমনকি তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করার পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি। তখন তিনি বললেন, مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيْبَنِيْ فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلاَّ خَيْرًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، ‘প্রথম দু’দফায় কিসে তোমাকে সাড়া দিতে বাধা দিয়েছিল? জেনে রাখ! আমি তোমাদের কেবল কল্যাণই কামনা করি। তোমাদের অমুক ব্যক্তি ঋণের দায়ে আটকে আছে। সামুরা (রাঃ) বলেন, তখন আমি ঐ ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করতে দেখি। যার পর আর কেউ তার কাছে আর কোন পাওনা চাইতে আসেনি’।[২১] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

إنَّ صاحبَكم حُبِسَ على بابِ الجَنة بدَيْنٍ كان عليه، فــإنْ شئتُم فافْدوهُ، وإنْ شئتُم فأسْلِموهُ إلى عذابِ اللهِ.

‘তোমাদের অমুক সাথী ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে জান্নাতের দরজায় আটকে আছে। তুমি চাইলে তাকে মুক্ত করতে পার। চাইলে তাকে আল্লাহ্র শাস্তি গ্রহণের জন্য সমর্পণ করতে পার। অতঃপর লোকটি তা পরিশোধ করল।[২২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ‘মুমিনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়’।[২৩]

৪. ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) জানাযা পড়তেন না :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট যখন কোন ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হ’ত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً ‘সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি?’ যদি তাঁকে বলা হ’ত যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মতো মাল রেখে গেছে। তখন তার জানাযার ছালাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ ‘তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও’।[২৪]

অপর বর্ণনায় জাবের (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، ‘নবী কারীম (ছাঃ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা ছালাত আদায় করতেন না’।[২৫] তবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জাযানা ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ প্রথম পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে ঋণের ভয়াবহতা উপলব্ধি করানোর জন্য এটা করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা পড়েছেন। ইবনু মুনযিরী (রহঃ) বলেন, ‘এটা সঠিক যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা পড়তেন না, কিন্তু এটা পরে রহিত হয়েছে’।[২৬]

ত্বাবারানীতে ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, ঋণ দু’প্রকারঃ

ক. যে ব্যক্তি তার ওপর থাকা ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, আমি (রাসূলুল্লাহ) তার অভিভাবক।

খ. যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা না করে (আত্মসাৎ করার ইচ্ছায়) মৃত্যুবরণ করল। এর কারণে সেদিন তার নেকী হ’তে কর্তন করা হবে, যেদিন কোন দিরহাম ও দীনার থাকবে না।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, এমন অর্থবোধক অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) এটা বলেছেন, তবে ঋণী ব্যক্তির ওপর জানাযা নিষিদ্ধ হওয়ার পর যখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে অনেক দেশে বিজয় দান করলেন এবং প্রচুর সম্পদ অর্জিত হ’ল, তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা আদায় করতেন এবং বায়তুল মাল হ’তে তাদের ঋণ পরিশোধ করতেন। আর এটা যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের একটি।[২৭]

(চলবে)

---

১৯. আহমাদ হা/২২৫৪৬; মিশকাত হা/২৯২৯, ছহীহুত তারগীব হা/১৮০৪।
২০. মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৫/১৯৬৫।
২১. আবূদাঊদ হা/৩৩৪১, আহমাদ হা/২০২৪৪, সনদ হাসান।
২২. হাকেম হা/২২১৩; বায়হাক্বী, কুবরা হা/১১৫১৯; আহমাদ হা/২০২৩৫, ছহীহুত তারগীব হা/১৮১০, সনদ ছহীহ।
২৩. তিরমিযী হা/১০৭৮, মিশকাত হা/২৯১৫।
২৪. বুখারী হা/২২৯৮; মুসলিম হা/১৬১৯; মিশকাত হা/২৯১৩।
২৫. নাসাঈ হা/১৯৬২; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৫২৫৭, সনদ ছহীহ।
২৬. ছহীহুত তারগীব ২/৩৭৮।
২৭. তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/১৬৪; হা/ ১০৭৮ দ্রষ্টব্য।

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফার্সী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দার গোনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। এ রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ এই রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে তারা সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধূপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে সুগন্ধিময় ও আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। আত্মীয়-স্বজন সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। সেই সাথে চলে মীলাদ-ক্বিয়াম ও নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও এ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আলফিয়াহ' বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়। যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করা হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি : মোটামুটি ৩টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। (১) এ রাতে আগামী এক বছরের জন্য বান্দার ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এ রাতে কুরআন নাযিল হয়। (২) এ রাতে বান্দার গোনাহ সমূহ মাফ করা হয়। (৩) এ রাতে রূহগুলি সব ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। ফলে মোমবাতি, আগরবাতি, পটকা ও আতশবাযী হয়তোবা রূহগুলিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য করা হয়। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এ দিন ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকালে। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...!

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা হ'ল :

(১) সূরা দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত- অর্থ : 'আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী'। 'এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(দুখান ৪৪/৩-৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরা ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'এই সেই রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। তিনি বলেন, এ রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে রক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য হ'ল, 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন'।[১] আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)।[২] এতে বুঝা যায় যে, শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

(২) এই রাতে বান্দার গোনাহ মাফ হয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরা ইখলাছ (কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ) পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে দলীলগুলি পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ :

(১) হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ ঐদিন সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আছ কি কেউ রূযী

১. *মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।*
২. *বুখারী হা/৫০৭৬; মিশকাত হা/৮৮।*

প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব'?[৩] হাদীছটি মওযূ' বা জাল।[৪]

অথচ একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে *(হা/১৩৬৬)* এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন ও বান্দাকে ফজর পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

(২) মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের বকরী সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'।[৫] হাদীছটি যঈফ এবং এর সনদ মুনকাত্বি' বা ছিন্নসূত্র।[৬]

(৩) ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বলল, 'না'। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে রামাযানের পর ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।[৭]

'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। এর সাথে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

(৪) আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। রজব মাসের প্রথম রাতে, মধ্য শা'বানে, জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর রাতের দো'আ'। হাদীছটি জাল।[৮]

(৫) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের পনের তারিখ রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে এবং সকলকে ক্ষমা করে দেন, কেবল মুশরিক ও পরস্পরে শত্রু ব্যতীত'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, পরস্পরে শত্রু এবং আত্মঘাতি ব্যতীত'।[১০] ৮টি যঈফ সূত্র উল্লেখ করে সেগুলি হাদীছটিকে শক্তিশালী করেছে মন্তব্য করে শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'নিঃসন্দেহে ছহীহ' বলেছেন।[১১] ভাষ্যকার শু'আয়েব আরনাঊত্ব হাদীছটির সনদ যঈফ বলেছেন। অতঃপর বিভিন্ন শাওয়াহেদ-এর কারণে 'ছহীহ লেগায়রিহি' বলেছেন।[১২] ভাষ্যকার আহমাদ শাকের একইরূপ বলেছেন *(১০/১২৭)*। কিন্তু 'ছহীহ' বলা সত্ত্বেও এ রাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন আমল করাকে শায়খ আলবানী কঠোরভাবে বিদ'আত বলেছেন।[১৩]

মন্তব্য : (১) উক্ত হাদীছটি বুখারী-মুসলিম সহ অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। (২) সকল ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আছ কি কোন আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব...।[১৪] অথচ অত্র হাদীছে এটি ১৫ই শা'বানের রাতের জন্য খাছ করা হয়েছে। যদিও এরূপ ক্ষমা প্রদানের কথা অন্য ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্র সাথে শিরক করেনি এমন সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়। কেবল ঐ দুই ব্যক্তি ছাড়া যাদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা রয়েছে। বলা হয় যে, এই দু'জনকে ছাড় যতক্ষণ না ওরা পরস্পরে সন্ধি করে'।[১৫] অথচ ঐ দু'রাতে কেউ বিশেষভাবে কোন ইবাদত বা অনুষ্ঠানাদি করেনা এবং করার বিধানও নেই। (৩) এই রাতে বা দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কোনরূপ বাড়তি আমল বা ইবাদত করেননি। (৪) মতভেদের সময় রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তাঁর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৬] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৭] অতএব ১৫ই শা'বান উপলক্ষ্যে প্রচলিত সকল প্রকার ইবাদত ও অনুষ্ঠানাদি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

(৩) এ রাতে রূহগুলি সব মর্ত্যে নেমে আসে। এ বিষয়ে সূরা ক্বদরের ৪ ও ৫ আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে বলা হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, 'সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত' *(ক্বদর ৯৭/৪-৫)*। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে ক্বদরের রাত্রি এবং 'রূহ' বলতে ফেরেশতাদের সর্দার জিব্রীলকে বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। প্রত্যেক মৃতের রূহ মর্ত্যে নেমে আসে এ ধারণা ভুল। কেননা মৃত্যুর পরে কোন রূহ আর পৃথিবীতে ফেরৎ আসতে পারে না। কেননা 'তাদের সামনে পর্দা থাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*।

---

৩. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; আলবানী, মিশকাত হা/১৩০৮।*
৪. *সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৩২।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯; মিশকাত হা/১২৯৯।*
৬. *যঈফুল জামে' হা/১৭৬১।*
৭. *বুখারী হা/১৯৮৩; মুসলিম হা/১১৬১; মিশকাত হা/২০৩৮।*
৮. *সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২।*
৯. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৩০৬।*
১০. *আহমাদ হা/৬৬৪২; মিশকাত হা/১৩০৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৬২১।*
১১. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪৪, ৩/১৩৮, ১৫৬৩, ৪/১৩৭।*
১২. *আহমাদ হা/৬৬৪২।*
১৩. *ফাতাওয়া আলবানী (অডিও) ক্লিপ নং ১৮৬/৬।*
১৪. *বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।*
১৫. *মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯-৩০।*
১৬. *আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫।*
১৭. *মুসলিম হা/১৭১৮।*

শবেবরাতের ছালাত : এই রাত্রির ১০০ রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল।[১৮] মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আলফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই জাল অথবা যঈফ। এব্যাপারে (ইমাম গাযালীর) 'এহ্ইয়াউল উলূম' ও (আবু তালেব মাক্কীর) 'কূতুল ক্বুলূব' দেখে যেন কেউ ধোঁকা না খায়।... এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম যেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং নেতৃত্ব করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেককার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।[১৯]

শা'বান মাসের করণীয় : রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েক দিন ছিয়াম রাখতেন না'।[২০]

যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন শা'বানের অর্ধেক হবে, তখন তোমরা ছিয়াম রেখো না'।[২১] অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত।[২২] আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন! *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাফাবা প্রকাশিত 'শবেবরাত' বই)*।

১৮. ইবনুল জাওযী, আল-মওযূ'আত ২/১২৭-২৯।
১৯. মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/১৩০৮-এর ব্যাখ্যা দ্র. ৪/৪৪৬-৪৭ পৃ.।
২০. বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬।
২১. আবুদাঊদ হা/২৩৩৭; তিরমিযী হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১৯৭৪।

২২. নাসাঈ হা/১৫৭৮; মিশকাত হা/১৬৫।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ছওম বা ছিয়াম : অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হ'তে বিরত থাকাকে 'ছওম' বা 'ছিয়াম' বলা হয়। ২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হয়।

ছিয়ামের ফাযায়েল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ পর্যন্ত প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ'আত।

২. ইফতারের দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি 'যঈফ'। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ' (পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল)।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার দ্রুত করবে। কেননা ইহূদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৫] তিনি বলেন, তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর।[৬] তিনি আরো বলেন, 'আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া'।[৭]

৪. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৯]

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[১০]

৬. তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[১১]

৭. তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা : (ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাক'আত বিতরসহ) এগার রাক'আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন না'।[১২]

(খ) হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে লোকদেরকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন'।[১৩] এ সময় তাঁরা প্রথম রাত্রিতে ইবাদত করতেন।[১৪] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বায় *(হা/৩৮০)* ইয়াযীদ বিন রূমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, 'লোকেরা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত' একথাটি 'যঈফ'। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি।[১৫] অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলীর যামানা থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি 'মুদরাজ' বা পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত চার খলীফার কারো থেকেই ছহীহ সনদে ২০ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়।[১৬] বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল।[১৭]

---

১. *বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
২. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।*
৪. *আবুদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।*
৫. *আবুদাঊদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫।*
৬. *ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৯।*
৭. *মুসলিম হা/১০৯৬।*
৮. *বুখারী হা/১৯১৯; মুসলিম হা/১০৯২; নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃঃ।*
৯. *ফাৎহুল বারী হা/৬২২-২৩-এর ব্যাখ্যা, 'ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪; নায়লুল আওত্বার ২/১১৯।*
১০. *আবুদাঊদ হা/২৩৫০, মিশকাত হা/১৯৮৮।*
১১. *মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।*
১২. *বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।*
১৩. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*
১৪. *বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১।*
১৫. *দ্রঃ আলবানী, মিশকাত, হা/১৩০২ টীকা-২।*
১৬. *হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১-এর হাশিয়া-৭, 'রামাযানে ছালাত' অধ্যায়; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২।*
১৭. *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ।*

(গ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৮] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৮. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুবুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ-'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৯]

৯. ই'তিকাফ : ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জন করার একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন'।[২০] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।[২১]

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।[২২] তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।[২৩]

১০. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[২৪] ঈদুল ফিতরের ১ বা ২ দিন আগে বায়তুল মাল জমাকারীর নিকট ফিৎরা জমা করা সুন্নাত, যা ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।[২৫]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যারা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়'-এর অনুসরণ করেন মাত্র'।[২৬] (গ) মদীনার হিসাবে এক ছা' এদেশের আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল। টাকা দিয়ে ফিৎরা আদায় করার কোন দলীল নেই।

১১. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[২৭] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[২৮]

১২. মহিলাদের ঈদের জামা'আত : মহিলাগণ শারঈ পর্দা বজায় রেখে পুরুষদের ঈদের জামা'আতে শরীক হ'তে পারবেন। উম্মে 'আতিয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদেব ঋতুবতী এবং বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ঋতুবতী মহিলারা ঈদগাহে মুসলমানদের জামা'আতে ও তাদের দো'আতে শরীক হবে। কিন্তু ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে।[২৯]

১৩. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা ওয়াজিব হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয় *(নিসা ৯২; মুজাদালাহ ৪)*। (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[৩০]

১৪. ছিয়ামের অন্যান্য বিধান : (ক) অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা অসুস্থ তথা যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[৩১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[৩২] (খ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[৩৩] ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম।[৩৪] তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

---

১৮. *মিশকাত হা/১৩০২।*
১৯. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।*
২০. *বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।*
২১. *ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা।*
২২. *সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ 'ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ।*
২৩. *বুখারী হা/২০২৯।*
২৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৮১৫, ১৮১৬।*
২৫. *বুখারী হা/১৫০৮-১২; ঐ দ্রঃ ফাৎহুল বারী, ৩/৪৩৬-৪১।*
২৬. *দ্রঃ ফাৎহুল বারী (কায়রো : ১৪০৭ হি), ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
২৭. *আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২৮. *আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২০৬-১২।*
২৯. *বুখারী হা/৯৮০-৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
৩০. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।*
৩১. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।*
৩২. *বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।*
৩৩. *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*
৩৪. *বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃঃ।*

ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা

*বিকাশ কান্তি দে**

ভূমিকা :

ইসলামী অর্থব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত। যা মানুষকে সৎ পথে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য পথনির্দেশ করে। এ অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সম্পদের আমানতদার। এক্ষেত্রে সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগে হারাম ও হালালের ব্যবধান নিশ্চিত করা হয়। এ অর্থনীতি সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য যাকাত, ওশর, জিযিয়া ও ছাদাকাতুল ফিৎর ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, কালোবাজারী, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, চুরি, ডাকাতি, শোষণ, মজুদদারী, যুলুম প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা মানব রচিত। সময়ের আবর্তনে এ অর্থব্যবস্থা সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে। এমনকি এ তাত্ত্বিক বিবরণ (তথ্য-উপাত্তসমূহ) নির্দিষ্ট সময়ান্তে সনাতনী বা দ্রুপদী (Classical) হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এ অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু কোন বিধি-বিধান না থাকায় সমাজে আর্থিক সমতার স্থলে হত-দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং ধনী ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। যা কোন দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে অক্ষম। সকল অর্থ ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন করা। এ লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত অর্থব্যবস্থা সর্বদাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে (Vicious Circle of Poverty) বদ্ধাবস্থায় থাকে। বর্তমানে প্রচলিত অর্থনীতিকে বিজ্ঞানরূপে কেবল তার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক আলোচনা করে, নৈতিক দিক এক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। এ অর্থনীতিতে নিঃস্ব, ফকীর ও অসহায় মানুষের ভোগের প্রাধান্য প্রসঙ্গ হিসাবে আসে না। সম্পদ কুক্ষিগত করার যাবতীয় কৌশলের কথা বিশ্লেষিত হয়। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধ, সদাচরণ, বিত্তহীনদের কথা অলোচনায় আসে না। এতে সম্পদই মুখ্য, মানুষ নয়।

ইসলাম সমষ্টিগত কল্যাণ চায়, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি-গোষ্ঠীর নয়। আধুনিক অর্থনীতির দর্শনে মূল্যবোধ বিবেচিত হয় না এবং ইহজগত ও পরজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক কল্যাণের মূল লক্ষ্যও বিবেচিত হয় না। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং কিছু লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে সমাজে আয় বৈষম্য (Income inequality) সৃষ্টি করে, যা ইসলামী অর্থনীতি সমর্থন করে না। ইসলামী অর্থনীতি প্রীতি, সাম্য, মৈত্রী এবং আধ্যাত্মিকতার সাথে অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করে এক সর্বোত্তম মানবীয় রূপ দান করেছে।

* *প্রভাষক, কক্সবাজার সিটি কলেজ, কক্সবাজার।*

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোন দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী যেমন: উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, বিনিয়োগ, বিনিময়, বাণিজ্যের ধরন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক ও আইনগত রীতিনীতি গড়ে ওঠে। বর্তমান বিশ্বে যেসব অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার ছোট-খাট পার্থক্য বাদ দিলে বলা চলে, মোট তিন প্রকার অর্থব্যবস্থা বিশ্বে চালু আছে। আর তা হ'ল- (১) ইসলামী অর্থব্যবস্থা (২) ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা (৩) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।[১] ইসলামী অর্থব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে পরিচালিত হয়। এখানে ন্যায়বিচার এবং ইনছাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়। ধনীদের থেকে যাকাতের অর্থ গরীব, অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বণ্টনের মধ্যে দিয়ে সমাজের সাম্য অর্জন করা হয়। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় এরূপ কোন ধরনের উদ্যোগ নেই। বরং এতে ধনীরা আরো ধনী হয় এবং গরীবেরা আরো গরীব হয়। ফলে গরীব লোকেরা মৌলিক চাহিদার প্রথম ধাপ- অন্ন (খাদ্য) দরিদ্রতার জন্য পরিমিতভাবে ভোগ করতে পারে না। এতে বিশ্বে ক্ষুধা নামক নীরব ঘাতকের হাতে প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাযার লোক মারা যাচ্ছে। ৮৫২ মিলিয়ন লোক ক্ষুধার্ত থাকে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BDRI) তথ্য অনুযায়ী দেশের ৫০ শতাংশ পরিবার বছরের কোন না কোন সময় খাদ্য সংকটে থাকে, ২৫ শতাংশ নিয়মিতভাবে সারা বছর খাদ্য পায় না, ১৫ শতাংশ পরিবার সবসময় পরবর্তী খাবার নিয়ে চিন্তিত থাকে এবং ৭ শতাংশ মানুষ কখনোই তিন বেলা খেতে পায় না।

বর্তমানে দেশের ৪০% মানুষ অতিদরিদ্র। প্রায় ২৮% মানুষ এক ডলারের কম আয়ে জীবনযাপন করছে। বিশ্বে প্রতিদিন না খেয়ে থাকে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ। অথচ উন্নত বিশ্বে প্রতি বছর খাদ্য অপচয় হয় ২২ কোটি টন।[২] প্রচলিত অর্থনীতি এরূপ মন্দা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে এসবের স্থান নেই। যাদের পণ্য ভোগ করার সামর্থ্য নেই ইসলাম তাদের মাঝে যাকাতের অর্থ ন্যায্য বণ্টনের মধ্যে দিয়ে দারিদ্র্য হ্রাস করছে। অর্থ-সম্পদ উপার্জনে হারাম-হালাল বিবেচনা, হালাল উৎপাদন, কর্মে নিযুক্ত থাকার নির্দেশ, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি, যাকাত ও ওশর ব্যবস্থার প্রবর্তন, কাপর্ণ্য ও সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা, সুষম বণ্টন, অপচয় ও অপব্যয় পরিহার, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা, সূদ-ঘুষ ও দুর্নীতি নিষিদ্ধ করা, শ্রমনীতি ও শ্রমের মর্যাদা, শোষণমুক্ত সমাজ, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, সমাজকল্যাণ, উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রভৃতি পন্থা বাস্তবায়নে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে।

১. *খন্দকার আবুল খায়ের, অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা, পৃ. ৫।*
২. *কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)।*

ক. উৎপত্তি :

ইসলামী অর্থব্যবস্থা :

ইসলাম একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা প্রচলিত অর্থব্যবস্থার মারাত্মক সংকট উত্তরণে একটি সর্বোত্তম অর্থব্যবস্থা হিসাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয় সাধন করে আদর্শ অর্থনীতির প্রবর্তন করে।

'I originated during the Golden Age of Islam, 622-661 CE, when the Prophet Muhammad and the Rashidun practiced "brotherly cooperation[৩] in economics. The *ummah* operated under the same codes of conduct, and resources were allocated efficiently to ensure a high standard of living.[4] It is believed that as ties to Islam weakened, so did global economic growth in Islamic institutions.[৫] ইসলামী স্বর্ণযুগে ৬২২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল, যখন মহানবী (ছাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন অর্থনীতিতে 'ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতা' চর্চা করেছিলেন। উম্মাহ একই আচরণবিধির আওতায় পরিচালিত হয়েছিল এবং উচ্চ মানের জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য সম্পদ দক্ষতার সাথে বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটা বিশ্বাস করা হয় যখন ইসলামের সূচনা ঘটে, তখন ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা :

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক পুঁজিবাদী বা ধনতন্ত্রবাদের (Capitalism) উৎপত্তি হয়। ইংল্যান্ডে ১৭৬০-১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শিল্প বিপ্লবের বিকাশ হ'লেও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের পর এর দ্রুত বিকাশ ঘটে। ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে শিল্প বিপ্লবের দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে যে বিরাট সম্পদের ও মূলধনের সৃষ্টি হয়, তা মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণীর হাতে থাকার ফলে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। শিল্প বিপ্লবের আগে আধুনিক কলকারখানা না থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা কুটির শিল্পের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। কুটির শিল্পে যে ব্যক্তি উৎপাদক সেই ব্যক্তি শিল্প দ্রব্যের মালিক হওয়ায় শোষণের সম্ভাবনা ছিল না। বিক্রিত মালের মূল্য উৎপাদকই পেত। শিল্প বিপ্লবের ফলে কল-কারখানা স্থাপিত হ'লে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়। শিল্প উৎপাদন কারখানাগুলোতে কেন্দ্রীভূত হয়। যাদের হাতে মূলধন ছিল তারা কারখানা স্থাপন করে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের মুনাফায় ফেঁপে উঠে। এভাবে এক পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব হয়।[৬] ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্প-বিপ্লবই আধুনিক ধনতান্ত্রিক ধারণার জননী। বৃটেনের শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তেমন পরিচিতি ছিল না।[৭] পুঁজিবাদের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় এবং এর বহু বিতর্কিত বিষয় রয়েছে, তবে সাধারণত সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত নিম্ন দেশগুলোতে (বর্তমানে ফ্ল্যান্ডারস এবং নেদারল্যান্ড) এবং গ্রেট ব্রিটেনে, ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্থিত বলে মনে করা হয়।[৮]

সর্বোপরি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমগ্র ইউরোপে ধনতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। একই সময়ে অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারীরা এ অর্থনীতির দৃঢ় প্রবক্তা ও সমর্থক হিসাবে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালী, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা :

'সোস্যালিজম' শব্দটি ১৮২৭ সালে ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিনে প্রথম ব্যবহার করেন।[৯] জার্মান বংশোদ্ভূত কার্ল মার্কস ও ইংল্যান্ডের অধিবাসী এঙ্গেলস্-এর যুগান্তকারী লেখা 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিপ্লব জেগে উঠতে শুরু করে। এরই ফলে বিশ্বে সর্বপ্রথম রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জারতন্ত্রের পতন ও লেলিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়। পরবর্তীতে বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ 'মাও-সে-তুং' এর নেতৃত্বে চীনেও এ অর্থব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটে।[১০] উদ্ভবের পর থেকে সমাজতন্ত্র বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে। যেমন উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে,

...সমাজতন্ত্র চারটি সময়কাল পেরিয়েছে : প্রথমটি হয়েছিল ঊনিশ শতকে ইউরোপীয় দর্শন (১৭৮০-১৮৫০)। তারপরে ঊনিশ শতকে কর্পোরেশন এবং শিল্পায়ন উত্থানের প্রাথমিক বিরোধী হিসাবে (১৮৩০-১৯১৬) বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্থান ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের চতুর্দিকে সমাজতন্ত্রের উৎস এবং সমাজতান্ত্রিক বা সামাজিক গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া (১৯১৬-১৯৮৯); নয়া-উদার যুগে সমাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া (১৯৯০-)। সমাজতন্ত্রের বিকাশ যেমন হয়েছিল, তেমনি অর্থনীতিতেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল।[১১]

সর্বোপরি পুঁজিবাদের শোষণ, সম্পদের বৈষম্য সৃষ্টি, অপরিকল্পিত উৎপাদন এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ এবং সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কার্ল মার্কস-এর

৩. *Timur Kuran. 2004. Islam & Mammon: The Economic Predicaments of Islamism. Third printing, ed. Princeton: Princeton University Press, 89.*
৪. *Ibid, 3.*
৫. *Ibid.*
৬. *https://www.rashtrakutas.com/2019/08/capitalism.html.*
৭. *হাওলাদার আবদুর রাজ্জাক, অর্থশাস্ত্রের কথা, পৃ. ৩৬।*
৮. *Wikipedia.*
৯. *ইউকিপিডিয়া।*
১০. *রণজিত কুমার নাথ, অর্থনীতি, প্রথম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, পৃ. ১৭।*
১১. *Wikipedia.*

যুগান্তকারী গ্রন্থ Das Kapital (Capital) প্রকাশিত হওয়ার পর এবং তাঁর তত্ত্বের আলোকে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মতবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে রাশিয়া, চীন, কিউবা, জার্মানী, পোল্যান্ড, উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

খ. পরিচিতি :

ইসলামী অর্থব্যবস্থা :

মানুষের সমগ্র জীবনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি ব্যবস্থা হ'ল ইসলাম। সমগ্র জীবন অর্থ তার ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, আর্থিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন- সবকিছুই।[১২] ইসলামী অর্থশাস্ত্র প্রচলিত অর্থশাস্ত্র থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। যা দ্বারা এ বিশ্ব অর্থনীতির ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উভয়ই কল্যাণকর কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। যে অর্থব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে আয়, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, মূলধন ও বিনিয়োগ প্রভৃতি পরিচালিত হয়, তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা। ড. এস.এম. হাসানুয্যামান বলেন, "Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the Shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of meterail resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society."[১৩] ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে শরী'আতের বিধিনির্দেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ, যা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ, যেন এর ফলে মানবমণ্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।

অতএব ইসলামী শরী'আতের বিধিনির্দেশ অনুযায়ী মানুষের প্রয়োজন অনুসারে উপার্জন, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবীয় কল্যাণ সাধন, ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন, ভোগ, সামাজিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সকলের জীবিকার নিশ্চিয়তার বিধান প্রণালীকে ইসলামী অর্থনীতি বলে।

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা :

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানা (Private ownership) নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ থাকে না। যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ বা সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত অবাধ মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজার পরিচালিত হয়, তা ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনরূপ হস্তক্ষেপ থাকে না। Capitalism is an economic system where private entities own the factors of production.[১৪] পুঁজিবাদ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাগুলো উৎপাদনের উপকরণের মালিক হয়।

অর্থনীতিবিদ জে. এফ. র‍্যাগান ও এল. বি. থমাস বলেন, 'Pure Capitalism is characterized by Private ownership of resources and by reliance on market, in which buyers and sellers come together and determine what quantities of goods and resources are sold and at what price'.[১৫] বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র হচ্ছে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা এবং বাজারের উপর আস্থা যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা একত্রে নির্ধারণ করে কি দামে ও কি পরিমাণে দ্রব্য ও সম্পদ বিক্রি হবে।

অতএব পুঁজিবাদী অর্থনীতি সম্পদের ব্যক্তিমালকানার উপর নির্ভরশীল। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানায় যেকোন পরিমাণ অর্থের যোগান দিয়ে শিল্প কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে। শিল্প কারখানার মালিক সর্বাধিক মুনাফা লাভের আশায় তার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধি করাই মানুষের সকল প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা :

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ন্যায় ব্যক্তিমালিকানায় অর্থনৈতিক কোনরূপ সম্পদ থাকে না। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ওপর ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত থাকে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (Central Planning Authority) কর্তৃক দেশের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। অর্থনীতিবিদ জে. এফ. র‍্যাগান ও এল. বি. থমাস বলেন, 'Socialistic Economy: an economic system in which property is publicly owned and central authorities co-ordinate economic decisions'.[১৬] সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হ'ল এরূপ একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পল এ. স্যামুয়েলসনের মতে, 'Socialism refers to the government ownership of the means of production, planning by the government and

১২. *https:// www. Pathagar.com/book/detail/241/4.*
১৩. *Dr. S. M. Hassanuz Zaman, Definition of Islamic Economics, Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah, Winter, 1984, p. 52.*
১৪. *Federal Reserve Bank of St. Louis. "Factors of Production - The Economic Lowdown Podcast Series, Episode 2," Accessed Nov. 18, 2019.*
১৫. *J. F. Ragan & L. B. Thomas, Principles of Macroeconomics, p. 41.*
১৬. *J. F. Ragan & L. B. Thomas, Principles of Macroeconomics, p. 41.*

income distribution.[১৭] সমাজতন্ত্র বলতে বুঝায় উৎপাদনের সরকারী মালিকানা, সরকারী পরিকল্পনা এবং আয় বণ্টন। কেউ কেউ বলেন, Socialism is a populist economic and political system based on public ownership (also known as collective or common ownership) of the means of production.[১৮] সমাজতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় (যদিও সমষ্টিগত বা সাধারণ মালিকানা হিসাবে পরিচিত) উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে একটি জনবহুল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

অতএব যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হয় তা হ'ল সমাজতন্ত্র। এ অর্থব্যবস্থা মনে করে, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ করে। সমতাভিত্তিক বণ্টন এবং শোষণ নির্মূল করার জন্য সমাজতন্ত্র মতবাদটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

গ. তুলনামূলক পর্যালোচনা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায় সীমাহীন অধিকারের ভিত্তিতে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইচ্ছামত সম্পদ উপার্জন ও ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর সুষ্ঠু উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ জনগণের যথাযথ আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে পলিসি অবলম্বন করে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি প্রচলিত অর্থনীতি থেকে যথেষ্ট পৃথক ও ভিন্ন। ইসলামী অর্থব্যবস্থা এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শুধু মানুষের বস্তুগত জীবনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজনিত ইতিবাচক অর্থনীতিকে (Positive Economics) ব্যাখ্যা করে না, বরং ইহকাল ও পরকালের সমন্বিত কল্যাণ লাভের জন্যই মানবিক ন্যায়নীতিকেও বিশ্লেষণ করে।

উৎস :

প্রচলিত অর্থব্যবস্থা (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) মানব কর্তৃক সৃষ্ট নিয়ম-কানূন। তাই এক্ষেত্রে ভুল ও সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। এসব নিয়ম-কানূনের কোনরূপ স্থিতি নেই, বরং সর্বদা পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতি কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে রচিত। তাই এতে কোন ধরনের ভুল বা সন্দেহের অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২/২)*।

নিয়ম-কানূন :

প্রচলিত অর্থব্যবস্থা (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) মানব সৃষ্ট নিয়ম-কানূন দ্বারা পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থা স্থির নয়, বরং সময়ের সাথে সাথে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়ে থাকে। আর নির্দিষ্ট সময়ান্তে ঘরানার তথা সনাতনী বিধি হিসাবে পরিগণিত হয়। তাই নয়া ক্লাসিক্যাল (Neo-Classical) অর্থনীতিবিদের জনক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) বলেন, 'Economic laws are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact laws of gravitation.[১৯] অর্থনীতির নিয়মগুলো মাধ্যাকর্ষণের সাধারণ ও যথাযথ নিয়মের তুলনায় জোয়ার-ভাটার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থার নিয়ম-কানূন চিরন্তন সত্য এবং স্থির, যা স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত।

সম্পদের মালিকানা :

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের সর্বময় সিদ্ধান্ত ব্যক্তিমালিকানায় বিদ্যমান। এখানে দরিদ্র, অসহায়, ফকীর শ্রেণীর লোকের কোনরূপ কল্যাণকর দিক নির্দেশ করে না। বরং ধনীরা আরো ধনী হয় এবং গরীবেরা আরো গরীব হয়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। উপকরণের মালিকানা কোন ব্যক্তির হাতে থাকে না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অর্থনৈতিক সব সিদ্ধান্তের কার্যক্রম গৃহীত হয়। তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তির মেধা, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বের নিকট দলিত-মথিত হয়। পক্ষান্তরে বিশ্বজগতের একক ও নিরঙ্কুশ মালিকানা মহান আল্লাহ্র। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ পার্থিব সম্পদের উপর সাময়িক ও শর্তসাপেক্ষে অধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলামের এই নীতি বাস্তবায়ন হ'লে সম্পদের সুষম ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে। আল্লাহ্ বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

জীবন পদ্ধতি :

পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হওয়ায় সমাজে শ্রেণী সংঘাত উপস্থিত হয়। ধনী-গরীবের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সমাজের সার্বজনীন কল্যাণ সম্ভব হয় না। সমাজতন্ত্রেও তথাকথিত সর্বহারার একনায়কত্ব দেখা দেয়। তাই এ অর্থব্যবস্থায়ও শ্রেণী সংঘাত বিদ্যমান। অন্যদিকে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষ শুধু সম্পদের আমানতদার হিসাবে সর্বক্ষেত্রে মানবিক সৎ গুণাবলীর চর্চা করে। তাই এখানে শ্রেণী সংঘাত দেখা দেয় না।

স্বাধীনতা :

পুঁজিবাদে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে, কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির নিশ্চয়তা নেই। আর সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি থাকলেও রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা থাকে না। অপরপক্ষে ইসলামী অর্থনীতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি ও স্বাধীনতা আছে।

উৎপাদনের লক্ষ্য :

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন করা। আর সমাজতন্ত্রে সামাজিক কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি

১৭. *http://www.economicsdiscussion.net/economy/socialist-economy-meaning-and-features-of-socialist-economy/2070.*
১৮. *Iivestopida.*
১৯. *A. Marshall, Principles of Economics, Macmillan, London, 1959, p. 26.*

সাধন করার লক্ষ্যে উৎপাদন করা হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন করা হয় সমস্ত মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক ছিল' *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। এজন্য ইসলাম গরীব, অসহায় ও নিঃস্ব, যাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করে থাকে।

উৎপাদন পদ্ধতি :

পুঁজিবাদে উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব রয়েছে বিধায় তারা যে কোন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারে। এমনকি জনগণের জন্য ক্ষতিকর যেমন: মদ, গাঁজা, আফিম, হিরোইন, ইয়াবা প্রভৃতি উৎপাদন পুঁজিবাদে হ'তে পারে। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমালিকানায় কোন উৎপাদন হ'তে পারে না। তাই ব্যক্তিগত উৎপাদনের স্বাধীনতা এ অর্থব্যবস্থায় নেই। অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাথে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও বজায় থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উৎপাদন চলবে, যখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষতিকর প্রমাণিত না হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে উৎপাদন পরিচালিত হয়।

ভোক্তার সার্বভৌমত্ব :

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভোক্তা স্বীয় উপযোগ সর্বোচ্চকরণের জন্য যে কোন পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবা ভোগ ও ক্রয় করতে পারে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে ভোক্তা তার উপযোগ সর্বোচ্চকরণের নিমিত্তে যে কোন পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবা ভোগ ও ক্রয় করতে পারে না। কারণ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নিজের ইচ্ছাকে ভোক্তার উপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব মেনে চলতে হয়। তবে ব্যক্তি বা ভোক্তা আল্লাহ্র বিধান মতে পরিমিত পরিমাণ হালাল পণ্য উৎপাদন ও ভোগের স্বাধীনতা লাভ করে। আল্লাহ্ বলেন, 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করেনা বা কুপণতা করেনা। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*।

জীবিকা অর্জন :

প্রচলিত অর্থনীতিতে (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) জীবিকা নির্বাহের জন্য সৎ কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়নি। তাই ব্যক্তি অপরাধ বা অন্যায়মূলক কর্মে নিয়োজিত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। কিন্তু ইসলামে সৎ পথে জীবিকা নির্বাহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, 'অতঃপর ছালাত শেষ হ'লে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর। আর তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(জুম'আ ৬২/১০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।[২০] তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ী সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেয়া কারো নিকট চাওয়ার চেয়ে উত্তম। কেউ দিতেও পারে, নাও দিতে পারে'।[২১]

সম্পদের বণ্টন :

পুঁজিবাদে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত না হওয়ায় সমাজে ধনী ও গরীবদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ফলে ধনীরা গরীবদের শ্রম শোষণ করে আরো ধনী হয় এবং গরীবেরা আরো গরীব হয়। বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) প্রতিবেদনে বিশ্বের ১০১টি দেশের মারাত্মক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বিবেচনা করা হয়। এসব দেশের মধ্যে ৩১টি নিম্ন আয়ের, ৬৮টি মধ্য আয়ের এবং দু'টি উচ্চ আয়ের দেশ। এসব দেশের প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ বহুমাত্রিকভাবে দরিদ্র।[২২] সমাজতন্ত্রে শ্রমিকের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী সম্পদ বণ্টিত (Distribution according to amount and quality of work) হয়। এর ফলে মজুরী এক হয় না। তাই এ ব্যবস্থায় শোষণ না থাকলেও আয় তথা সম্পদ বণ্টনে অসমতা আছে। পক্ষান্তরে ইসলামে ন্যায়বিচার ও ইনছাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এ লক্ষ্যে যাকাত[২৩] এবং ওশর[২৪]-এর অর্থ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ধনী এবং গরীবের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য দূর হয়, যা অর্থব্যবস্থায় সামগ্রিক কল্যাণ বয়ে আনে।

বিশেষ সম্প্রদায় :

প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা অমুসলিম নাগরিকের ব্যাপারে কোন বক্তব্য নেই। তাই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ইসলাম অমুসলিম নাগরিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করেছে।

সূদের লেনদেন :

প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) সূদের লেনদেনকে বৈধ বিবেচনা করে এর সম্প্রসারণের প্রয়াস চালানো হয়। সূদ প্রথা সমাজে ধন বৈষম্যের জন্ম দেয়, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে না। ১৯৩০ সালের মহামন্দার মূল কারণও ছিল সূদের হার।[২৫] কিন্তু ইসলামে সূদকে বর্জন করে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে আর্থিক পুঁজিকে উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিয়োগ করে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও

---

২০. *বুখারী হা/২০৭২; মিশকাত হা/২৭৫৯।*

২১. *বুখারী হা/২০৭৪, ১৪৭০; মুসলিম হা/১০৪২।*

২২. *জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), ১১ জুলাই ২০১৯ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন।*

২৩. *কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হ'লে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে সম্পদ ব্যয় করাকে যাকাত বলে। বিস্তারিত দেখুন, ড. মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের, অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাকাত ব্যবস্থার সুফল।*

২৪. *ওশর ইসলামী অর্থনীতিতে আয়ের অন্যতম উৎস। ওশর শব্দের অর্থ এক দশমাংশ (১/১০)। উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ নিছাব (১৮মণ ৩০ কেজি) পরিমাণ বা তার বেশী হলে, সেচ দেওয়া জমিতে ২০ ভাগের ১ভাগ এবং সেচ বিহিন জমিতে ১০ ভাগের ১ ভাগ বের করে দরিদ্রদের দিতে হয়। একেই ওশর বলে। দ্র. মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের, অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাকাত ব্যবস্থার সুফল।*

২৫. *মো. গোলাম মোস্তাফা, ইসলামি অর্থনীতি, পৃ. ৪।*

আয় সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ সূদের সাথে শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনা প্রভৃতি অশুভ বিষয় সম্পৃক্ত থাকে। পবিত্র কুরআনে নির্দেশ আছে, আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) সূদদাতা, গ্রহীতা এবং এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন'।[২৬]

সামাজিক নিরাপত্তা :

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সামাজিক নিরাপত্তা নেই। এ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদীই অর্থনৈতিক সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে জনগণের ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকলে তাকে অভুক্ত থাকতে হয়। সমাজতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এখানে জনকল্যাণমূলক ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট আয় দ্বারা মজুরী তহবিল (wage fund) এবং গণভোট তহবিল (public consumption fund) গঠন করা হয়। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*। তিনি আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তাও ভালো। আর যদি গোপনে দরিদ্রদের দাও, তবে তা অধিকতর ভালো। এমনটি করলে তোমাদের বহু পাপ মুছে দেয়া হবে। তোমরা যাই করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত' *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ সম্পদ দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস (জান্নাত) অনুসন্ধান করো এবং পার্থিব জীবনে তোমার বৈধ (ভোগের) অংশও ভুলে থেকোনা। (মানুষের) কল্যাণ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর (অর্থ সম্পদ দ্বারা) দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ পসন্দ করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, (স্রষ্টার পক্ষ থেকে) তার প্রতি দয়া করা হবে না'।[২৭] তিনি আরো বলেন, 'বান্দা ততক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ ঐ বান্দার সাহায্যে থাকেন'।[২৮]

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক :

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বৈরী মনোভাব গড়ে ওঠে। কারণ মালিকের হাতে সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকায় শ্রমিক তার পরিশ্রমের তুলনায় কত মজুরী পায়। অর্থাৎ মালিক শোষকের ভূমিকায় এবং শ্রমিক শোষিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শ্রমিকরা যাতে সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারে তার দিকে নযর দেয় না। এক্ষেত্রে মূল্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং মজুরী রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। তাই সমাজতন্ত্রে সামরিক কায়দায় উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। সেখানে শ্রমিককে পশুর মতো ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে ইসলামই সর্বপ্রথম শ্রমিককে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামী শ্রমনীতিতে মালিক, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক পরস্পর ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ অর্থনীতিতে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় থাকে এবং কোন উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড হ'তে প্রাপ্ত মুনাফা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, মানুষ তাই (পরিশ্রম) পায় যা সে করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন 'শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও'।[২৯]

মজুরী নির্ধারণ :

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মজুরী নির্ধারিত হয় বাজার শক্তি, চাহিদা ও উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের মৌলিক চাহিদা উপেক্ষিত হয়। সমাজতন্ত্রে মজুরী নির্ধারিত হয় শাসক ও আমলা শ্রেণী কর্তৃক। যা শ্রমিককে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে বাজার শক্তি ও জীবনযাপনের মানভিত্তিক মৌলিক চাহিদার সমন্বয়ে মজুরী নির্ধারিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে' *(হাদীদ ৫৭/২৫)*। তাই শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে; যাতে শ্রমিক তার প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়।

নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে

যাকাত :

প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) যাকাতের কোন স্থান নেই। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি যাকাতভিত্তিক। যাকাত ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ভাষ্যমতে, পবিত্র কুরআনে ৩২ বার যাকাতের কথা এসেছে। এর মধ্যে ছালাত ও যাকাতের কথা একত্রে এসেছে ২৮ বার। ফুওয়াদ আবদুল বাকী বর্ণনা করেছেন, কুরআনে মোট ১৯টি সূরায় ২৯টি আয়াতে যাকাত শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়।[৩০] যাকাত ছাড়া ইসলামী আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা কখনো সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনে যাকাত যেমন প্রয়োজন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও তার

---

২৬. *মুসলিম, হা/৭৫৯৭।*
২৭. *বুখারী হা/৫৯৯৭, ৬০১৩; মুসলিম হা/১৩১৮; আবূদাঊদ হা/৫২১৮; মিশকাত হা/৪৬৭৮।*
২৮. *মুসলিম হা/২৬৯৯; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৬; মিশকাত হা/২০৪।*
২৯. *ইবনু মাজাহ হা/২৪৪৩; ইরওয়া হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/২৯৮৭, সনদ ছহীহ।*
৩০. *ফুওয়াদ আবদুল বাকী, আল-মু'জামুল মুফহারাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম (কায়রো : দারুল হাদীস, ১৯৮৮ খ্রী.), পৃ. ৪২০-৪২১।*

বিকল্প নেই। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও' *(বাক্বারাহ ২/৪৩, ৮৩, ১১০, ২৭৭; নিসা ৪/৭৭, ১৬২; নূর ৫৬; আহযাব ৩৩; মুজ্জাম্মিল ২০)*। যাকাতের অর্থ গরীব, অসহায়, ফকীর, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকের মধ্যে বণ্টন করলে ধনী-গরীবের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য থাকে না।

রাষ্ট্রের ভূমিকা :

পুঁজিবাদে রাষ্ট্রের ভূমিকা যৎসামান্য। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা একমাত্র রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রীয় নির্দেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত বিধান রাষ্ট্র যাতে কারো প্রতি যোর-জবরদস্তি করার বিধান নেই। বাস্তবায়ন করে।

রাজস্ব ব্যবস্থা :

প্রচলিত অর্থনীতিতে (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) রাজস্ব ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং করই হচ্ছে এর মোক্ষম উপায়। অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতির রাজস্ব ব্যবস্থারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আয়ের সুষম বণ্টন এবং গরীব, অসহায় ও নিঃস্ব লোকেদের মধ্যে মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাকাত, ওশর, ছাদাকায়ে ফিতর[৩১] প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কোন অর্থব্যবস্থা সর্বোত্তম :

ধনতন্ত্র সমাজে সম্পদ বৈষম্য, শ্রম শোষণ, অতি উৎপাদন, উৎপাদন ও উপকরণের অপচয়, বেকারত্ব, বাণিজ্য চক্র, শ্রমিক পীড়ন, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, অপরিকল্পিত উৎপাদন ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন। ফলশ্রুতিতে বর্তমান বিশ্বে বৃহত্তর দু'টি ধনী ও গরীব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হচ্ছে। তাই পুঁজিবাদ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মানুষ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়ে একটি বিপদ থেকে অন্য একটি মহা বিপদে পতিত হয়। সমাজতন্ত্র ব্যক্তি ও ভোক্তার স্বাধীনতা বিলুপ্তি, কর্মস্পৃহা লোপ, পরিচালনা দক্ষতা, আগ্রহ হ্রাস, নব আবিষ্কার ও সৃজনশীল চেতনার হ্রাস, মূল্য ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সঙ্কুচিত, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও ব্যাপক দুর্নীতি প্রভৃতির জন্ম দেয়। এখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এককভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ ব্যাহত হয়। শেষ পর্যন্ত আবার রাষ্ট্রীয় শোষণ ও বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে সমাজতন্ত্রের লোকেরা ছুটে যায়। প্রচলিত অর্থব্যবস্থার শোষণের যাতাকলে মানবসম্পদ আজ বিশ্বে নিষ্পেষিত। বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি দেশের সরকার কল্যাণকর রাষ্ট্র বিনির্মাণ করতে চায়। এহেন রাষ্ট্র নির্মাণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দারিদ্র্য হ্রাস করা। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতিতে দারিদ্র্যের সংখ্যা দিনে দিনে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ প্রচলিত অর্থনীতি মানব সৃষ্ট; যার উপর ভিত্তি করে কোন দেশের অর্থনীতি সামগ্রিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এ অর্থনীতিতে নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও এমনকি ধনী দেশগুলোতে শ্রেণী বৈষম্য খুবই বেশী। প্রচলিত অর্থব্যবস্থার কুফল হিসাবে বিশ্বব্যাপী মহামন্দা শুরু হয় ১৯২৯ সালে এবং শেষ হয় ১৯৩০-এর দশকের শেষের দিকে। এটা বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ সময়ব্যাপী ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী মন্দা। একবিংশ শতাব্দীতে মহামন্দাকে বিশ্ব অর্থনীতির পতনের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[৩২] কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবর্তিত ইনছাফভিত্তিক অর্থব্যবস্থা অনুসরণ করে আব্বাসীয় যুগে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রভূত আর্থিক উন্নতি সাধন করেছিল, একথা ঐতিহাসিক সত্য। সে যুগে যে শান্তি ও প্রগতি স্থাপিত হয়েছিল তাতেই প্রমাণিত হয়, ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা আধুনিক অর্থনীতির চেয়ে অনেক বেশী সমাজকল্যাণমূলক। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে ইসলামী অর্থনীতির সুফল আরো ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় আধুনিক কর ব্যবস্থা যেরূপ কর ফাঁকি ও অসম বণ্টনের সম্মুখীন হচ্ছে তা ইসলামী ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কারণ এটা আল্লাহ্র সৃষ্ট অর্থনীতি হওয়ার কারণে এটা নির্ভুল, নিরপেক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট।

উপসংহার :

আজ একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যুগে বিশ্ব মানবকে তুলনামূলকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, কোন অর্থব্যবস্থা সকল সময়ের জন্য সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর। ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নে এ বিশ্বে থাকবে না নিঃস্ব, ফকীর, দরিদ্র, অসহায়, ক্রীতদাস, বেকারত্ব, বৈষম্য, শ্রম শোষণ, অপচয়-অপব্যয়, সূদ-ঘুষ, মজুদদারী, কালোবাজারী, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, চুরি, ডাকাতি, ব্যক্তি মালিকানা, আয় বৈষম্য, তীব্র প্রতিযোগিতা, মালিক-শ্রমিক বিরোধ, অসম বণ্টন, বিশেষ সম্প্রদায় বা অমুসলিমদের নিরাপত্তাহীনতা, কার্পণ্য, অসৎ কর্ম, মৌলিক অধিকারের অনিশ্চয়তা, শ্রমের অমর্যাদা, দুর্নীতি, সম্পদের অপব্যবহার, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অতি মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন, একচেটিয়া কারবারি, অর্থনীতির বন্ধাবস্থা, বাণিজ্য চক্র, শ্রমিক নিপীড়ন, অপরিকল্পিত উৎপাদন, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিলুপ্তি, কর্মস্পৃহা লোপ, সৃজনশীল চেতনা হ্রাস, ত্রুটিপূর্ণ মূল্য ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব প্রভৃতি। কিন্তু ইসলামে উক্ত বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ও বর্জনীয় যা দ্বারা প্রচলিত অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ফলে বিশ্বব্যাপী আজ প্রচলিত অর্থনীতি দারিদ্র্যের কষাঘাতে বন্ধাবস্থায় আসীন রয়েছে। আর ইসলামী অর্থনীতি প্রচলিত অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় অর্থ ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। Dennis Sarant তাঁর 'History of Religion' গ্রন্থে বলেছেন, 'ইসলাম আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এর মহান নীতিসমূহ সহজ ও যুক্তিপূর্ণ'।[৩৩]

---

৩১. রামাযান মাস শেষে ঈদুল ফিতরের দিন প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি গরীবদের মধ্যে ফিতরা বাবদ বণ্টন করে তাই ১ ছা' বা ২½ কেজি খাদ্য ছাদাকায়ে ফিৎর। ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে একেও রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৩২. হেদায়েত উল্লাহ, ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, পৃ. ৩৬।

৩৩. মোহাম্মদ তানভীর আহম্মেদ ও অন্যান্য ইসলামি অর্থনীতি, পৃ. ১৬।

সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিন

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(২য় কিস্তি)

৪.

২৫শে জানুয়ারী চাইনিজ ইয়ার উপলক্ষ্যে ছুটির দিন। পাবলিক ট্রান্সপোর্টের বাস ছাড়া রাস্তাঘাটে তেমন গাড়িঘোড়া নেই। আজ সকাল ১০-টা থেকে ইজতেমা শুরু হবে কামবাঙ্গানের জালান সেলামাত রোডস্থ মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে। সকালে হোটেল রুমে সামী ইউসুফ ভাই, মাহবুব ভাই এবং মোয়াজ্জেম ভাই এলে তাদের সাথে বাংলা স্কয়ারের ধানসিঁড়ি রেস্টুরেন্টে সকালের নাশতা সেরে নিলাম। এসময় মুনীর ভাই এলেন। তাঁর গাড়িতে আমরা রওয়ানা হলাম। সিমস্ এভেনিউ দিয়ে গাড়ি ২০ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছে যায়। এটি সিঙ্গাপুরে আহলেহাদীছ তথা মুহাম্মাদীদের প্রধান কার্যালয়। সিঙ্গাপুরের অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এটি বেশ আড়ম্বরহীন মনে হ'ল। নীচ তলায় মসজিদের মূল কম্পাউণ্ডে ইজতেমা শুরু হয়েছে। কোন ব্যানার নেই, ফেস্টুন নেই। ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে, যেন বিরোধী কারো প্ররোচনায় অনুষ্ঠানের কোন ক্ষতি না হয়। তবুও অনুষ্ঠান শুরুর পরপরই মসজিদ ভরে গেল। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে কিছু ভাইদের স্ত্রী ও সন্তানরা উপস্থিত ছিলেন। 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীতের সঞ্চালনায় প্রোগ্রাম শুরু হ'ল। আমি যোহরের পূর্বে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য ফিৎনাসমূহ ও তা থেকে বাঁচার উপায় সংক্রান্ত আলোচনায় ফিতনাতুশ শাহওয়াত তথা দুনিয়াবী কামনা-বাসনার ফিৎনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলাম। আমার পূর্বে ইংরেজীতে আলোচনা রাখলেন মুহাম্মাদিয়া এসোসিয়েশন সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আজরী আজমান। চল্লিশোর্ধ বয়সী এই ইমাম বর্তমানে সিঙ্গাপুরে সালাফী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সুন্নাত-বিদ'আত ও তাক্বলীদ-ইত্তিবা বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য রাখলেন। হক্বপন্থীদের ভাষা যে দুনিয়াভর একই, তারই প্রতিধ্বনি যেন খুঁজে পেলাম তাঁর বক্তব্যে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। যোহরের পর দুপুরের খাবার দেয়া হ'ল। আড়াইশ লোকের আয়োজন হলেও উপস্থিতি তিন শতাধিক হওয়ায় পুনরায় বিশেষ ব্যবস্থাপনা করতে হ'ল। খাওয়ার পর আবার ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। আছরের ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বোক্ত আলোচনার বাকি অংশ তথা ফিতনাতুশ শুবহাত বা সংশয়ের ফিৎনা, যা মানুষের আক্বীদা ও আমল বিনষ্ট করে ফেলে সে সম্পর্কে আমি আলোচনা করলাম। অতঃপর আছরের ছালাতান্তে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সবশেষে ছিল উপস্থিতিদের সাথে পরিচিতি পর্ব। দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত অনেক ভাইয়ের সাথে পরিচয় হ'ল, যারা সিঙ্গাপুরে এসে হকের দাওয়াত পেয়েছেন এবং দেশে নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝে জোরেশোরে দাওয়াতী কাজ করছেন। বিশুদ্ধ দ্বীনের খোঁজ পেয়ে তারা যে আজ কত খুশী, তা ভাষায় প্রকাশের নয়। দাওয়াতী ময়দানে প্রবাসীদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহেও আজ হকের আওয়ায বুলন্দ হচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। অনুরূপ হকের দাওয়াত গ্রহণ করার কারণে অনেক ভাই পরিবার ও সমাজ থেকে ব্যাপক নিগ্রহের শিকারও হয়েছেন। একজন ভাই তাঁর পরিবারকে কোনভাবে সংশোধন করতে পারলেও তাঁর কওমী মাদরাসা পড়ুয়া ছেলেটাকে ফেরাতে পারেননি বলে কতই না হতাশা ব্যক্ত করলেন। কোন সান্ত্বনাবাণীই যেন তাঁর জন্য যথেষ্ট হচ্ছিল না। তাঁর একটাই কামনা সন্তানটি যেন শেষ পর্যন্ত হেদায়েতের পথ খুঁজে পায়।

মাগরিবের ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত পরিচয়ের এই পর্ব চলতেই থাকল। নানামুখী ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে আসা এই ভাইদের পূর্বাপর অভিজ্ঞতাগুলো জানান দিল মহান আল্লাহ কাকে, কিভাবে হেদায়েতের পথ দেখান, আর কিভাবে মানুষ হকের সন্ধান পায়। বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে ফিরে আসা এই মানুষগুলোর আবেগঘন বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে হৃদয়জগত আনন্দ-বেদনার মিশ্রণে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। নিজের অজান্তেই আর্দ্র হয়ে ওঠে চক্ষুযুগল। আমি তাদের ঈমানের তেজ, শুদ্ধতা, দৃঢ়তা মাপার অসম্ভব চেষ্টা করি আর ভাবি, আল্লাহ্র কর্মকৌশল এমন বিচিত্র, যে সম্পর্কে মানুষ কোনরূপ ধারণাও করতে পারে না। যেখানে মানুষের ভাবনার শেষ হয়, সেখানেই আল্লাহ্র কৌশল শুরু হয়। নতুবা যে অজস্র, অবারিত ফিৎনার দেশে এসে মানুষের অধঃপতনের অতলে ডুবে যাওয়ার কথা সেখানে আল্লাহ কিভাবে তাদের জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দিলেন! সত্যিই যে ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর হাত থেকে রক্ষা পেতে রাজ্যের সমস্ত শিশুকে হত্যা করল, স্বয়ং তারই ঘরে আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে লালন-পালন করিয়ে নিয়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কর্মকৌশল কত অদ্ভূত আর কত সুনিপুণ! *সুবহান্নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি*।

মাগরিব ছালাতের পর একে একে সবাই বিদায় নিয়ে কেউ মেট্রো রেল, কেউবা বাসে স্ব স্ব গন্তব্যের পথে রওয়ানা হলেন। আমরা ফিরে এলাম বাংলা স্কয়ারে। তারপর ধানসিঁড়ি রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরলাম।

৫.

পরদিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শনিবার। সিঙ্গাপুরে আমার ৩য় দিন। সকালে ১০-টার দিকে মোয়াজ্জেম ভাই হোটেল রুমে এলেন স্থানীয় মি নামক এক খাবার নিয়ে। বেশ ভাল লাগল। মোয়াজ্জেম ভাইয়ের সাথে আসাদ (রাজবাড়ী) নামের এক ভাই এলেন, যিনি এক সময় আহলেহাদীছদের প্রতি প্রচণ্ড রকম বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। মোয়াজ্জেম ভাইয়ের সাথে অনেকবার বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে হেদায়েত দান করেন। সেই মানুষটা এখন ইউটার্ন করে হকের পথ খুঁজে পেয়েছেন। আর তাঁর সেই বিদ্বেষ এখন পরিবর্তিত হয়েছে নিখাদ দ্বীনী ভালবাসায়। সত্য খুঁজে

পাওয়ার যে দীপ্তি তাঁর চোখেমুখে জ্বলজ্বল করছিল, তাতেই যেন হকের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠতে দেখি। মনটা ফুরফুরে আর আশাবাদী হয়ে ওঠে এজন্য যে, যে মানুষগুলো আজ তীব্র ঘৃণার রাজত্ব নিয়ে বসে আছেন, একদিন তারা নিশ্চয়ই ভুল বুঝবেন এবং হকের আওয়াজকে এভাবেই আপন করে নেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দান করুন। আমীন!

বেলা ১১-টার দিকে আমরা হোটেল থেকে বের হলাম। বাংলা স্কয়ারে আসার পর আরও কিছু ভাই আমাদের সাথে যোগ দিলেন। সবার জন্য দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে ধানসিঁড়ি হোটেল থেকেই। কিছু ভাই সেগুলো বহন করে আমাদের সাথে চললেন। আমরা যাব সেরাঙ্গুনে। আমি প্রস্তাব দিলাম গাড়ির পরিবর্তে এবার আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে চড়ে যাব। সুতরাং পার্শ্ববর্তী পাঙ্গল এমআরটি স্টেশনে এলাম। যেতে হবে আপার সেরাঙ্গুন। এমআরটি (Mass rapid transport) বা পাতাল ট্রেন লাইন প্রায় সারা সিঙ্গাপুর জুড়ে বিস্তৃত। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম মেট্রো ব্যবস্থা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৫টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত এগুলো চলাচল করে। গতিবেগ প্রায় ৯০ থেকে ১০০ কি.মি.। পাতালের গভীর তলদেশ দিয়ে এগুলো যাতায়াত করে। বেনকুলেন নামক একটি স্টেশন আছে যেটি সারফেস লেভেল বা মাটি থেকে ৪৩ মিটার তথা প্রায় ১০/১২ তলা নীচে অবস্থিত। ১৯৮৭ সালে এই রেল সিস্টেম চালু হয় এবং বর্তমানে প্রায় ২০০ কি. মি. ব্যাপী এর বিস্তৃতি। ২০৪০ সালের মধ্যে এটি ৪০০ কি. মি. বিস্তৃত হওয়ার কথা রয়েছে। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় এসব ট্রেনে কোন ড্রাইভার থাকে না। স্টেশনগুলিতে লোকেশন স্পষ্ট করে দেয়া আছে। এছাড়া আলাদা এ্যাপস রয়েছে যেখান থেকে সহজেই রুট ম্যাপ নির্ণয় করা যায়।

আমরা ট্রেনে চড়ে বসলাম। পীক টাইমে ২/৩ মিনিট এবং অফ পীক টাইমে ৫/৭ মিনিট পর পর ট্রেন আসে। মিনিট বিশেকের মধ্যে আমরা আপার সেরাঙ্গুন স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে পায়ে হেটে আমরা মসজিদ আল-কাফে এসে উপস্থিত হলাম। যোহরের ছালাত ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। আমরা দ্রুত অযূ সেরে ছালাতে যোগ দিলাম।

এই মসজিদটি সিঙ্গাপুরের অন্যতম পুরানো মসজিদ। ১৯৩০ সালে এক ধনাঢ্য ইয়েমেনী আরব ব্যবসায়ী পরিবার এটি নির্মাণ করে। অনেকটা ক্যাথেড্রালের মত দেখতে এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য হ'ল ওছমানীয় নির্মাণশৈলীর উঁচু মিনার, যা সিঙ্গাপুরের অন্য মসজিদগুলোতে সচরাচর দেখা যায় না। এখানে একসাথে ১২০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে। ছালাতের পর আমরা মসজিদের পেছনের অংশে বসলাম। আগেই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নেয়া হয়েছিল। সিঙ্গাপুর আন্দোলনের ৭টি শাখা থেকে অর্ধশতাধিক দায়িত্বশীল উপস্থিত হয়েছেন। 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীতের সঞ্চালনায় প্রোগ্রাম শুরু হ'ল। দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছের পর পরিচিতিপর্ব ছিল। সবার সাথে পরিচিত হওয়ার পর একটু বিরতি দিয়ে মসজিদের বহির্চত্বরে সবাই একত্রে দুপুরের খাবার খেলাম। কাগজের প্লেটে খাবারের আয়োজন। মোয়াজ্জেম ভাই রুম থেকে কিছু খাবার রান্না করে নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলো ভাগাভাগি করে নেয়া হ'ল। এই আন্তরিক পরিবেশটা আমার খুবই ভাল লাগল। সবাই মিলে এভাবে কংক্রিটের চত্বরে বসে আল্লাহর পথের মুসাফিরদের মত ভাগাভাগি করে খাবার খাওয়ার তৃপ্তিই আলাদা। এই তৃপ্তি কখনও পাঁচ তারকা হোটেলের বিলাসবহুল আয়োজনেও পাওয়া যাবে না।

খাবার শেষে আমরা আবার মসজিদে বসি। আছরের ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত সাংগঠনিক অগ্রগতির বিষয়ে বিবিধ আলোচনা হ'ল। অতঃপর দায়িত্বশীল ভাইদের প্রতি দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখার মাধ্যমে বৈঠক সমাপ্ত হ'ল। বাদ আছর আরো কিছুক্ষণ বসার পর আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম। কর্মী ও দায়িত্বশীল ভাইরা যার যার গন্তব্যে রওয়ানা হলেন। আর আমরা মুনীর ভাইয়ের গাড়িতে সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ পর্যটন অঞ্চল মেরিনা বে দেখার জন্য বের হলাম। ভাই আব্দুল হালীম ও শফীকুল ইসলাম বাংলা স্কয়ারে কিছু কাজের জন্য থেকে গেলেন। আরও কয়েকজন ভাই আমাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য এমআরটিতে রওয়ানা হলেন।

বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা সিঙ্গাপুরের মূল পর্যটনস্থল মেরিনা বে স্কয়ারে এলাম। এটি সিঙ্গাপুরের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র বা বিজনেস হাব। এখানে সিঙ্গাপুর নদীর প্রবেশমুখে সিঙ্গাপুরের প্রতীক পৌরাণিক সিংহ-মৎস প্রাণী মার্লিওন (Merlion)-এর প্রতিমূর্তি বা ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে। পরে এখানে গড়ে উঠেছে মার্লিয়ন পার্ক। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৫৭তলা বিশিষ্ট সুবিশাল পাঁচতারকা হোটেল মেরিনা বে স্যান্ডস্। আর এই বিলাসবহুল হোটেল কমপ্লেক্সকে ঘিরেও গড়ে উঠেছে অজস্র বিনোদন কেন্দ্র। আমরা প্রথমে মেরিনা বে পার্কে প্রবেশ করলাম। মুনীর ভাই, মোয়াজ্জেম ভাই, সামী ইউসুফ ভাই, মাহবূব ভাই এবং কাউছার ভাই সঙ্গে ছিলেন। পরে এমআরটি যোগে আরও ১০/১২ জন কর্মী ভাই এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে। প্রথমে ঢুকলাম সুপার ট্রি গার্ডেনে। এখানে ১৮টি কৃত্রিম গাছের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলোর উচ্চতা ২৫ থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত। আর এগুলোর গায়ে আগাগোড়া অর্কিড জাতীয় রং-বেরং-এর অসংখ্য গাছ-লতাপাতা ঝুলে আছে। লিফটের সাহায্যে গাছের শীর্ষদেশে ওঠা যায় এবং সেখান থেকে সিঙ্গাপুরের স্কাইভিউ নযরে আসে। রাতের বেলা মনোমুগ্ধকর লাইটিং-এ ঝলমলে হয়ে ওঠে গাছগুলো। আজ চাইনিজ নিউ ইয়ার তথা সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন বলে বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের আগমনে গমগমে হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।

মাগরিবের পূর্বে ঘণ্টাখানিক সময় বাকি রয়েছে দেখে আমরা যতদ্রুত সম্ভব সামনে এগুলাম। পথে পথে চাইনিজ নিউ ইয়ার উপলক্ষ্যে ফুলের অপূর্ব সমারোহ। রঙ-চঙের বাহার দেখে কৃত্রিম ফুল মনে হলেও এগুলোর কোনটিই কৃত্রিম নয়। সবই আসল। ফুলে ফুলে ভরপুর একটি চত্বরের মাঝখানে ইঁদুরের ছোট ছোট মূর্তি সাজানো। দুই পার্শ্বে লেখা 'হ্যাপি লুনার নিউ ইয়ার/২০২০ ইয়ার অব র‍্যাট'। অর্থাৎ এই বছরটি

হ'ল ইঁদুর বর্ষ। চাইনিজ রাশিচক্র বারো বছরে সম্পন্ন হয়। এই বর্ষগুলোর নামকরণ করা হয় বিশেষ কিছু প্রাণীর নামে। যেমন বাঁদর, কুকুর, শুকর, সাঁপ ইত্যাদি। প্রতিটি প্রাণীর বৈশিষ্ট্য মোতাবেক সেই বছরের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। আর বারো বছরের এই চক্রটি শুরু হয় ইঁদুর দিয়ে। কেননা চাইনিজদের কাছে ইঁদুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চাইনিজ সংস্কৃতিতে ইঁদুর হ'ল ধন-সম্পদ ও উন্নতির প্রতীক। তাছাড়া ইঁদুর চালাক, দ্রুত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন এবং সফল; অথচ তারা একটি সাধারণ, শান্ত ও প্রশান্তিময় জীবনেই পরিতৃপ্ত। এজন্য তাদের জীবনাচার চাইনিজদের কাছে প্রিয়। ইঁদুরের ব্যাপক জন্মদান ক্ষমতার কারণে বিবাহিত দম্পতিরা তাদের কাছে সন্তান প্রার্থনা করে। এই হ'ল চাইনিজদের ইঁদুর পূজার ইতিবৃত্ত। আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এসে এজন্য যে, আল্লাহর আমাদেরকে এত পরিশীলিত ও সুশৃংখল একটি জীবন বিধান দান করেছেন। যে জীবনের প্রতিটি কর্মেই মহত্তম ও অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। এদের হাতে হয়ত রয়েছে ধন-সম্পদ, রয়েছে কার্যকরী বিদ্যা-বুদ্ধি, রয়েছে সফল পরিকল্পনা। কিন্তু তাদের জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্য নেই। নেই কোন অর্থপূর্ণ জীবনাদর্শ। মুনীর ভাই বলছিলেন, এখানে প্রতি ছয়জনে একজন মিলিয়নিয়ার হ'তে পারে, কিন্তু তাদের জীবনে শান্তি নেই। খোঁজ করলে দেখা যাবে তারা প্রত্যেকেই জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত-শ্রান্ত। সারাটা জীবন অর্থের পিছনেই তারা ক্লান্তিহীন ছুটে চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাপিত জীবনের কষ্ট লাঘবে তা যথেষ্ট হয় না। জীবনের প্রকৃত মর্মার্থ খুঁজে পাওয়া তো বহু দূরের ব্যাপার।

আমরা সুপার ট্রি গার্ডেন থেকে হাটতে হাটতে এলাম দু'টি বিশালায়তন গ্লাস হাউজের সামনে। পিলারহীনভাবে এই ডোমগুলো বানানো হয়েছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম কলামবিহীন গ্লাসহাউজ। এর একটি হ'ল ফ্লাওয়ার ডোম। এই বিশাল গোলাকার কাঁচের স্থাপনার মধ্যে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের গাছপালা ও ফুলের সমারোহ ঘটানো হয়েছে। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্রীনহাউজও বটে। দর্শকদের জন্য ভেতরে পাথওয়ে তৈরী করা রয়েছে যেন তারা ঘুরে ঘুরে এসকল গাছপালার সাথে পরিচিত হতে পারে। আর অপরটি হ'ল ক্লাউড ফরেস্ট বা মেঘের জঙ্গল। এখানে পর্যটকরা একই সাথে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা তথা বিভিন্ন আবহাওয়ার স্বাদ নিতে পারে। পাহাড়ের উপর মেঘের আড়ালে হারিয়ে যেতে পারে। সময়ের অভাবে আমরা এগুলোর ভেতরে ঢুকিনি। বাহির থেকেই কাঁচ ভেদ করে যতটুকু দেখা যায় দেখলাম। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা ড্রাগনফ্লাই লেকের পাড়ে দাঁড়ালাম। প্রচুর লাল শাপলায় ভরা এই লেক। মেরিনা বে হোটেলটি চমৎকারভাবে দেখা যায় এখান থেকে। অতঃপর অনেকটা হেটে দক্ষিণ চীন সাগরের যে খাড়িটি শহরের মধ্যে ঢুকেছে সেখানে এসে দাঁড়ালাম। দূরে ব্রীজের পার্শ্বে দেখা যায় সিঙ্গাপুর ফ্লাইয়ার। নাগরদোলার অত্যাধুনিক রূপ। ১৬৫ মিটার উচ্চতার এই সুউচ্চ নাগোরদোলার প্রতিটি ডেকে ২৮ জন করে বসতে পারে। এটিও সিঙ্গাপুরের একটি ল্যাণ্ডমার্ক সাইনে পরিণত হয়েছে।

মাগরিবের সময় হয়ে আসছে। আমরা মেরিনা ব্যারেজের দিকে এগুলাম। ব্যারেজ কমপ্লেক্সের বাইরে বিশাল সবুজ মাঠ রয়েছে। সেখানে আমরা জামা'আতে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। তারপর ব্যারেজের ছাদে উঠলাম। রাতের ঝলমলে সিঙ্গাপুর এখান থেকে খুব চমৎকারভাবে নযরে আসল। সংগঠনের ভাইরা আশাবাদ ব্যক্ত করলেন, যদি কখনও আমীরে জামা'আতকে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে এই ঘাসের ছাদে বসে আমরা প্রোগ্রাম করব ইনশাআল্লাহ।

ব্যারেজ থেকে ফেরার পথে আমরা বে ফ্রন্ট এভেনিউয়ের সামনে আসলাম। এখানে ডিএনএ-এর মত আকৃতির একটি দর্শনীয় চন্দ্রাকার পায়ে হাটা ঝুলন্ত ব্রীজ রয়েছে। এই ব্রীজ থেকে আমরা আর্ট-সাইন্স মিউজিয়ামের সামনে আসলাম। পদ্মফুল আকৃতির এই স্থাপনাটি বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই ভেতরে এত বড় মিউজিয়াম রয়েছে। পার্শ্বেই সুবিশাল চোখ ধাঁধানো মেরিনা বে শপিং মল। জিনিসপত্রের দাম যথারীতি আকাশছোঁয়া। এই মলেরই এক পার্শ্বে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্যাসিনো রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের আলোচিত ক্যাসিনো সম্রাটরা এসে জুয়া খেলত। ভেতরে কিছুক্ষণ ঘোরাফিরা করে আমরা বেরিয়ে এলাম।

রাত ৯-টার সময় মেরিনা বেতে লাইট শো শুরু হ'ল। নিউ ইয়ার বলে প্রথমে রঙ-বেরঙের আতশবাজির ঝলকানীতে আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপর শুরু হল লাইট শো। পানির ফোয়ারার ছন্দময় নাচনদৃশ্য মুগ্ধ করলেও মিউজিকের উচ্চশব্দ সে দৃশ্য উপভোগ করতে দিল না। আমরা পায়ে পায়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। এবার বিদায়ের পালা। কর্মী ভাইরা এই দু'দিনে যে পরিমাণ ভালোবাসা দেখিয়েছেন এবং যেভাবে সঙ্গ দিয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। এমন এক ফিৎনার রাজ্যে থেকে তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের ঈমান ও আমলকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে ভুলে যাননি। বরং নানামুখী বাধা সত্ত্বেও সাধ্যমত মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন। কুমিল্লার কাউছার ভাই বললেন, আমাদের এভাবে ঘোরাঘুরির সময় তেমন হয় না। কারণ সপ্তাহে যেদিনটি ছুটি পাই সেদিন সাংগঠনিক কাজ এবং দাওয়াতী সফরে থাকি। আল্লাহ তাদের এই কুরবানী ও প্রচেষ্টা কবুল করে নিন- আমীন! তাদেরকে বিদায় জানিয়ে আমরা গাড়িতে উঠি। মুনীর ভাইয়ের বাসায় আজ রাতে খাওয়ার দাওয়াত। ওদিকে আব্দুল হালীম ভাই এবং শফীক ভাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। রাত ১০-টার দিকে আমরা সেরাঙ্গুনে মুনীর ভাইয়ের বাসায় পৌঁছলাম। মুনীর ভাই কুমিল্লার মানুষ। বিগত কয়েক দশক যাবৎ তিনি সপরিবারে সিঙ্গাপুরে রয়েছেন। নিজস্ব ফ্ল্যাটও কিনেছেন। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে ব্যবসায় লসের শিকার হয়ে কিছুটা বিপদে পড়েছেন। বর্তমানে তিনি সেখানে আন্দোলনের একজন উপদেষ্টা। ব্যবসায়িক বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি সাধ্যমত আন্দোলনের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং কর্মী ভাইদের চাঙ্গা রাখার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তার ঈমান ও আমলে বরকত দিন- আমীন!

মুনীর ভাইয়ের বাসায় আমরা দেশীয় কয়েক পদের আইটেম দিয়ে রাতের খাবার খেলাম। ভাবী যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করে এই আয়োজন করেছেন বোঝা গেল। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। খাবার শেষে এশার ছালাত আদায় করে আব্দুল হালীম ভাই এবং শফীক ভাই বিদায় গ্রহণ করলেন। মুনীর ভাই তাঁর গাড়িতে আমাদেরকে মোসত্বফা শপিং সেন্টারে পৌঁছে দিলেন। সেখানে মানি এক্সচেঞ্জ করে নিলাম এবং পরদিন ট্রাভেল এজেন্সিতে জাকার্তার ফ্লাইটের খোঁজ-খবর নিতে গেলাম। প্রতিদিন অনেকগুলো ফ্লাইট যায় এখান থেকে। কিন্তু আজ অনেক চাপ বলে ভাড়া বেড়ে গেছে। চাইনিজ নিউ ইয়ার উপলক্ষ্যে অনেক ইন্দোনেশিয়ান সিঙ্গাপুরে এসেছিল। তারা কাল ফিরে যাচ্ছে। যাইহোক পরদিন বেলা ১১-টায় জেট স্টার এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে টিকেট কাটা হল। অবশেষে মোয়াজ্জেম ভাই, সামী ইউসুফ ভাই এবং মাহবূব ভাই আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা।

পরদিন সকালে আমি মোসত্বফা সেন্টারে গিয়ে হালকা কিছু মার্কেটিং করলাম। এ সময় মোয়াজ্জেম ভাই ও রাকীব ভাই এলেন। তাঁদের সাথে পাকিস্তানী এক হোটেলে সকালের নাশতা সেরে নিলাম। অতঃপর হোটেল থেকে চেক আউট করে বেরিয়ে এসে চাঙ্গি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সামী ইউসুফ ভাই ও মাহবূব ভাইও আমাদের সঙ্গী হলেন। গতদিন এমআরটিতে চড়লেও পাবলিক বাস সার্ভিস এবং এলআরটি (Light Rail Transit) তথা মাটির উপর দিয়ে চলা রেলে চড়া হয়নি। তাই এবারে প্রথমে বাসে এবং পরে ট্রেনে চাঙ্গি এয়ারপোর্ট গেলাম। কয়েকবার বাস ও ট্রেন পরিবর্তন করায় আধাঘণ্টার বেশী সময় লাগল। তবে এই সুযোগে সিঙ্গাপুর শহরটা ভালভাবে দেখা গেল। সকাল দশটার দিকে এয়ারপোর্ট পৌঁছলাম। এসময় কাউছার ভাইও বিদায় দিতে আসলেন। সময় হাতে খুব কম। কিন্তু তখনও জানা ছিল না চাঙ্গি এয়ারপোর্ট এতটা ডিজিটালাইজ্ড। মেশিনের উপর শুধু পাসপোর্ট শো করতেই বোর্ডিং কার্ড হাতে পেলাম। তারপর ইমিগ্রেশনেও একই ব্যাপার। কোন অফিসার নেই। কেবল মেশিনে দু'হাতের ছাপ লাগাতেই দরজা খুলে গেল। সুতরাং সময় কম থাকলেও খুব দ্রুততার সাথে সবকিছু সম্পন্ন হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ। বাইরে অপেক্ষমাণ দায়িত্বশীল ভাইদের প্রতি হাত নাড়িয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম। ফিরতি পথে আবার দেখা হবে তাদের সাথে দু'দিন পরই ইনশাআল্লাহ। আমি চললাম জাকার্তার পথে। দু'দিনের সংক্ষিপ্ত সফরে। *(ক্রমশঃ)*

আফগানদের কাছে আরেকটি মার্কিন পরাজয়

*-মারুফ মল্লিক**

বিস্ময়করভাবে ইতিহাসের ঘটনাগুলো ফিরে আসে। আফগানিস্তানে যেন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। আফগান ইতিহাস নির্মাণে গোত্রনেতাদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। গোত্রপ্রাধান্য ভিত্তিক সমাজে এরাই আফগানিস্তানের ইতিহাসের বড় অংশের নির্মাতা। এদের সঙ্গে সমঝোতা করেই আশপাশের দেশগুলোকে আফগান নীতি প্রণয়ন করতে হয়। প্রাচীন যুগ থেকে এযাবত আফগান অঞ্চলের রাজনীতির গতিধারা শক্তিশালী গোত্রগুলোই নিয়ন্ত্রণ করেছে। এবারও সেই গোত্র ও ধর্মভিত্তিক সংগঠন তালেবানদের অস্তিত্ব স্বীকার করেই যুক্তরাষ্ট্রকে শান্তিচুক্তি করতে হ'ল।

যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবানদের মধ্যকার শান্তিচুক্তিকে আফগানিস্তানের ইতিহাস দিয়েই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তাহ'লে ইতিহাসের পরম্পরায় বিস্ময়কর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাবে। আফগানিস্তান শব্দের অর্থ আফগানদের ভূমি। এই ভূমির ওপর দিয়ে অনেক শক্তিশালী বিজেতার আনাগোনা হয়েছে। আশপাশে অনেক শক্তিশালী সাম্রাজ্য ও শাসকের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এই ভূমি কখনই স্থানীয়দের হাতছাড়া হয়নি। কেউই নিরঙ্কুশভাবে আফগানদের করতলগত করতে পারেনি। তবে মজার বিষয় হচ্ছে, সব সময় হামিদ কারজাইরা ছিল। হামিদ কারজাইরা সব সময়ই বিদেশী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আফগানিস্তানকে শাসন করতে চেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

এই চুক্তি উভয় পক্ষই ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছেন এবং নিজেদেরকে বিজয়ী দাবি করে শান্তির পথে একধাপ অগ্রগতি বলে মন্তব্য করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আফগানিস্তানে সব সন্ত্রাসীকে দমন করার তথ্য দিয়ে বলেছেন, তালেবানরা চুক্তি মেনে চলবে এবং সন্ত্রাসীদের আর জায়গা দেবে না। অন্যদিকে তালেবান মুখপাত্র মোহাম্মদ নাঈম বলেছেন, শান্তির পথে একধাপ অগ্রগতি হ'ল।

ঘুরী, খিলজী, মোগলেরা এই আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে গিয়ে ভারত শাসন করেছে। কিন্তু আফগানদের পুরোপুরি বশীভূত করতে পারেনি। ভূপ্রকৃতির গঠন ও ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। ঐতিহাসিক গ্রেকো-পারসিয়ান যুদ্ধের পর দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার (খৃ. পূ. ৩৫৬-৩২৩) ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ৩৩০ বছর আগে এই পথ ধরে ভারতের দিকে অগ্রসর হন। পরে আবার এই পথ দিয়ে ফিরেও যান বলে ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন। কিন্তু এখানে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেননি। বর্তমান আফগানিস্তানকে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসেন আহমাদ শাহ দুররানী ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে। এরপর অনেক বংশ ও শাসকের হাত ঘুরে আফগানিস্তান আজকের পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু বাইরের কোনো শক্তি আফগানিস্তানকে বেশী দিন পদানত করে রাখতে পারেনি।

১৮৩৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমবারের মতো আফগানিস্তান দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিরোধের মুখে ১৮৪২ সালে কাবুল ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। কাবুল ছেড়ে আসা ব্রিটিশদের জন্য ছিল এক বিপর্যয়কর ঘটনা। আফগান প্রতিরোধের অগ্রভাগে ছিল বিভিন্ন গোত্রের যোদ্ধারা। রাশিয়াপন্থী দোস্ত মোহাম্মদকে হটিয়ে ক্ষমতাচ্যুত শাহ সুজাকে পুনর্বহালের জন্য ব্রিটিশরা অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের মুখে দোস্ত মোহাম্মদ পালিয়ে হিন্দুকুশ পর্বতমালায় গিয়ে আশ্রয় নেন। ১৮৪২ সালের দোস্ত মোহাম্মদের ছেলে ওয়াজির আকবর খান বিভিন্ন গোত্রকে সংগঠিত করে কাবুল হামলা করেন।

আকবর খানের হামলার মুখে ব্রিটিশরা এবার কাবুল ছেড়ে পালাতে শুরু করে। ১৮ হাযার ব্রিটিশ ও ভারতীয়র মধ্যে মাত্র একজন ফিরতে পেরেছিল বলে ঐতিহাসিক বিবরণগুলো থেকে জানা যায়। ব্রিটিশ কমাণ্ডার মেজর জেনারেল স্যার উইলিয়াম এলফিনস্টোনকেও হত্যা করে আফগানরা। ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশরা আবারও কাবুল হামলা করে। এই দফায় ব্রিটিশরা জয়ী হ'লেও পুরোপুরি বশে আনতে পারেনি। ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে ডুরাণ্ড লাইন সীমারেখা স্থাপন করতে বাধ্য হয় বিলেতের শাসকেরা, যা আর তারা লঙ্ঘন করেনি।

ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মিল হচ্ছে উভয়ই রাশিয়ার প্রভাব খর্ব করতে নিজস্ব লোককে কাবুলের মসনদে বসাতে গিয়েছিল এবং উভয় দেশই রীতিমতো নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। আবার রুশপন্থীদের উৎখাতের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গত শতকের আশির দশকে তালেবানদের গড়ে তোলে। এই তালেবানদের সঙ্গেই আবার ২০০১ ও ২০০২ সালে যুদ্ধে জড়িয়েছে তারা একে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের তকমা দিয়ে। অবশেষে সামরিক ও নৈতিক, উভয় ক্ষেত্রেই মার্কিনরা শেষ পর্যন্ত তালেবানদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারেনি। বিশ্বের সর্বাধুনিক সামরিক বাহিনীকে ১৯ শতকের ব্রিটিশ বাহিনীর মতোই পরাজয় বরণ করতে হ'ল।

তালেবানদের একসময় সন্ত্রাসী ঘোষণা করা হয়েছিল। তাদের নেতাদের অনেকেরই মাথার মূল্য ঘোষণা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে আফগানিস্তানের কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যুর পর সেই তালেবানদের পাশে বসেই এখন যুক্তরাষ্ট্রকে শান্তির ঘোষণা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

শান্তি আলোচনার শুরু থেকেই তালেবানরা যুক্তরাষ্ট্রকে চাপে রেখেছে। তালেবানরা ক্যাম্প ডেভিডে আলোচনায় বসতে চায়নি এবং কাবুলের সরকারকেও আলোচনায় নিতে চায়নি। আলোচনা চলাকালেই হামলা করে মার্কিন সেনাকে হত্যা করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আলোচনাকে বাতিল ঘোষণা করেও আবার আলোচনা শুরু করেছেন। এখন আফগানিস্তানকে আবার তালেবানদের হাতেই সঁপে দিয়ে যাচ্ছে। কারণ, চুক্তি অনুসারে ১৪ মাসের মধ্যে ন্যাটোর সেনা প্রত্যাহার করা হ'লে কাবুলের বর্তমান সরকারকেও দেশ ছাড়তে হ'তে পারে। কারণ, এই চুক্তিতে স্পষ্ট করে বলা নেই, পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানের শাসন পদ্ধতি কেমন হবে। এই চুক্তিতে অনেক কিছুই খোলাসা করা হয়নি। বিশেষ করে নারী অধিকার, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, যে বিষয়গুলোর জন্য তালেবানরা বিশেষভাবে সমালোচিত ছিল। তবে শান্তিচুক্তি নিয়ে আফগানদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। এই চুক্তির কারণে আফগানিস্তানে শান্তি ফিরে আসতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। তবে ন্যাটো বাহিনীর পুরোপুরি প্রত্যাহার চান না কেউ কেউ।

আল-জাযীরার বিশ্লেষক মারওয়ান বিসরা এই চুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের 'সফল পরাজয়' বলে চিহ্নিত করেছেন।

এত কিছুর পরও যুক্তরাষ্ট্র তালেবানকে এতটা ছাড় দিচ্ছে কেন? সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে। হতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান, সৌদি আরব ও ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র আরও বড়সড় কোন পরিকল্পনা করছে। কিন্তু ভিয়েতনাম, ইরাকের পর আরও একটি যুদ্ধে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সেনাবাহিনীর আরও একটি পরাজয় ঘটল আদিবাসী, দরিদ্র ও পশ্চিমের ভাষায় অশিক্ষিত মৌলবাদীদের কাছে। মার্কিনীদের যতই ভিন্ন ও বড় পরিকল্পনা থাকুক না কেন, দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে শেষ মার্কিন হেলিকপ্টার উড়াল দেওয়ার মতো অপমানজনক দৃশ্য তারা আফগানিস্তানে কিভাবে এড়ায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

** জার্মান প্রবাসী গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।*

জাপান : সততাই যার মূল শক্তি

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় এক ব্যক্তি ১০ লাখ টাকা পেয়েছিলেন পথে। ব্যাগসহ সেই টাকা পুলিশের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বেশ বাহবাও কুড়িয়ে নেন তিনি। টানা দুই দিন দেশের গণমাধ্যম জুড়ে তার 'সততা'র কীর্তি ফলাও করে প্রচার হয়। কিন্তু জাপানীদের যদি এমন ঘটনা বলা হয়, তারা বলবেন, এ আর এমন কি? যার সম্পদ তার কাছে ফিরিয়ে দেয়াই তো কর্তব্য!

মার্কিন ধনকুবের ওয়ারেন বাফেট বলেছেন, 'সততা অমূল্য জিনিস। সস্তা লোকের কাছ থেকে এটি আশা করবেন না।' কথাটি ধ্রুব সত্য ধরে নিলে জাপানীরা বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান এই জিনিসটি আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছে। পরিসংখ্যান তো সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে জাপানের জনসাধারণের মাঝে সততার হার বিশ্বের যে কোন স্থানের চেয়ে বেশী। তাদের এই সততা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে। আর সেই সাথে প্রশ্নও জাগায়, কেন জাপানীরা এতটা সৎ?

মূলত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় প্রভাব ও জনবান্ধব পুলিশ প্রশাসনের কারণেই জাপানে সততাভিত্তিক একটা সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সেই সততার ছাপ সুস্পষ্ট।

যে কারো জন্য হাতব্যাগ হারিয়ে যাওয়াটা ভীষণ বিব্রতকর। এতে মোবাইলের পাশাপাশি ট্রাভেল কার্ড, আইডি কার্ড, ব্যাংক কার্ড খোয়া যায়। নিরন্তর ঝামেলার সৃষ্টি হয়। হাতব্যাগটি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত এই সমস্যার শেষ থাকে না। বিশ্বে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে হারানো জিনিস ফেরত পাওয়ার প্রায় শতভাগ সম্ভাবনা আছে। জায়গাটি আর কোথাও নয়, টোকিও- জাপানের রাজধানী। শহরটিতে ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষের বাস। এমন জনবহুল নগরে বছরে লাখ লাখ জিনিস হারিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। যায়ও। কিন্তু তার অধিকাংশই ফেরত পান মালিকেরা।

২০১৮ সালের একটা পরিসংখ্যান দেখলেই এর প্রমাণ মিলবে। সে বছর টোকিওতে ৫ লাখ ৪৫ হাযার হারিয়ে যাওয়া আইডি কার্ড মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে টোকিওর মেট্রোপলিটন পুলিশ। সংখ্যাটা হারিয়ে যাওয়া মোট আইডি কার্ডের ৭৩ শতাংশ।

ঠিক একইভাবে ২০১৮ সালে হারিয়ে যাওয়া ১ লাখ ৩০ হাযার স্মার্টফোন (৮৩ শতাংশ) এবং ২ লাখ ৪০ হাযার মানিব্যাগ (৬৫ শতাংশ) ফেরত পেয়েছেন এগুলোর মালিকেরা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে, হারিয়ে যাওয়ার দিনই প্রিয় বস্তুটি হাতের মুঠোয় পেয়েছেন তাঁরা। আর বাকী স্মার্টফোনগুলো যে হারিয়ে গেছে তা নয়। বরং বাকী ১৭ শতাংশ ফোনের মালিক পাওয়া যায়নি। তাই প্রশাসনিকভাবে সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি সান ফ্রান্সিসকোর একটি ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের এই শহরের এক বাসিন্দার একটি মানিব্যাগ খোয়া যায়। তবে কেউ একজন সেটা পেয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন। মনোবিদ কাজুকো বেহরেনস ঘটনাটির বর্ণনা দিয়ে বলছিলেন, হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফেরত পাওয়ার ঘটনা মার্কিন সমাজে প্রায় দুর্লভ। তাই ওয়ালেটটি যিনি পেয়ে পুলিশে দিয়েছিলেন, তিনি রীতিমতো নায়ক বনে গেলেন। স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তার সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করল। তাকে নিয়ে করা সংবাদের শিরোনাম দেওয়া হয় 'সৎ মানুষ'।

কিন্তু বেহরেনসের মাতৃভূমি জাপানে এ ধরনের সততার ঘটনা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। বরং তাদের সমাজে কারও খোয়া যাওয়া কিছু ফেরত না পাওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক ঘটনা।

জাপানের যে শহরে যত পুলিশ স্টেশন, সেই শহরে তত নিরাপত্তা। টোকিওতে প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটারে যেখানে ৯৭টি পুলিশ স্টেশন, সেখানে লন্ডনে প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটারে মাত্র ১১টি পুলিশ স্টেশন।

কিয়োটো সাঙ্গিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের অধ্যাপক মাসাহিরো তামুরা বলছিলেন, জাপানের পুলিশ কর্মকর্তারা খুবই জনবান্ধব। শিশুরা রাস্তায় কোন পুলিশ দেখলেই অভিবাদন জানায়। আবার পাশেই কোন বয়স্ক লোক থাকলে পুলিশ কর্মকর্তারা গিয়ে তাঁর খোঁজ নেন।

তামুরা বলেন, জাপানী সমাজে হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফেরত দেওয়ার ব্যাপারটি শিশু বয়সেই শেখানো হয়। অন্যের খোয়া যাওয়া জিনিস মাত্র ১০ ইয়েন (৮ টাকা) মূল্যের হ'লেও পুলিশ স্টেশনে জমা দেওয়ার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহিত করা হয় পরিবার থেকেই। আর ১০ ইয়েনের একটি মুদ্রা জমা দিলেও পুলিশ কর্মকর্তারা তা আনুষ্ঠানিকভাবে লিখে রাখেন।

রিপোর্ট করে মুদ্রাটি কোষাগারে জমা রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে কেউ হারিয়ে যাওয়া মুদ্রার বিষয়ে দাবী না করলে তা সন্ধানদাতাকে পুরস্কার হিসাবে দিয়ে দেন পুলিশ কর্তারা।

নিউইয়র্ক ও টোকিওর ওপর চালানো একটি গবেষণায় দেখা যায় হারিয়ে যাওয়া ৮৮ শতাংশ মুঠোফোন ও ৮০ শতাংশ মানিব্যাগ টোকিওর পুলিশের কাছে জমা পড়েছে। অন্যদিকে নিউইয়র্কের চিত্রটা পুরোই বিপরীত। মাত্র ৬ শতাংশ মুঠোফোন এবং ১০ শতাংশ মানিব্যাগ জমা পড়েছে পুলিশ স্টেশনে। অন্যান্য কারণের মধ্যে শহরে পুলিশ স্টেশন বেশী থাকাটাও এর বড় একটা কারণ।

মনোবিদ বেহরেনসের মতে, কোন না কোনভাবে গোষ্ঠীগতভাবে টিকে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ালেট ফেরত দেওয়ার মতো ভালো একটা কিছু করলে আপনার মনে এই চিন্তাটা জাগবে যে, ভবিষ্যতে আপনার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটতে পারে। অর্থাৎ আপনারও কিছু খোয়া গেলে তা ফেরত পাবেন।

তবে জাপানে কেউ যখন হারানো কিছু পেয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন, তখন তার মাঝে তা ফিরে পাওয়ার মানসিকতাও কাজ করে না। ব্যক্তিটি সমস্যায় থাকলে, সে দরিদ্র হ'লেও অথবা জিনিসটি প্রয়োজনীয় হ'লেও তা করেন না।

নিউইয়র্ক ও টোকিওতে ওয়ালেট চুরির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান ল স্কুলের অধ্যাপক মার্ক ডি. ওয়েস্ট। জাপানের আইন ও আইনী ব্যবস্থা নিয়ে এই বিশেষজ্ঞের মত হ'ল, জাপানী সমাজের আইন-কানূন ও মূল্যবোধই দেশটির জনগণের মধ্যে সততা প্রতিষ্ঠা করেছে। সম্ভবত এ কারণেই জাপান এত উন্নত।

আসলে জাপানের অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদে নয়, বরং যৌথ সত্ত্বায় বিশ্বাসী। তারা শুধু নিজের জন্য নয়, পুরো সমাজের জন্য চিন্তা র চর্চা করেন। ২০১১ সালে জাপানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুনামী আঘাত হানে। তখন অসংখ্য লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু এ রকম একটা পরিস্থিতিতেও জাপানীরা আত্মসংযমের পরিচয় দেন। তাঁরা নিজের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেন। সুনামীর সময় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় লুটপাটের ঘটনা ঘটেইনি প্রায়। অথচ এ রকম পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্য যেকোন দেশে ঘটে উল্টোটা।

একটি গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানী মায়েদের কাছে সন্তানদের নিয়ে তাদের প্রত্যাশার কথা জানতে চাওয়া হয়। জবাবে জাপানী মায়েদের ভাষ্য ছিল, সন্তান যেন একটি সাধারণ জীবন যাপন করে। খুব উচ্চাভিলাষী, সমাজবিচ্ছিন্ন জীবনে তারা অভ্যস্ত হোক, তারা এমনটা চান না। এর কারণ জাপানী মায়েরা মনে করেন, একসঙ্গে থাকার শক্তিই মানুষকে বড় করে। মানুষকে উদার আর দয়াশীল করে।

॥ সংকলিত ॥

মাহে রামাযানের পূর্ব প্রস্তুতি

*আব্দুল মুহাইমিন**

ক্ষমা, রহমত ও মুক্তির অনন্য বার্তা নিয়ে শ্রেষ্ঠ মাস রামাযান আমাদের নিকটে প্রায় সমাগত। প্রত্যেক মুমিনের হৃদয় এই মহা সম্মানিত মাসের অপেক্ষায় সদা উদগ্রিব থাকে। রামাযানে আল্লাহ্র রহমত, ক্ষমা ও নাজাতের জন্য আমাদের উচিত এই মাসকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা ও কঠোর পরিশ্রম এবং সাধনার মাধ্যমে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা। এজন্য চাই বেশ কিছু কর্মভিত্তিক পূর্ব প্রস্তুতি। যা নিয়ে ইবাদতের সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল-

(১) খালেছ নিয়তে ইবাদতের দৃঢ় সংকল্প করা :

যেকোন কাজে সফলতার পূর্বশর্ত হ'ল সেই বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করা। আর ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য খালেছ নিয়তের বিকল্প নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّـــات، 'নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[১]

(২) শা'বান মাস থেকেই ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা :

মহিমান্বিত রামাযান মাসে সফলতা লাভ করতে হ'লে শা'বান মাস থেকেই নেক আমল আরম্ভ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা'বান মাসে অধিক হারে ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ، 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একাধারে (এত অধিক) ছিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর ছিয়াম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশী) ছিয়াম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) ছিয়াম পালন করবেন না। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে এতো অধিক (নফল) ছিয়াম পালন করতে দেখিনি'।[২]

(৩) তওবা করে গুনাহ হ'তে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসা :

বিভিন্ন পাপের দ্বারা মানুষের আমলনামা কালিমালিপ্ত হয়ে যায়। রামাযান আসে সে পাপ মোচনের জন্য। বিধায় পাপ হ'তে ফিরে এসে তওবার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে ইবাদতে মনোযোগী হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র কাছে খালেছ তওবা কর। আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত' *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّىْ أَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ. 'হে মানবজাতি! তোমরা আল্লাহর নিকটে তওবা কর; কারণ, আমি তাঁর কাছে দিনে একশতবার তওবা করি'।[৩] তিনি আরো বলেন, وَاللهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. 'আল্লাহ্র শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তওবাহ করে থাকি'।[৪] রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্বাপর সব গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ এরপরও তিনি প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ তওবা করেন। সুতরাং আমাদেরকেও গোনাহ থেকে অধিকহারে তওবা করা আবশ্যক।

(৪) কাযা ছিয়াম থাকলে তা আদায় করে নেওয়া :

বিভিন্ন কারণে অনেকের ছিয়াম কাযা হ'তে পারে। হয়ত নানা ব্যস্ততার কারণে যা আদায় করা হয়নি। রামাযানের পূর্বেই শা'বান মাসের মধ্যেই তা আদায় করে নিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَكُوْنُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَـــضَانَ، فَمَـــا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِىَ إِلاَّ فِىْ شَعْبَانَ، 'আমার উপর রামাযানের যে কাযা হয়ে যেত তা পরবর্তী শা'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না'।[৫]

(৫) রামাযানের ফযীলত অবগত হওয়া :

আল্লাহ্র অশেষ রহমতের পসরা নিয়ে রামাযান আগমন করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْـــوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الـــشَّيَاطِيْنُ، 'যখন রামাযান মাস আসে, তখন রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়'।[৬] এছাড়া রামাযান অশেষ ফযীলতপূর্ণ মাস। এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মাসেই লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে, যা হাযার মাস ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এ মাসে বহু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ মাসের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী গোনাহ থেকে

---

* *অনার্স ৩য় বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।*

১. *বুখারী হা/১।*
২. *বুখারী হা/১৯৬৯, ১৯৭০, ৬৪৬৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'শা'বানের ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১১৫৬।*
৩. *মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫।*
৪. *বুখারী হা/৬৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮১৬; মিশকাত হা/২৩২৩।*
৫. *বুখারী হা/১৯৫০;মুসলিম হা/১১৪৬।*
৬. *মুসলিম হা/১০৭৯; নাসাঈ হা/২১০০।*

মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং এ মাসের এ ফযীলতের দিকগুলো অবগত হয়ে সে অনুযায়ী পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করলে রামাযানে অধিক নেক আমল করা সম্ভব হবে এবং ইবাদতের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

(৬) রামাযান বিষয়ক মাসআলা জেনে নেওয়া :

রামাযান সম্পর্কিত নানা মাসআলা জেনে নেওয়া উচিত। যাতে রামাযানের ছিয়াম ত্রুটিপূর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই সাথে অনেক বিষয় অজ্ঞাত থাকার ফলে নানা অসুবিধা ও কষ্ট থেকে বাঁচা যায়। যেমন সফরকালে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ, ভুল বশত খেলে ছিয়াম ভঙ্গ না হওয়া, প্রবল ঘুমের কারণে সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়াম সিদ্ধ হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কারণে ছিয়াম ভঙ্গ না হওয়া ইত্যাদি মাসআলা জানা থাকলে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(৭) নফস ও শয়তানের কু-মন্ত্রণা হ'তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখা :

মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। আল্লাহ বলেন, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ، 'নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*। অপরদিকে শয়তান সর্বদা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। আল্লাহ শয়তানের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেন, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ 'আপনার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করব' *(ছোয়াদ ৩৮/৮২)*। সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হ'ল মানুষের নফসে আম্মারা ও শয়তানের কু-মন্ত্রণা। এই মাসে যদিও শয়তান শৃংখলিত থাকে তবুও ষড়রিপুর তাড়নায় মানুষ অন্যায় ও পাপ করে বসে। অনেক সময় নিজেকে ইবাদতে মশগূল রাখতে পারে না। তাই এই বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন হয়ে তা মোকাবেলা করতে হবে।

(৮) রামাযানের আগমনে আনন্দিত হওয়া :

রামাযান মাস নেকী অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত এ নে'মত লাভের সুযোগ পেয়ে মুমিন হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ، 'বল, আল্লাহ্র এই দান (কুরআন) ও তাঁর রহমতের (ইসলামের) কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এটি তারা যা কিছু সঞ্চয় করেছে সেসব থেকে অনেক উত্তম' *(ইউনুস ১০/৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হয়। যখন ইফতার করে তখন সে আনন্দিত হয়। আর যখন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার ছওমের কারণে আনন্দিত হবে'।[৭] নেকী অর্জনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই আনন্দকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা যরূরী।

(৯) পূর্ববর্তী রামাযানের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা :

রামাযানের ফযীলত লাভ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। ইবাদতের মাধ্যমে রামাযানে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে না পারলে তা হবে চরম ব্যর্থতা। হযরত মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন,

صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخْرَى فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ فَقَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার 'আমীন' বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন'! ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অথচ সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বলা হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করল না। অতঃপর সে মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। আমি বললাম, আমীন'![৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، 'তোমাদের জন্য

৭. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৮. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী।*

রমাযানের বরকতময় মাস এসেছে। এ মাসে ছিয়াম রাখা আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের সব দরজা। এ মাসে বিদ্রোহী শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল, সে অবশ্যই প্রত্যেক কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত রইল'।[৯] সুতরাং কল্যাণ বঞ্চিত না হয়ে এবং রামাযানে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে না পারার ব্যর্থতা ঘোচাতে রামাযানে সাধ্যমত ইবাদত-বন্দেগী, যিকর-আযকার ও তাসবীহ, তেলাওয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ নেকীর হকদার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

(১০) আল্লাহ্র নিকটে তাওফীক কামনা ও কঠোর পরিশ্রম করা :

রামাযানে ছিয়াম পালন ও ফরয ছালাত সহ অধিক নফল ছালাত আদায় করার চেষ্টা করা এবং এজন্য আল্লাহ্র নিকটে তওফীক কামনা করতে হবে। কেননা এ মাসে বেশী বেশী ছিয়াম-ক্বিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, দু'ব্যক্তি দূর-দূরান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলো। তারা ছিল খাঁটি মুসলমান। তাদের একজন ছিল অপরজন অপেক্ষা শক্তিধর মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হ'ল এবং অপরজন এক বছর পর মারা গেল। তালহা (রাঃ) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত এবং আমি তাদের সাথে আছি। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এসে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছিল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিল। সে পুনরায় বের হয়ে এসে শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিল। পরে সে আমার নিকট ফিরে এসে বলল, তুমি চলে যাও। কেননা তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, তোমার পালা পরে। সকাল বেলা তালহা (রাঃ) উক্ত ঘটনা লোকেদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্ময়াভিভূত হ'ল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কানে গেল এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন, কি কারণে তোমরা বিস্মিত হ'লে? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিধর মুজাহিদ। তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করল! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে একটি রামাযান মাস পেয়েছে, ছিয়াম রেখেছে এবং এক বছর যাবত এই এই ছালাত কি পড়েনি? তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আসমান-যমীনের মধ্য যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে তার চেয়ে অধিক ব্যবধান'।[১০]

উপরোক্ত ফযীলত লাভ করার জন্য আল্লাহ্র কাছে তাওফীক ও সাহায্য চাইতে হবে। সেই সাথে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজে সফল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(১১) পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ মীমাংসা করে নিতে হবে :

রামাযানে মহান আল্লাহ অনেক মানুষকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যাদের মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদ আছে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে নেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا– 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয় এ শর্তে যে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না। আর সে ব্যক্তি এ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, যে কোন মুসলিমের সাথে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করে। ফেরেশতাদেরকে বলা হয় যে, এদের অবকাশ দাও, যেন তারা পরস্পর মীমাংসা করে নিতে পারে'।[১১]

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উপরোক্ত বিষয়গুলো পালনের মাধ্যমে রামাযানের বরকত হাছিলের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৯. *নাসাঈ হা/২১০৬; মিশকাত হা/১৯৬২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৫।*

১০. *আহমাদ হা/১৪০৪, ৮১৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৯২৫; আত-তা'লীকুর রাগীব ১/১৪২-১৪৩, হাদীছ ছহীহ।*

১১. *মুসলিম হা/২৫৬৫; আবূদাঊদ হা/৪৬১৬; তিরমিযী হা/২১০৯; মিশকাত হা/৫০২৯।*

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

কবিতা

রামাযান

আতিয়ার রহমান
মাদরা, সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বছরের পর তরণী সাজিয়ে
দ্বারে এলো রামাযান,
নেকীর পশরা এনেছে সাজিয়ে
পাতকী করিতে ত্রাণ।
ফেরদাঊস আর জান্নাত
দ্বার খুলে আজি দাঁড়িয়ে
আল্লাহ্র বান্দায় মিশাইবে বুক
চেয়ে রহে হাত বাড়িয়ে।
গোনাহতে রবে না, হবে নাকো কেউ
আল্লাহ ছাড়া কারো দাস,
শহীদী পুণ্য অর্জিবে আজি
মুমিনের মনে আশ।
শিরক-বিদ'আত দু'পায়ে দলিয়া
আনিবে সঠিক দ্বীন,
মিথ্যার কালো রবে নাকো আর
হয়ে যাবে সবি লীন।
বল ওগো রামাযান!
আল্লাহ্র কাছে এত কেন তুমি
পেলে আজি সম্মান?
বারোটি মাসের মতই তুমি তো
একটি মাসের নাম!
তোমার এ মাসেতে কুরআনের বাণী
হীরার গুহাতে এলো,
আল্লাহ্র নবীর (ছাঃ) হৃদয়পটে
জ্বলিলো অহি-র আলো
তাইতো তুমি পেলে
এত ইয্যত-সম্মান,
সালাম লওগো সহস্র কোটি
ওগো মাহে রামাযান!

আত-তাহরীক

মুবাশ্বিরুল ইসলাম
৭ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আত-তাহরীক তুমি! সত্য পথের সেরা প্রতীক
আত-তাহরীক তুমি! সত্য পথে চল নির্ভীক।
আত-তাহরীক তুমি! ২৩ বছরের অনন্য গৌরব
আত-তাহরীক তুমি! বিলিয়ে দাও সত্য পথের সৌরভ।
আত-তাহরীক তুমি! দ্বীনী পথকুলের সুবাস
আত-তাহরীক তুমি! সত্য পথের অনন্য আভাস।
আত-তাহরীক তুমি! দেশ-বিদেশের মন করেছ জয়
আত-তাহরীক তুমি! সত্য পথে চলতে কর না কোন ভয়।
আত-তাহরীক তুমি, দ্বীন প্রচারের অনন্য আস্থা
আত-তাহরীক তুমি! হক প্রচার কর পেরিয়ে বন্ধুর রাস্তা।
আত-তাহরীক তুমি! হও না কভু ক্লান্ত-শ্রান্ত
আত-তাহরীক তুমি! শত বাধা পেরিয়ে রয়েছ অবিশ্রান্ত।
আত-তাহরীক তুমি! পাঠক হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা
আত-তাহরীক তুমি! অমর হও এই মোদের প্রত্যাশা।

বিজাতীয় সভ্যতা

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বিজাতীয় সভ্যতায় ছেঁয়ে গেছে গোটা দেশ
উচ্ছন্নতায় যুবসমাজ হচ্ছে সবে শেষ।
শিক্ষাঙ্গনে নেই সুশিক্ষা
শেখানো হয় না নৈতিকতা,
পার্থিব উন্নতির দীক্ষা দেওয়া হয় শুধু
চলে সেথা সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা।
মা-বাবার গর্ব ভেঙে-চুরে খর্ব
আশার প্রদীপটুকু শেষ মাদক নেশায়
অদ্ভূত বেয়াদবী আচরণ শোনে না বারণ
অসৎ সঙ্গে মেশায়।
হতাশার কোলে পড়েছে আজ ঢলে
যুব সমাজের অমিত শক্তি,
ত্রিশ লক্ষ প্রাণ করেছিল যারা দান
স্বাধীনতার লাগি দেশমুক্তি।
তবে আমার দেশের স্বাধীন মাটিতে
কেন আজও সন্ত্রাস?
অর্থলিপ্সু ঐ রাগব বোয়ালেরা
করছে এদেশ গ্রাস।
দুর্নীতিতে বিশ্বজুড়ে কেন
আমার এ দেশ হয় শিরোনাম?
খাচ্ছে চুষে কারা কুরে কুরে
জনগণের দেয়া কর ইনকাম?
এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, সন্ত্রাসীর গুলি বর্ষণ
সকল অপরাধ হবে শেষ,
ইসলামী শাসনের ছায়াতলে যদি আসে
জাতি, সমাজ ও দেশ।

আত-তাহরীক তুমি

মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম
দিনাজপুর।

আত-তাহরীক তুমি লাখ পাঠকের সমস্যার সমাধান
আল্লাহ তোমাকে যুগ যুগ ধরে রাখুক অম্লান।
তোমায় পাঠ করে আমি সত্যের সন্ধান পাই
তোমার তুলনীয় পত্রিকা এদেশে আর নাই।
আত-তাহরীক তুমি যুগ-জিজ্ঞাসার তথ্যবহুল সমাধান
ধরাপৃষ্ঠে তুমি বেঁচে থাক আজীবন।
তোমার সঠিক জ্ঞানের প্রভায়
আলোকিত হোক দিগ্বিদিক,
যুলমাত যত দূরীভূত হোক
পাক মানবতা দিশা সঠিক।
জ্বালিয়ে দেও তুমি অহি-র আলো
দেখাও পথ জান্নাতের
তাগূত্বী পথ ছেড়ে যাত্রী হোক সবে
যে পথ সতত নাজাতের।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার ইসলামী জ্ঞান (ক্বিয়ামত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ইয়ামান থেকে আগুন নির্গত হওয়া।
২. (ক) সুফারিশকারীর সুফারিশ করার ক্ষমা থাকতে হবে (খ) যার জন্য সুফারিশ করা হবে তাকে তাওহীদপন্থী মুসলিম হ'তে হবে (গ) যার জন্য সুফারিশ করা হবে তার উপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকতে হবে। (ঘ) সুফারিশকারীর জন্য আল্লাহ্র অনুমতি হ'তে হবে।
৩. সত্তর হাত।
৪. টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী পুরুষ, মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়কারী, দান করে খোটা দানকারী, যে পথিকের কাছে অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও অন্য পথিককে দেয় না ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আমীরের নিকটে বায়'আতকারী।
৫. শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ৬. মূসা (আঃ)।
৭. ইবরাহীম (আঃ)-কে। ৮. ছালাতের।
৯. খুনের বা হত্যার। ১০. ঠাণ্ডা পানির।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. লসিকায় ২. মেলানিন
৩. ৩৫০ মি.লি. ৪. পাকস্থলী
৫. বিলিরুবিন ৬. স্নায়ু কলার প্রতিটি কোষকে নিউরন বলে
৭. সাইনভিয়াল সন্ধি ৮. স্টেপিস
৯. পিত্তরস ১০. গ্লোকাগন

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (রামাযান বিষয়ক)

১. রামাযানের ছিয়াম কত হিজরীতে ফরয হয়?
২. রামাযানের পূর্বে কোন ছিয়াম ফরয ছিল?
৩. ছিয়াম ইসলামের কততম রুকন?
৪. রামাযানের বিশেষ ৩টি ফযীলত কি কি?
৫. রামাযানের মাহাত্ম্য প্রকাশক তিনটি বৈশিষ্ট্য কি কি?
৬. ছিয়ামের বিশেষ তিনটি ফযীলত কি কি?
৭. ছাওমে বিছাল কি?
৮. ছায়েমকে কোন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে?
৯. রামাযানে ওমরাহ করার ফযীলত কি?
১০. রামাযানের শেষ দশকে রাসূল (ছাঃ) কি কি কাজ করতেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. একজন বয়স্ক লোক প্রতি মিনিটে কত বার শ্বাস নেয়?
২. মানব দেহের রক্ত সঞ্চালন চক্র আবিষ্কার করেন কে?
৩. কোন অ্যাসিড মানব দেহে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে আছে?
৪. লম্বা হওয়ার জন্য কোন হরমোন দায়ী?
৫. জরায়ু সংকোচনে সহায়তা করে কোন হরমোন?
৬. রক্ত কি ধরনের কলা?
৭. স্নায়ু কোষের বর্ধিত অংশকে কি বলে?
৮. প্রশ্বাসে কি ধরনের বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে?
৯. রক্তের চাপ কোথায় সবচেয়ে কম?
১০. মানব দেহের সবচেয়ে বড় অস্থির নাম কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আল-হেরা আহলেহাদীছ মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ, মুনীরুয্যামান, মাযহারুল ইসলাম ও ইমরান আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ইমরান হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-আমীন।

জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন জামনগর ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তামীম আহমাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফারজানা খাতূন।

হরিদাগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী ২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর থানাধীন হরিদাগাছি ফুরকানিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম, মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন ও রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি সহ-পরিচালক খালেদ হাসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আঁখি খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রুখছানা খাতূন। উক্ত প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক আবু বকর ছিদ্দীক।

ধানতৈড়, তানোর, রাজশাহী ২রা মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তানোর থানাধীন ধানতৈড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি পরিচিতি'র উপর এক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, প্রতিযোগিতায় ৭০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সোনামণি বালক ও বালিকাদের আলাদাভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান।

ধোবাকল (বাঙ্গালীপুর), নুরুল হুদা, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ২রা মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পার্বতীপুর থানাধীন নূরুল হুদার ধোবাকল (বাঙ্গালীপুর) আহলেহাদীছ ওয়াক্তিয়া মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আহনাফ ফায়ছাল ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে তানভীর ছাকিব।

টেমা, মোহনপুর, রাজশাহী ৪ঠা মার্চ বুধবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন টেমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ ইব্রাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আবু তালেব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে তাহরীমা খাতূন।

স্বদেশ

ভালোবাসার অভাবে ভয়ানক 'অভিমান'

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপযেলার আন্ধারুপাড়া গ্রামে দাদী লালবানুর কাছেই বড় হচ্ছিল ১০ বছরের কন্যা শিশু নিতি। সন্ধ্যায় লালবানু বাইরে থেকে ঘরে ফিরে দেখেন, ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলছে নিতির ছোট্ট দেহটি। টেবিলে পাওয়া গেল ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরে খাতার পাতায় লেখা চিরকুট। তাতে লেখা, 'মা-বাবা, তোমরা আমাকে ভালোবাস না। নানী-নানাও ভালোবাসে না। তোমরা কেউ আমার কথা মনে করো না, ভালোও বাস না। তাই তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না'।

পুলিশ, শিশুটির পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিতির পিতা আল-আমীন রংমিস্ত্রি ও মা ইয়াসমীন পোশাককর্মী। তাঁদের বিয়ে হয় ১৫ বছর আগে। ২০১৪ সালে আল-আমীন দ্বিতীয় বিয়ে করলে পরের বছর ইয়াসমীনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। এরপর ইয়াসমীনও আরেকজনকে বিয়ে করে ঢাকায় চলে আসে। পিতা-মাতার কেউই শিশুটিকে নতুন সংসারে নিতে চাননি। শিশুটি আগে নানার বাড়িতে থাকত। একসময় নানা-নানীও শিশুটিকে রাখতে সমস্যা মনে করেন। পরে তাকে দাদীর বাড়িতে রেখে যাওয়া হয়। সেখানে নিতি ব্র্যাক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। দাদী ও নাতনী দু'জনে মিলে রান্না করে খেত।

[হায়! মানুষের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা, মায়া-মমতা সবই লোপ পেতে বসেছে। আল্লাহভীতি না থাকলে মানুষ যে পশুর চাইতে অধম হয়, তার প্রমাণ এগুলি। আল্লাহর নিকট কি জবাব দিবে এইসব দায়িত্বহীন পিতা-মাতা ও নানা-নানীরা? (স.স.)]

বিদেশ

ট্রাম্প ৩ বছরে ১৬ হাযার বার মিথ্যা বলেছেন

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত তিন বছরে ১৬ হাযারবার মিথ্যা বলেছেন অথবা বিভ্রান্তিকর কথা বলেছেন। এর মধ্যে মারাত্মক অবাস্তব কথাও রয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্পের মেয়াদের তিন বছর শেষে এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ওয়াশিংটন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম 'দ্য হিল'। তাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ট্রাম্প তিন বছরে প্রকাশ্যে যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে ১৬ হাযার ২৪১টি কথা মিথ্যাচার, অবাস্তবতা ও বিভ্রান্তিতে ভরপুর। এর মধ্যে ২০১৯ সালে সবচেয়ে বেশী মিথ্যা বলেছেন তিনি। আর এসব মিথ্যা কথার বেশীরভাগই বলেছেন ইরান, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা এবং ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারী ক্লিনটন সম্পর্কে। প্রতিদিনই একটার পর একটা টুইট করে মিথ্যার ঝড় তুলে যাচ্ছেন তিনি।

[হ্যাঁ। গণতন্ত্রে মিথ্যুকরাই বিজয়ী হয়। মানুষ কি সত্যের দিকে ফিরবে না? তাহ'লে মানবতার ভবিষ্যৎ কি হবে? (স.স.)]

মহারাষ্ট্রে ১৪ হাযার ৫৯১ জন কৃষকের আত্মহত্যা

ভারতের মহারাষ্ট্রে কৃষকদের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। সরকারী পরিসংখ্যানে পাওয়া গেছে যে, ২০১৪ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের ১৪,৫৯১ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রী বিজয় ওয়াদেতিয়ার একথা জানিয়েছেন। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, রাজ্যের শুধুমাত্র নাগপুর এবং অমরাবতী রাজস্ব বিভাগের অন্তর্গত ১১টি যেলায় ২০১৯ সালে ১,২৮৬ জন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এর আগে ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে মহারাষ্ট্রে প্রায় ১২ হাযার কৃষক আত্মঘাতী হয়েছিল বলে ভারত সরকার জানিয়েছিল। মূলত ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করতে না পারা ও শস্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এসব আত্মহত্যার অন্যতম কারণ।

[পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনীদের দেশ ভারত। সেই সাথে ২০১৫ সালের বিশ্ব ব্যাংকের দেওয়া হিসাবে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশও এটি। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতি পাঁচজন চরম দরিদ্রের মধ্যে চারজনই বাস করে ভারতে। সূদী অর্থনীতির তিক্ত পরিণাম এটি। যতদিন সূদ দূর না হবে, ততদিন এটা চলতেই থাকবে। কিন্তু ভোটার ও ভোটপ্রার্থী কেউই এটা বুঝতে চাননা। অতএব দুনিয়াবী শাস্তি ভোগ করতে হবে। এরপরে আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তি তো আছেই (স.স.)]

ভয়ঙ্কর পঙ্গপালের ঝাঁক ধেয়ে আসছে ভারত ও ইস্রাঈলে

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 'ফাও'-এর পঙ্গপাল পূর্বাভাস বিষয়ক সিনিয়র কর্মকর্তা কেনেথ ক্রিসম্যান বলেছেন, ভয়ঙ্কর পঙ্গপালের বিশাল একটি ঝাঁক ভারত এবং ইহুদীবাদী ইসরাঈলের দিকে ধেয়ে আসছে। তিনি জানান, এ ঝাঁক ইহুদিবাদী ইসরাঈলের পৌঁছাতে পারে মে মাসের দিকে। এছাড়া মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ভারতে হানা দিতে পারে পঙ্গপালের এ ঝাঁক।

দিনে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার পাড়ি দিতে সক্ষম পঙ্গপালকে পরিযায়ী বা যাযাবর অর্থাৎ মাইগ্রেটরি পতঙ্গকুলের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণ একটি ঝাঁকে ৮ কোটি পতঙ্গ থাকতে পারে। দিনে এ পঙ্গপাল ৩৫ হাযার মানুষের খাবার উদরস্থ করতে পারে।

২০০৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকায় আড়াইশ কোটি ডলার সমপরিমাণ শস্য নষ্ট করেছিল পঙ্গপাল। ১৯১৫ সালে পঙ্গপালের সবচেয়ে মারাত্মক হামলা হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পঙ্গপালের হামলার শিকার হয়েছিল সিরিয়া এবং ওছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ।

[বিশ্বে ফেরাঊনী গযবের নমুনা শুরু হয়ে গেছে। অতএব যালেমরা সাবধান হও (স.স.)]

ভারত ভাগ হয়ে যাচ্ছে : রাহুল গান্ধী

ভারত ভাগ হয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের সাবেক কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। সম্প্রতি দিল্লীতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে এ কথা বলেন রাহুল। সেখানে হিন্দুত্ববাদীদের সহিংসতায় পুড়ে যাওয়া ঘরবসতি, ভাঙচুর ও লুটতরাজের চিহ্ন ও আশ্রয়হীন সংখ্যালঘুদের দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেন রাহুল। এদিন দিল্লীর ব্রিজিপুরী এলাকায় আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, 'ঘৃণা ও হিংসা সব ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদের। স্কুলে কোমলমতিরাও নিরাপদ নয় এদেশে। আমাদের ভবিষ্যৎকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে এখানে'। দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব নিয়ে ঘটনার প্রথম দিন থেকেই সোচ্চার ছিলেন রাহুল। সংসদেও সরব ভূমিকা পালন করেছে তার দল কংগ্রেস। পুরো ঘটনায় ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায়ী করছে দলটি।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে ঘটে যাওয়া ঐ তাণ্ডবে কমপক্ষে ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়ে দিল্লীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩০০ এরও বেশী মানুষ।

বিশ্বজুড়ে মার খাচ্ছে গণতন্ত্র

আধুনিক গণতন্ত্রের ধারক মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রকে। কিন্তু সেই দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আজ নড়বড়ে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, গণতন্ত্র মার খাচ্ছে বিশ্বজুড়েই। সুইডেন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্রেসিস ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। ১৭৯টি দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা নিয়ে প্রস্তুতকৃত এই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০০৮ থেকে

২০১৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে ১৭৯টি দেশের মধ্যে ১৫৮টি দেশে সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অবস্থার উন্নতি হয়নি অথবা অবনতি ঘটেছে। ঐ দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ব্রাজিলসহ ২৪টি দেশ রয়েছে, যাদের গণতন্ত্র চর্চায় ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। প্রকৃত অর্থে এই দেশগুলো কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে ঝুঁকছে।

প্রতিষ্ঠানটির মতে, বিশ্বে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছে। ২০১৬ সালে সারা বিশ্বে প্রায় ৪১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ কর্তৃত্ববাদী শাসনে পিষ্ট হয়েছে। ২০১৮ সালে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩০ কোটিতে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস হচ্ছে বিশ্বজুড়েই। অনেক নেতা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হ'লেও পরে তাঁরাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস করছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যায়নি। দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থাকা দেশগুলোতে ঐ ব্যবস্থা নিয়ে আস্থা কিছুটা কমলেও ছোট দেশগুলোয় আস্থা বেড়েছে। গণতান্ত্রিক চর্চার দাবীতে ইরান, লেবানন, ইরাকেও বিক্ষোভ হচ্ছে।

মুসলিম জাহান

তালেবান-যুক্তরাষ্ট্র ঐতিহাসিক চুক্তি

১৪ মাসে আফগানিস্তান থেকে সকল মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী কাতারের রাজধানী দোহায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তালেবান ও মার্কিন ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তানে মোতায়েনরত সৈন্যদের ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাহার করে নেবে যুক্তরাষ্ট্র। চুক্তির শর্ত মেনে আফগানিস্তানে তালেবান কোনও হামলা না চালালে আগামী ১৪ মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়াশিংটনের ন্যাটো মিত্ররা দেশটি থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে এবং আল-কায়েদা সহ অন্যান্য চরমপন্থী কোনও গোষ্ঠী তালেবান নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। দোহার শেরাটন হোটেলে ঐতিহাসিক এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তালেবানের রাজনৈতিক শাখার প্রধান মোল্লা আব্দুল গণী বারাদারের নেতৃত্বে ৩১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশ নেয়। এছাড়া অংশ নেন ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানের সরকারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর তালেবানের প্রতিনিধি মুহাম্মাদ নাঈম এই চুক্তিকে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তালেবানের পক্ষ থেকে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, আফগানিস্তানে দখলদারিত্বের অবসানে তারা একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে।

লাখ লাখ আফগান নাগরিকের আশা, এই চুক্তির ফলে দেশের ভেতরে আমেরিকার দীর্ঘদিনের যুদ্ধের অবসানের পথ তৈরি হবে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে হামলার জের ধরে কয়েক সপ্তাহ পর দেশটিতে হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। ১৮ বছর ধরে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলায় লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। দেড় যুগের আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ২ হাযার ৪০০ সেনা নিহত হয়েছে।

এর ফলে দেশটির ক্ষমতা থেকে অপসারিত হ'লেও এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তালেবানের হাতে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আফগানিস্তান থেকে সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের শঙ্কা, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হ'লে তা তালেবান যোদ্ধাদের আন্তর্জাতিক বৈধতা দেবে।

আফগানিস্তানে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ হাযার সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ১৩৫ দিনের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহার সহ অন্যান্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া আগামী ২৯শে মে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে অংশ নিয়ে তালেবান সদস্যদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানাবে আফগান সরকার।

[আমরা এই শান্তিটিকে স্বাগত জানাই। এই সাথে গত ১৮ বছর ধরে আফগানিস্তানে অবৈধ দখল ও রক্তপাতের জন্য আমেরিকাকে দায়ী করি। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাদের উপর লা'নত কামনা করি (স.স.)]

শিশু ধর্ষক ও হত্যাকারীদের প্রকাশ্যে ফাঁসির আহবান জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট

সম্প্রতি শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড বন্ধে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। প্রস্তাবটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আলী মুহাম্মাদ খান। পরে সংখ্যাধিক্য সদস্যের মতামতে প্রস্তাবটি পাস হয়। প্রস্তাবটির স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে মুহাম্মাদ খান বলেন, শিশুদের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের অপরাধ প্রমাণিত হ'লে শুধু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর যথেষ্ট নয়। বরং ঘৃণ্য এসব অপরাধের পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবার্তা দিতে অপরাধীদের জনসম্মুখে ফাঁসি হওয়া উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে প্রস্তাবটি পাস হ'লেও পিপলস পার্টিসহ সরকারী দলের কয়েকজন সদস্যও আইনটির বিরোধিতা করেছেন। পিপলস পার্টির সিনিয়র নেতা রাজা পারভেজ আশরাফ পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে বলেন, জাতিসংঘের আইনমতে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া যায় না।

[জি-হ্যাঁ। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে প্রকাশ্যে আল্লাহ্র দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতিসংঘ কোন ফ্যাক্টর নয় (স.স.)]

৫ বছরের অন্ধ শিশু রেডিও শুনে পুরো কুরআন মুখস্থ করল

হোসাইন মুহাম্মাদ তাহের নামে পাঁচ বছরের এক অন্ধ শিশু কেবলমাত্র একটি রেডিওর সহায়তায় পুরো কুরআন মুখস্থ করেছে। জন্মের পর থেকেই সে অন্ধ ছিল। তিন বছরের ব্যবধানে সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছে। সে সঊদী আরবের জেদ্দায় তাঁর পিতামাতার সাথে থাকে। তার পিতা মুহাম্মাদ তাহের বলেন, তিনি সন্তানের জন্য রেডিও কিনে দেন এবং এমন একটি চ্যানেল স্থির করে দেন, যেটিতে শুধু পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত হয়। তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলের পবিত্র তেলাওয়াত শোনার অভ্যাস হোক। কিন্তু তিনি এই তিন বছর ধরে বুঝতেই পারেননি যে, তার ছেলে রেডিওর সহায়তায় ৩০ পারা কুরআন মুখস্থ করার অসাধ্য সাধন করেছে।

একদিন হোসাইন পিতার কাছে মসজিদে নববী দেখার আকুতি জানালে পিতা তাকে সফরের শর্ত হিসাবে সূরা বাক্বারার কয়েকটি আয়াত শোনানোর শর্ত দেন। কিন্তু এসময় হোসাইন তাকে পুরো সূরা বাক্বারাহ শুনিয়ে দেয়। যা পিতাকে স্তম্ভিত করে দেয়। পরে জানতে পারেন ইতিমধ্যে সে পুরো কুরআনই আত্মস্থ করেছে।

তাহের বলেন, তার ছেলের কৃতিত্ব তাকে তার সমস্যাগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে বাধ্য করেছে। ছেলের অন্ধত্ব এবং এক হাতে সামান্য অক্ষমতার এ সমস্যা তাকে বছরের পর বছর ধরে ভোগাচ্ছিল। এখন তিনি বুঝতে পারছেন আল্লাহ হয়ত হোসাইনকে

দর্শন শক্তি দেননি, কিন্তু তিনি তাকে দিয়েছেন প্রখর স্মৃতি ও শ্রবণ শক্তির বিশেষ নে'মত।

[বাচ্চাটির পার্থিব কল্যাণের জন্য আমরা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করি (স.স.)]

দিল্লী সহিংসতা : ৫৩ জন মুসলিম নিহত

২৪ থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী চারদিন ব্যাপী রাজধানী দিল্লীর উত্তর-পূর্বাংশে চলে ভয়াবহতম রক্তক্ষয়ী সহিংসতা। গভীর রাতে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে দিতে হিন্দুত্ববাদীরা ঘুমন্ত মুসলিমদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। হাতে বন্দুক ও ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে গলিতে ঢুকেই তারা সেখানকার বাসিন্দাদের মারধর ও ব্যাপক লুটপাট শুরু করে। এরপর তারা বাছাই করে করে মুসলমানদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে নিশ্চিহ্ন করতে থাকে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব), জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) এবং জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধক (এনপিআর) নিয়ে চলমান বিক্ষোভের ব্যাপারে বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক কপিল মিশ্র-এর উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী উত্তর-পূর্ব দিল্লীতে একের পর এক দাঙ্গা এবং সহিংসতার ঘটনা শুরু হয়, যার ফলে এযাবত ৫৩ জন মুসলমান নিহত, প্রায় ২০০ জন আহত এবং ৬০০ জন গ্রেফতার হয়। এসময় হিন্দুত্ববাদীরা স্থানীয় মুসলমানদের সম্পত্তি ও মসজিদগুলিতে ভাঙচুর চালিয়ে সেখানে গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে দেয়। বর্তমানে সেখানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

বিপরীত দৃশ্য :

(১) গত ২৪ ফেব্রুয়ারী সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলায় যখন উত্তর-পূর্ব দিল্লীর গোকুলপুরী এলাকার মুসলমানদের নির্বিচার হত্যা করা হচ্ছে, খুঁজে খুঁজে তাদেরকে মারা হচ্ছে, এই অবস্থায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মাহিন্দার সিং ও তার পুত্র ইন্দ্রজিৎ সিং নামে দুই শিখ ৭০ জন মুসলমান মাদ্রাসা ছাত্র ও মুছল্লীর প্রাণরক্ষা করেছেন।

মাহিন্দার জানান, আমি ও আমার ছেলে গোকুলপুরী এলাকার একটি মাদ্রাসা এবং এর সংলগ্ন মসজিদে ৭০ জন মুসলমান শিক্ষার্থী এবং মুছল্লী আটকা পড়েছেন বলে জানতে পারি। দাঙ্গাবাজরা খোঁজ পেলে এরা প্রাণে বাঁচতে পারবেন না, সেই কথা চিন্তা করেই আমরা এগিয়ে যাই। আমার স্কুটার আর ছেলের বাইক দিয়ে ২০ বার যাওয়া-আসা করে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই। দাঙ্গাকারীরা যেন যাত্রীদের চিনতে না পারেন সেজন্য তাদের মাথায় শিখদের পাগড়িও বেঁধে দিয়েছিলেন তারা।

একাজকে তিনি দায়িত্ব বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, পরিস্থিতি দেখে ১৯৮৪ সালে দিল্লিতে হওয়া শিখ নিধন যজ্ঞের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। তাই হিন্দু বা মুসলিম কিছু দেখিনি। আমার চোখে শুধু মানুষ ভাসছিল। শুধু ছোট ছোট শিশুর মুখ চোখে পড়ছিল। এসব দেখে আমার মনে হয়, এরা সবাই আমার সন্তান। এদের কোনো ক্ষতি হতে দেব না আমি। মানবিকতার তাগিদেই প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করেছি আমরা।

বেঁচে যাওয়া মানুষেরাও বলছেন, সেদিন এই পিতাপুত্র না থাকলে তারা প্রাণে বাঁচতে পারতেন না। দুই পিতাপুত্র নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মানবতা রক্ষার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

(২) খাজুরি খাসের চার নম্বর গলির হিন্দু বাসিন্দারা ওই সময় তাদের মুসলিম পড়শিদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিমদের ঘর-বাড়িগুলি যখন পুড়ছে, তখন তারা নিজেদের বাড়ি থেকে বালতির পর বালতি পানি ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি, জানালেন চার নম্বর গলির এক হিন্দু বাসিন্দা। যিনি কিছুতেই তার নাম জানাতে চাইলেন না। ভয়ে, যদি এরপর তার ওপরেও চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। শুধু খাজুরি খাস নয়। মৌজপুর, বাবরপুর, ভাগীরথী বিহার, সর্বত্রই এ তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা।

(৩) হিন্দু সন্ত্রাসীরা যখন দলবদ্ধভাবে এসে মুসলিম নারীদের উপর চড়াও হচ্ছিল, তখন প্রতিবেশী হিন্দু নারীরা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের বোন দাবী করে তাদেরকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

[যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলিম পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে বসবাস করে আসছে। অথচ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরাই তাদের নিজেদের হীন স্বার্থে মুসলিম নিধন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় শাসক দলকে যথাযথ দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছি (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সেলফি ক্যামেরা দিয়ে টাইপ করা যাবে স্যামসাংয়ের স্মার্টফোনে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রযুক্তি সম্পন্ন ক্যামেরা ব্যবহার করে স্মার্টফোনের সামনে ব্যবহারকারীর আঙুলের নড়াচড়া বুঝে নিয়ে টাইপিংয়ের কাজ করে দেবে স্মার্টফোন! সেলফিটাইপ নামে এমনই একটি প্রোজেক্ট সামনে এনেছে স্যামসাং। নতুন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফোনের সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করে টাইপ করা যাবে। স্যামসাং জানিয়েছে, সেলফিটাইপ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আলাদা হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন হবে না। স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এমনকি ল্যাপটপের সামনের ক্যামেরা ব্যবহার করে কাজ করবে সেলফিটাইপ।

ফাইভ জি যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর কাতারে নাম লেখাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালের শুরুতে বাংলাদেশে চালু হ'তে যাচ্ছে ফাইভজি। বিশ্বের গুটিকয়েক দেশ পঞ্চম প্রজন্মের (ফাইভজি) মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করছে তার মধ্যে বাংলাদেশও নাম লেখাতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, আমরা ফাইভজি চালু করা বিশ্বের প্রথম ২০টি দেশের তালিকায় থাকতে পারব বলে আশা করি।

এর আগে ২০১৮ সালের ২৫ জুলাই সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং রবির সহায়তায় দেশে প্রথমবারের মতো ফাইভজি পরীক্ষা ও সেবা প্রদর্শন করে প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে। প্রদর্শনীতে ফাইভজির গতি ছিল প্রতি সেকেণ্ডে ৩.৮৯ গিগাবাইট থেকে ৪.০৯ গিগাবাইট পর্যন্ত।

জানা যায়, ফাইভজি চালু করেছে এমন দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে এবং সুইডেন ফাইভজি নেটওয়ার্ক গ্রহণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

বলা হচ্ছে, ফাইভজি বিশ্বব্যাপী বহু মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনবে। ফোরজির চেয়েও ৪০ গুণ দ্রুতগতির ইন্টারনেট অভিজ্ঞতা দেবে ফাইভজি। এর মাধ্যমে স্বচালিত কার থেকে রোবটের কার্যক্রম সহজ হবে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

১৪৪১ হিজরীর মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ!

মাহে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। রহমত, বরকত, মাগফিরাতের সুসংবাদ নিয়ে রামাযানের রাত্রিগুলিতে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকেন হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। হে অকল্যাণের অভিসারী! থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে অগণিত মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*। আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সকল সাথী ভাই-বোনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

প্রিয় সাথী!

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে গেলে নিম্নের উপদেশগুলি মেনে চলুন।-

১. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও তারাবীহ নিয়মিত জামা'আতের সাথে আদায় করুন।

২. ছিয়াম ত্রুটিপূর্ণ হয়, এমন সকল কাজ থেকে বিরত থাকুন।

৩. যাবতীয় সৎকর্ম স্রেফ আল্লাহ্র জন্য করুন। সকল প্রকার রিয়া ও অহংকার বর্জন করুন।

৪. নিজের গৃহকে ছবি-মূর্তি থেকে মুক্ত রাখুন। রহমতের ফেরেশতা আগমনকে বাধাহীন রাখুন।

৫. মৃত্যুকে সামনে রেখে আখেরাতের চেতনায় দাওয়াতের কাজ করুন। 'মৃত্যুকে স্মরণ' (২য় সংস্করণ) বইটি বারবার পাঠ করুন।

৬. সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংগঠনকে মযবুত রাখুন এবং সংগঠনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিন। ইমারতের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজ সংস্কারে ব্রতী থাকুন।

৭. রামাযানের কোর্স হিসাবে কমপক্ষে একবার কুরআন খতম করুন। এছাড়া 'আম্মা পারা, সাজদাহ, দাহ্র, হুজুরাত, ছফ, মুল্ক ও নূহ এবং কমপক্ষে ৫টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করুন। 'ছিয়াম ও ক্বিয়াম' বইটি শেষ করুন।

৮. তাক্বওয়া হ'ল মূল পুঁজি। এই পুঁজি হারালে ইলম ও আমল সবই বিফলে যাবে। সেকারণ ইলম বৃদ্ধির জন্য রামাযানে নিম্নোক্ত বইগুলি পাঠ করুন।- (১) তাফসীরুল কুরআন ২৯ তম পারা (২য় সংস্করণ) সহ অন্য পারাগুলি (২) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (৩) আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (৪) ফিরক্বা নাজিয়াহ (৫) কুরআন অনুধাবন (৬) মাল ও মর্যাদার লোভ (৭) সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২য় সংস্করণ)।

৯. প্রত্যেকে মাসিক আত-তাহরীকের নতুন বা পুরাতন কমপক্ষে ৩ কপি এবং সংগঠনের ছোট বইগুলি অধিকহারে ক্রয় করে বিতরণ করুন বা মৃত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করুন। প্রচারপত্র-১১, ১৮ ও ২০ যথাক্রমে 'ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল' 'হে মানুষ! ফিরে এসো আল্লাহ্র পথে' ও 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যা জানা আবশ্যক' বিতরণ করুন।

১০. দানের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হিসাবে সংগঠনকে বেছে নিন। 'জেনারেল ফাণ্ড' ও 'বায়তুল মাল ফাণ্ড'কে সমৃদ্ধ করুন। দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্পে দাতাসদস্য হউন।

আল্লাহ আমাদেরকে রামাযান মাসে অধিকহারে ইবাদত ও ছাদাক্বা করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন- আমীন!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মাহে রামাযান উপলক্ষে আমাদের আহ্বান

১. রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করুন ও যাবতীয় অশ্লীলতা হ'তে বিরত থাকুন!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' (আন'আম ১৫১)।

২. দিনের বেলায় খাবারের হোটেল বন্ধ রাখুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ'তে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুফারিশ কবুল কর! অতঃপর তা কবুল করা হবে। -বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/১৯৬৩।

৩. জিনিস-পত্রে ভেজাল দিয়ে নীরব গণহত্যা থেকে বিরত থাকুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়'। -মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০।

৪. রামাযানের সম্মানে আপনার ব্যবসায় অন্য মাসের চেয়ে অন্তত শতকরা দুই ভাগ (২%) লাভ কম করুন!

আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তোমাদের জন্য এটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন' (তাগাবুন ১৭)।

৫. ব্যবসায় প্রতারণা ও ওযনে কম দেয়া থেকে বিরত থাকুন!

আল্লাহ বলেন, 'মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়'। 'যারা লোকের কাছ থেকে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয়' 'এবং যখন তাদের জন্য মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' (মুত্বাফফিফীন ১-৩)।

৬. অধীনস্তদের প্রতি দয়া করুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর রহম করবেন'। -(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯।

॥ আল্লাহ ও রাসূলের বাণী মেনে চলুন ও পরকালে মুক্তির পথ সুগম করুন ॥

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

৩০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা সম্পন্ন

রাজশাহী ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার :

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ৩০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর বিকাল সোয়া ৪-টায় তাবলীগী ইজতেমা'২০-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :

প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান এবং তার বঙ্গানুবাদ করেন 'আল-আওন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। তিনি বলেন, একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় পরিচয় হ'ল সে আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণকারী। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে নিঃশর্তভাবে আল্লাহ্র বিধান মেনে চলবে- এটাই তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ আজ তার আত্মপরিচয় ভুলতে বসেছে। ফলে ধর্মীয় জীবনে সে যেমন হাযারো কুসংস্কার, শিরক ও বিদ'আতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তেমনি সামাজিক জীবনে নানা বাতিল মতবাদের শিকার হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছে। এমতাবস্থায় উত্তরণের একমাত্র উপায় হ'ল আল্লাহ্র কাছে ফিরে আসা এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে নিজের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা। তিনি সকলকে শৃংখলা ও সহমর্মিতার সাথে ইজতেমার ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে এখানে দু'দিন অবস্থানের আহ্বান জানান এবং আল্লাহ্র নামে দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

নির্ধারিত বক্তৃতা পর্ব :

উদ্বোধনী ভাষণের পর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর ১ম দিন রাত দুইটা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা (রাজশাহী) (বিষয় : দাওয়াতের গুরুত্ব ও পদ্ধতি) (২) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া) (পিতা-মাতার অধিকার ও সন্তানের কর্তব্য) (৩) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (মারকায) (একজন আদর্শ মুসলিম যুবকের বৈশিষ্ট্য) (৪) 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা) (সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী) (৫) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) (সমকালীন কিছু ফিৎনা : উত্তরণের উপায়) (৬) আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) (কালেমায়ে শাহাদতের তাৎপর্য) (৭) রূহুল আমীন (মুর্শিদাবাদ, ভারত) (অমুসলিমদের দাওয়াত দানের পদ্ধতি) (৮) মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ) (সূদ ও ঘুষের ভয়াবহ পরিণতি) (৯) ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ইসলামে নারীর মর্যাদা ও পরিবারিক জীবনে তার দায়িত্ব) (১০) নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আফযাল হোসাইন (সমাজে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ)।

আমীরে জামা'আতের ১ম রাতের ভাষণ :

এ দিন বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা বাক্বারার ২১৩ নং আয়াতের আলোকে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তিনি বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতির আক্বীদাগত বিভক্তি ও সামাজিক ভাঙন চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি তা থেকে নিষ্কৃতির পথও বাৎলে দিয়েছেন। সাথে সাথে এখানে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যত দলই সৃষ্টি হউক না কেন, একটি দলই মাত্র শুরুতে জান্নাতী হবে, যারা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা ও আমলের যথার্থ অনুসারী হবে। বনু ইসরাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল। আর উম্মতে মুহাম্মাদী ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। যারা ছাহাবায়ে কেরামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের অনুসারী হবে। আক্বীদার ক্ষেত্রে এদেশে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর মানুষ বিদ্যমান। তাহ'ল খারেজী, মুরজিয়া ও আহলেহাদীছ। খারেজীরা চরমপন্থী, মুরজিয়ারা শৈথিল্যবাদী আর আহলেহাদীছরা মধ্যপন্থী। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। তারা চরমপন্থায় বিশ্বাসী নয়। তিনি বলেন, সরকার হটানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং সরকারকে উপদেশ দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের আক্বীদা হবে মযবূত ও আচরণ হবে নম্র। অতঃপর তিনি নাজী ফের্কার বৈশিষ্ট্য সমূহ তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় দিন বাদ ফজর থেকে :

২য় দিন বাদ ফজর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে দরসে কুরআন পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী (আখেরাতের পথযাত্রা ও তার প্রস্তুতি)। একই সময়ে দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে দরসে হাদীছ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা)। অতঃপর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে বেলা ৮-টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (মারকায) (আদর্শ সন্তান গড়ার উপায়), (২) জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (ফের্কাবন্দী ও ইমাম চতুষ্টয়ের নীতি) (৩) মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ) (ছালাতের বিশুদ্ধ পদ্ধতি)। এরপর শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী)।

শিক্ষক সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল সাড়ে ৮-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতি'-এর উদ্যোগে 'শিক্ষক সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** অসুস্থ থাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতি'র সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (২) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুর্রুল হুদা (৩) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (৪) বোর্ডের সচিব ও মারকাযের শিক্ষক শামসুল আলম। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) জগতপুর বুড়িচং আফতাবিয়া ফাযিল মাদরাসার (কুমিল্লা) ভাইস প্রিন্সিপাল ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (২) লালমাটিয়া কলেজ, ঢাকার সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম (৩) আইকিউএসি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-ঢাকার অতিরিক্ত পরিচালক জুনাইদ মুনীর (৪) দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার সুপার মাওলানা সারোয়ার হোসাইন (৫) ইছলাহুল উম্মাহ মহিলা মাদরাসা ও ইয়াতীমখানার পরিচালক হাফেয মুখলেছুর রহমান (বগুড়া) (৬) নানিয়ারচর পুনর্বাসন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক মুহাম্মাদ ফযলুল বারী (রাঙ্গামাটি)। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও নওদাপাড়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। সমাবেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক পরিচালক/সভাপতি, প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

যুব সমাবেশ

২য় দিন সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, তোমরা যুবসমাজ জাতির মেরুদণ্ড। তোমাদেরকে হক-এর দাওয়াত নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে হবে। অলসতা ও বিলাসিতা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। ভীরু ও কাপুরুষ দিয়ে আন্দোলন চলে না। 'যুবসংঘ'-এর ত্যাগের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা দাওয়াতী কাজ করবে, দুনিয়া লাভের জন্য নয়। কেননা রূযীর মালিক আল্লাহ। যারা দুনিয়াদার তাদের জন্য ধ্বংস। জীবনে সফলতা লাভ করতে হ'লে যৌবনকালকে কাজে লাগাতে হবে। তোমরা অল্পে তুষ্ট থাকবে; তাহ'লে সুখী হ'তে পারবে। তোমরা মুরব্বীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে তাদের দো'আ নিয়ে দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা তোমাদেরকে 'আন্দোলন'-এর সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে গড়ে উঠার আহ্বান জানাচ্ছি।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (২) যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (৩) তাবলীগ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (৪) দফতর সম্পাদক ও যুবসংঘের সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (৫) 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (৬) সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (৭) সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন (৮) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ ও (৯) যুবসংঘের কাউন্সিল সদস্য ও আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী।

অতঃপর যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন (১) 'যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলা সভাপতি আহমাদুল্লাহ (২) ঢাকা-উত্তর যেলা সভাপতি আল-আমীন (৩) বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান (৪) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক (৫) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আব্দুর রঊফ ও (৬) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

আল-হেরা : তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ উপলক্ষে ২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র উদ্যেগে আয়োজিত 'জাতীয় ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০'এর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৭৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১০ জন বিজয়ীকে ইজতেমার ২য় দিন অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল।-

১. কুরআন তেলাওয়াত :

১ম : মুহাম্মাদ আরযুল ইসলাম শাফী (রাজশাহী), ২য় : আহনাফ মুবাশ্শির (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ৩য় : তাওফীকুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ)।

২. জাগরণী (সোনামণি গ্রুপ) :

১ম : আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ (কুমিল্লা), ২য় : আব্দুল জব্বার (সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ (বগুড়া)।

৩. জাগরণী (উন্মুক্ত গ্রুপ) :

১ম : ইলিয়াস আহমাদ (বগুড়া), ২য়: মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সাঈদ (সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ রাযিউর রহমান (দিনাজপুর) ও মুহাম্মাদ রোকনুয্যামান (মেহেরপুর)।

জুম'আর খুৎবা :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার ইজতেমা ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং মারকায জামে মসজিদে সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় মূল প্যাণ্ডেল ছাড়াও প্যাণ্ডেলের বাইরে ও মহাসড়কে খোলা স্থানে বসে মুছল্লীগণ খুৎবা শ্রবণ করেন। জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আল্লাহপাক আমাদেরকে অদৃশ্যে বিশ্বাস করতে বলেছেন। আর অদৃশ্যে বিশ্বাসই ঈমান। ঈমানের মৌলিক বিষয় ৬টি। তাহ'ল (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফিরিশতাগণের

উপরে (৩) আল্লাহ প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) রাসূলগণের উপরে (৫) বিচার দিবসের উপরে এবং (৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা *(মুসলিম, মিশকাত হা/২)*। সূরা বাক্বারার শুরুতে আল্লাহ অদৃশ্যে বিশ্বাস করতে বলেছেন। দেখে কোন কিছু বিশ্বাস করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয় বরং আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ইহূদীরা দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল। ফলে তারা গযবপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। নাছারা আল্লাহ্র বিধান না মেনে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমরা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে তাদের থেকে পানাহ চাই। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী শিক্ষা ব্যবস্থা ইহূদী-খৃষ্টানদের চক্রান্ত। আমাদেরকে দ্বীনের স্বার্থে কাজ করতে হবে, দুনিয়ার স্বার্থে নয়। ছবি-মূর্তি ইসলামে হারাম যা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। মৃত্যুর সময় পবিত্র আত্মা ফেরেশতাদের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়। তাই উত্তম মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তিনি সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে স্ব স্ব জীবনকে আলোকিত করার আহ্বান জানান।

এবারে জুম'আর ছালাতের ২য় রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের জন্য দো'আ করেন। অতঃপর ছালাত শেষে তিনি ইজতেমা প্যাণ্ডেলে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ডাইনিং কর্মচারী হায়দার আলীর বড় ভাইয়ের মৃত জামাই নাহিদ হোসাইন (৪৫, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী)-এর জানাযার ছালাত আদায় করান।

২য় দিন বাদ আছর থেকে ফজর পর্যন্ত :

এদিন বাদ আছর হ'তে পুনরায় ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়ে ফজরের আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এদিন নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন (১) 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (নরসিংদী) (জিহাদ ও জঙ্গীবাদ) (২) ড. আহসানুল্লাহ বিন ছানাউল্লাহ (ঢাকা) (বিশুদ্ধ আক্বীদার গুরুত্ব) (৩) প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা) (ইসলামী আন্দোলনে ত্যাগ স্বীকার) (৪) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (মারকায) (যুগে যুগে আহলেহাদীছ : প্রেক্ষিত ভারতীয় উপমহাদেশ) (৫) দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায) (সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার) (৬) 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর) (আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?) (৭) তাবলীগ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায) (সংগঠনের কার্যক্রম উপস্থাপন) (৮) গাযীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন (শী'আ ও কাদিয়ানী আক্বীদার স্বরূপ) (৯) আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত) (দাওয়াত দান করা 'ফরযে আয়েন') (১০) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী (উম্মতের বিভক্তি ও তার প্রতিকার) (১০) খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (মা'রেফাতে দ্বীন) (১১) সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান (ইক্বামতে দ্বীন) (১২) হাফেয শামসুর রহমান আযাদী (ঢাকা) (সমাজে প্রচলিত শিরক সমূহ ও তার পরিণতি) (১৩) মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী) (গান-বাজনা ও মোবাইলের অপব্যবহার)।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন (১৪) ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান (ঢাকা) (১৫) তাযাম্মুল হক (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) সম্পাদক মাসিক 'সরল পথ'।

আমীরে জামা'আতের ২য় রাতের ভাষণ :

এ রাতে বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা আলে-ইমরান ১০৩-১০৪ আয়াতের আলোকে ভাষণ পেশ করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাবলুল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে হবে এবং বিভক্তি হ'তে দূরে থাকতে হবে। সেই সাথে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন হ'ল নছীহত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬, ৬৭)*। প্রত্যেক মুমিন পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দিবে। তিনি বলেন, যদি বিশ্বকে অন্যায়-অনাচার ও অশান্তির দাবানল থেকে বাঁচাতে হয়, তাহ'লে পরস্পরকে আল্লাহ প্রেরিত 'হক' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, হিংসা মানুষের স্বভাবগত বিষয়। বিশেষ করে ভাল-র প্রতি হিংসা। প্রথম আসমানে আদমের প্রতি হিংসা করেছিল ইবলীস। আর যমীনে হাবীলের প্রতি হিংসা করেছিল কাবীল। কাবীল স্রেফ হিংসা বশে হাবীলকে হত্যা করেছিল। সে চায়নি যে, ছোট ভাই হাবীল তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রশংসিত হৌক। একইভাবে ইহূদী-নাছারারা শেষনবীকে চিনলেও তাকে মানেনি স্রেফ এই হিংসার কারণে যে, ইস্রাঈল বংশে তাঁর জন্ম না হয়ে ইসমাঈল বংশে জন্ম হয়েছিল। এই জ্ঞাতি হিংসা ইহূদীদেরকে মুসলমানদের চিরশত্রুতে পরিণত করেছে।

কিন্তু হিংসার কারণে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না *(মুসলিম হা/১৯২০)*। আর দল থাকলে তার নেতা থাকবেই। আর নেতৃত্বের অধীনে সুশৃংখলভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় আহলেহাদীছ আন্দোলন বিশ্বাসী। ঐক্যের ভিত্তি একটাই তা হল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দলমত নির্বিশেষে সকল আদম সন্তানকে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়।

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

(২) মানুষের রক্তচোষা সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে অনতিবিলম্বে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সূদী এনজিও ও মহাজনী সূদী প্রথা এবং সেই সাথে অফিস-আদালত থেকে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

(৩) দেশের বিভিন্ন শহরে ইসলামী আক্বীদা ও সংস্কৃতি বিরোধী মূর্তি-ভাস্কর্য ও শহীদ মিনার নির্মাণ প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করা এবং উক্ত অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৪) জঙ্গীবাদের বিশ্বাসগত ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্য এবং সামাজিক অনাচার সমূহ প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৫) মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ সহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী মতবাদ প্রত্যাহার করতে হবে।

(৬) যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে মদ-জুয়া, ক্যাসিনোর অবাধ সয়লাব রোধ করতে হবে এবং ইন্টারনেটের অশ্লীল ওয়েবসাইট সমূহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।

(৭) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়নের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। তাদের মসজিদ সমূহ পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ সম্মেলন তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সম্মেলন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৮) এ সম্মেলন বিভিন্ন সরকারী অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের হিজাব ও নিকাব পরিধান ও ছালাত আদায়ের বিরুদ্ধে এবং তাদের নিকট ইসলামী বই খোঁজার নামে যেসব দমননীতি চলছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

(৯) এ সম্মেলন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

ইজতেমার ৩য় দিন শনিবার ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাত শেষে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন এবং সকলে ছহীহ-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন। অতঃপর সভাপতি হিসাবে তিনি সবাইকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী ৩০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

১. পরিচালকবৃন্দ : দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (২) সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (৩) তাবলীগ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (৪) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা (৫) দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও (৬) রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দুররুল হুদা।

২. উপস্থাপকবৃন্দ : (১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (২) 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ (৩) 'আন্দোলন'-এর সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার (৪) ঢাকা দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার (৫) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

৩. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত : তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন (১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান (মারকায), (২) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), (৩) 'আল-'আওন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায), (৪) মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়াল (মারকায), (৫) মারকাযের হিফয বিভাগের ছাত্র আরযুল ইসলাম শাফী (রাজশাহী), (৬) হাফেয ইরতিযা আবরার (খুলনা) ও (৭) দারুল হাদীছ একাডেমী, নারায়ণগঞ্জের ছাত্র মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম।

৪. জাগরণী : ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন (১) আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), (২) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), (৩) রোকনুয্যামান (সাতক্ষীরা), (৪) ইয়াকূব আলী (মেহেরপুর), (৫) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), (৬) ইলিয়াস আহমাদ (বগুড়া) (৭) ফরীদুল ইসলাম (নাটোর), (৮) আলে ইমরান (রাজশাহী), (৯) আব্দুর রহমান (ঢাকা), (১০) বখতিয়ার (যশোর), (১১) আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ (কুমিল্লা) (১২) জসীমুদ্দীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (১৩) রামাযান আলী (রাজশাহী) (১৪) আব্দুল্লাহ আল-মাহী (নওগাঁ) (১৫) রূহুল আমীন (রাজশাহী) ও (১৬) ওবায়দুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

৫. প্যাণ্ডেল : এবার মোট ৫টি প্যাণ্ডেল করা হয়। (১) ট্রাক টার্মিনাল ময়দান (২) ট্রাক টার্মিনালের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থানীয় মহিলাদের জন্য পৃথক প্যাণ্ডেল (৩) মহিলা মাদ্রাসার প্যাণ্ডেল (৪) মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বের ময়দানে প্যাণ্ডেল (৫) মারকাযের পূর্ব পার্শ্বের ময়দানে প্যাণ্ডেল। এছাড়াও ছিল মারকাযের নতুন ডাইনিং হল ছাড়াও ট্রাক টার্মিনালে বৃহদাকার ৪টি খাদ্য প্যাণ্ডেল ও মহিলা প্যাণ্ডেলে পৃথক খাদ্য ব্যবস্থাপনা। এবারেই প্রথম এলইডি মনিটরের মাধ্যমে ট্রাক টার্মিনাল থেকে সব প্যাণ্ডেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সেই সাথে ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে সব প্যাণ্ডেলের ভিডিও ধারণ করা হয়।

৬. টয়লেট : ট্রাক টার্মিনালের পশ্চিম পার্শ্বে হাইওয়ের ক্যানালে ১৪০টি সাময়িক টয়লেট নির্মাণ করা হয়।

৭. বুক স্টল : ট্রাক টার্মিনালের দক্ষিণ পার্শ্বে ৩০টি এবং মারকাযের সম্মুখে ৭টি বুক স্টল। এছাড়াও মহিলা প্যাণ্ডেলে পৃথক বুক স্টল।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও ইজতেমায় দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে বিভিন্ন যানবাহন যোগে লক্ষাধিক দ্বীনদার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সঊদী আরব, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন ও ভারত সহ অন্যান্য দেশ থেকেও সদ্য দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের হাযার হাযার শ্রোতা ইজতেমার সরাসরি সম্প্রচার দেখেন।

৮. জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান :

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল 'রিয়াযুছ ছালেহীন' (ফাযায়েল অধ্যায় থেকে শেষ)'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল (১) মুহাম্মাদ এ এইচ মাহফূয (রাজশাহী), (২) মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও (৩) মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-যুবায়ের (পাবনা)। এছাড়া ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। তারা হ'ল (১) মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (সিরাজগঞ্জ), (২) ফারূক আহমাদ (কুষ্টিয়া), (৩) আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা), (৪) মুহাম্মাদ আলে-ইমরান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (৫) তামীম ফায়ছাল (রাজশাহী)। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন রাতে ইজতেমা মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ

ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

৯. দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ :

তাবলীগী ইজতেমা'২০ উপলক্ষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া এলাকার পক্ষ থেকে *'ছওতুল মারকায'* নামে এবং 'সোনামণি' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা' নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা ইজতেমা প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বুক স্টলের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় প্রদর্শিত হয়।

১০. ফৎওয়া বুথ :

গতবারের ন্যায় এবারও ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। আত-তাহরীক কার্যালয়ে স্থাপিত ফৎওয়া বুথে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। ইজতেমার ২য় দিন বিকাল ৪-টা থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

১১. আল-'আওন :

ইজতেমা ময়দানে 'স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা' আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংয়ে ৩৬০ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ১৫০ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন।

২০১৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই পর্যন্ত ২৫টি যেলা গঠন করা হয়েছে এবং ৫,৮১৯ জনের অধিক রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সংস্থার মাধ্যমে ১,৩১৮ জনের অধিক মানুষকে রক্তদান করা হয়েছে। রক্তদানের এ কার্যক্রমে ২০১৯ সালে শ্রেষ্ঠ যেলা নির্বাচিত হয়েছে দিনাজপুর-পশ্চিম ও সিরাজগঞ্জ। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন রাতে তাদের হাতে পুরস্কারের ক্রেস্ট তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

১২. যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র : ট্রাক টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের উত্তর পার্শ্বে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথির দু'টি পৃথক যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সংগঠনের চিকিৎসক কর্মীগণ সেখানে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করেন। ইজতেমার পক্ষ থেকে এসব কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র সরবরাহ করা হয়।

১৩. নিরাপত্তা : এবারেই প্রথম প্রশাসনের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে থানায় ডেকে নিয়ে ইজতেমা ব্যবস্থাপনার খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। তাদের প্রস্তাবক্রমে ৪টি ওয়াচ টাওয়ার ও ২৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা সেট করা হয়। সেই সাথে সংগঠনের ৭৮৫ জন স্বেচ্ছাসেবক দু'দিন আগে থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশের নিয়মিত তদারকি।

১৪. সাইকেলে আগমন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও সাইকেলে আসেন সাতক্ষীরা থেকে আব্দুল বারী (৬৪) সাং মানিকহার, উপযেলা তালা। এবারে তিনি ১৬তম বর্ষে ২১ ঘণ্টায় এই দীর্ঘ ২৮৫+১৪= ২৯৯ কি.মি. পথ অতিক্রম করে আসেন। অন্যজন জয়নাল আবেদীন (৮২) সাং কাওনডাঙ্গা, উপযেলা সাতক্ষীরা সদর। এবারে তিনি ১৭তম বর্ষে সাড়ে ২১ ঘণ্টায় এই দীর্ঘ ২৮৫+১৫= ৩০০ কি.মি. পথ অতিক্রম করে আসেন।

ইজতেমার পূর্ব দিনের অনুষ্ঠান সমূহ

১. র‍্যালি :

তাবলীগী ইজতেমা'২০-কে স্বাগত জানিয়ে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে ২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ আছর সোনামণি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি মারকায থেকে শুরু হয়ে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়ক দিয়ে ওমরপুর হয়ে নতুন বাস-টার্মিনালে উঠে। অতঃপর সেখান থেকে টেক্সটাইল মিলের পাশ দিয়ে ইজতেমা ময়দান ট্রাক টার্মিনালে যায়। সেখান থেকে মহিলা মাদ্রাসার পাশ দিয়ে মারকাযে ফিরে আসে।

২. আল-'আওনের প্রশিক্ষণ : ইজতেমার পূর্ব দিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে রাত্রি ১০-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ৩য় তলার মিলনায়তনে 'নিরাপদ রক্ত দান সংস্থা' আল-'আওনের যেলা পরিচালকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন। সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। প্রশিক্ষণে ১৪টি যেলার ৩৩ জন পরিচালক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত উত্তীর্ণদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার প্রাপ্তরা হ'লেন, (১) ডা. ইকবাল বিন জিন্নাহ (পাবনা) (২) রূহুল আমীন (জয়পুরহাট) (৩) ডা. আব্দুল হালীম (নওগাঁ)।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে আল-'আওনের বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। প্রত্যেক যেলায় আল-'আওনের শাখা গঠন করতে হবে। এই নিঃস্বার্থ মানব সেবাকে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য 'আন্দোলন' সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করবে। কোথাও কোন অসুবিধা মনে হ'লে আমাদেরকে জানালে ইনশাআল্লাহ আমরা দ্রুত তার সমাধান করব।

৩. ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২০ : এদিন বাদ মাগরিব থেকে রাত ১০.৩০ মি. পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও আল-হেরার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান ও জাগরণীর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে সমাজ গড়ার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে যে 'জাগরে যুবক নওজোয়ান' জাগরণী পরিবেশিত হ'ল, তা ১৯৯১ সালের ২৫শে এপ্রিল মারকাযের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ময়দানে অনুষ্ঠিত ২য় জাতীয় সম্মেলনে গাওয়া শফীকুলের ঝংকারী কণ্ঠ স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তাকে জান্নাত নছীব করুন-আমীন! আজ শিল্পীদের কণ্ঠে জাগরণী শুনে মনে হচ্ছে এই সবকিছুর নেকীর একটা অংশ শফীকুলের আমলনামায় যোগ হচ্ছে। আজ আল-হেরার জাগরণী সমাজকে জাগিয়ে তুলেছে। তাই একে আমরা গান ও সঙ্গীত বলি না বরং জাগরণী বলি। যারা আগামীতে আল-হেরার নেতৃত্ব দিবে তাদের বলে যাচ্ছি যে, তোমরা 'জাগরণী' নামটা বাতিল করো না। কারণ আমাদের জাগরণীর উদ্দেশ্য হ'ল মৃত সমাজকে জাগিয়ে তোলা। মনে রেখ, প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্যে দৃঢ়তা ব্যতীত দুনিয়াতে কেউ কিছুই অর্জন করতে পারে না। যত বাধাই আসুক লক্ষ্যে দৃঢ় থাকবে। কারণ আমার নবী শত কষ্ট সত্ত্বেও লক্ষ্যচ্যুত হননি। তোমরা যে

কাজ কর, তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইখলাছের সাথে কর। তোমরা অন্যের অনুকরণপ্রিয় হয়ো না। আমি দো'আ করি তোমাদের কণ্ঠই যেন তোমাদের জান্নাতে যাওয়ার অসীলা হয়। সবশেষে তিনি অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও প্রতিযোগীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকাযের ছাত্র আরযুল ইসলাম শাফী, আহনাফ মুবাশশির, তাওফীকুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম। জাগরণী পেশ করেন আল-হেরার 'কথা ও সুর' বিভাগের পরিচালক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, 'জাগরণী' বিভাগের পরিচালক রাক্বীবুল ইসলাম, আল-হেরার সদস্য মীযানুর রহমান, ইয়াকূব, রোকনুয্যামান, আব্দুল্লাহ সাঈদ (সাতক্ষীরা), ইলিয়াস (বগুড়া), রাযিউর রহমান (দিনাজপুর), আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ ও ওবায়দুল্লাহ (বগুড়া) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ ও আল-হেরার কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক এনামুল্লাহ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী ও পাঠাগার উদ্বোধন

চান্দিনা, কুমিল্লা ৩১শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার চান্দিনা থানা সদরে চান্দিনা সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন জনাব মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীনের বাসার দ্বিতীয় তলায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী ও পাঠাগার' উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক ইউসুফ আহাম, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আহমাদুল্লাহ, মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম, মুরশেদ আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন জনাব আব্দুল হক। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন অত্র লাইব্রেরীর দায়িত্বশীল হাফেয লুৎফর রহমান। উল্লেখ্য যে, উক্ত লাইব্রেরী ফজর থেকে এশা পর্যন্ত খোলা থাকে এবং সেখানে জামা'আত সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে প্রতিদিন বাদ ফজর মক্তবেরও ব্যবস্থা আছে।

মারকায সংবাদ

ইবতেদায়ী সমাপনী ও জেডিসি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্তি

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : এই প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৯ সালের ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি লাভ করেছে। এদের মধ্যে ৫ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৬ জন ছাত্র ও ৬ জন ছাত্রী 'সাধারণ গ্রেডে' বৃত্তি পেয়েছে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তরা হ'ল ফাহীম আহমাদ (রাজশাহী), তরীকুল ইসলাম (দিনাজপুর), ফাইয়ায তাহসীন মেহেদী (বাগেরহাট), ইমামুল আবেদীন (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), শাহেদ হোসাইন (চুয়াডাঙ্গা), সানজীদা ইসলাম (রাজশাহী)। আর ৮ম শ্রেণীর জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (জেডিসি) ১ জন ছাত্র 'সাধারণ গ্রেডে' এবং ১ জন ছাত্রী 'ট্যালেন্টপুলে' বৃত্তি পেয়েছে। এরা হল মা'ছূম রেযা (দিনাজপুর) ও ফিরোযা পারভীন যুথী (নাটোর)।

(২) দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এই প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৯ সালের ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি লাভ করেছে। এদের মধ্যে ১ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৪ জন ছাত্র 'সাধারণ গ্রেডে' বৃত্তি পেয়েছে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তরা হ'ল মুহাম্মাদ ইমরান হোসেন (পাটকেলঘাটা), তাসনীম সুলতানা (তলুইগাছা), ফাতিমা তাহসীন (ধানদিয়া)।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম (৭৬), সাং- চিনাডুলি, থানা-ইসলামপুর, জামালপুর। গত ১লা নভেম্বর ২০১৯ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ঢাকায় বড় জামাইয়ের বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৪ কন্যাসহ বহু পোতা-পুতনী, নাতী-নাতনী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর ছোট ছেলে মাওলানা আল-আমীন। সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমান সহ অনেক কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর জামালপুর যেলায় নিজ বাড়ীতে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তার রূহের মাগফেরাত কামনা করে দো'আ করেন।

[আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে' মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা যরূরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য ক্ষেত্রে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফান্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। মোবাইল : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : করোনা ভাইরাসের আতংকে সঊদী আরবের মসজিদসমূহে আযানের সময় 'হাইয়া আলাছ-ছালাহ'-এর বদলে 'ছাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম' বলা হচ্ছে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-এনামুল হক, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : এটি শরী'আতসম্মত। ঝড়-তুফান বা মহামারীর সময় আযানে 'হাইয়া 'আলাছ-ছালাহ'-এর পরিবর্তে 'ছাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম' বা 'ফী রেহালিকুম' (তোমরা বাড়িতে বা স্ব স্ব আবাসস্থলে ছালাত আদায় কর) বলা যাবে *(বুখারী হা/৯০১, ৬৩২; মুসলিম হা/৬৯৯, ৬৯৭; মিশকাত হা/১০৫৫)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সফরের অবস্থায় বৃষ্টি অথবা তীব্র শীতের রাতে মুওয়াযযিনকে আযান দিতে বললেন এবং সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করতে বললেন যে, তোমরা নিজ আবাসস্থলে ছালাত আদায় কর *(বুখারী হা/৬৩২; মুসলিম হা/৬৯৭; মিশকাত হা/১০৫৫)*। এছাড়া ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর মুওয়াযযিনকে এক প্রবল বর্ষণের দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলবে, তখন 'হাইয়া 'আলাছ-ছালাহ' বলবে না; বরং বলবে, 'ছাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম'। এটা শুনে লোকেরা যেন অপসন্দ করল। তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিই (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা করেছেন। জুম'আ ওয়াজিব বিষয়। কিন্তু আমি তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াতের অসুবিধায় ফেলতে অপসন্দ করি *(বুখারী হা/৯০১; মুসলিম হা/৬৯৯)*।

উল্লেখ্য যে, 'ছাল্লূ ফী রেহালিকুম' বাক্যটি আযানের মধ্যে বা আযান শেষে দু'ভাবেই বলা জায়েয। তবে আযানকে স্বস্থানে রেখে আযানের শেষে 'ছাল্লূ ফী রেহালিকুম' বলাই উত্তম। কারণ যাদের ওযর নেই তারা জামা'আতে হাযির হওয়ার জন্য আদিষ্ট *(নববী হা/৬৯৯-এর ব্যাখ্যা; ফাৎহুল বারী হা/৬৩২-এর ব্যাখ্যা)*। আর আযানের মধ্যে উক্ত বাক্য বললেও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলবে। কারণ এমতাবস্থায় ছালাত বাড়িতে আদায় করলেও কল্যাণের মধ্যে থাকবে *(ইবনু কুদামা, আল-কাফী ২/৩৬, তা'লীক্ব উছায়মীন)*। মোটকথা 'হাইয়া 'আলাছ-ছালাহ' ব্যতীত বাকী সব শব্দ ঠিক থাকবে। অথবা আযানের পরে মুছল্লীদের ভাষায় 'তোমরা তোমাদের বাড়ীতে বা আবাসস্থলে ছালাত আদায় কর' বলা যাবে। এতদসত্ত্বেও কেউ মসজিদে এসে জামা'আতে যোগদান করলে তিনি অবশ্যই পূর্ণ নেকী পাবেন।

প্রশ্ন (২/২৪২) : 'আল্লাহ আকবার' তাকবীর ধ্বনি কি আগুন নেভাতে পারে?

- হারূনুর রশীদ, মালিবাগ, ঢাকা।

উত্তর : তাকবীর ধ্বনি আগুন নেভাতে সহায়তা করে মর্মে কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে সেগুলো সবই যঈফ *(যঈফাহ হা/২৬০৩, ৬৪২০; যঈফুল জামে' হা/৫০৪)*। অবশ্য ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ছালাত, আযান ও ঈদের নিদর্শন হ'ল তাকবীর ধ্বনি। উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর ধ্বনি দেওয়া মুস্তাহাব। সে হিসাবে ঊর্ধ্বমুখী আগুন যত বড়ই হৌক না কেন, তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে নিভানো যায়। তাছাড়া আযান শুনে শয়তান পালায় *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/১৮৮)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, শয়তান যেহেতু আগুন থেকে তৈরী এবং সে আযানের সময় তাকবীর ধ্বনি শুনলে পালিয়ে যায়, সেহেতু অগ্নিকাণ্ডের সময় আল্লাহু আকবর ধ্বনি দেওয়া যায়। এর মাধ্যমে আগুন নিভে যাওয়ার প্রমাণ আমরা পেয়েছি *(যাদুল মা'আদ ৪/১৯৪)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : পায়জামার চেয়ে লুঙ্গি পরা কি উত্তম? রাসূল (ছাঃ) কি পায়জামা পরা অপসন্দ করতেন?

-আব্দুল্লাহ, তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : লুঙ্গি ও পায়জামা দু'টোই পরা জায়েয। তবে শর্ত হ'ল তা ঢিলাঢালা ও সতর আবৃতকারী হ'তে হবে *(ফাৎহুল বারী ১০/২৭২)*। আর রাসূল (ছাঃ) নিজের জন্য পায়জামা ক্রয় করেছেন এবং ছাহাবীদের ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশনা দিয়েছেন *(নাসাঈ হা/৪৫৯২; ইবনু মাজাহ হা/২২২০)*। একবার ছাহাবীগণ আহলে কিতাবদের পায়জামা পরিধান করার কথা উল্লেখ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা পায়জামা পর এবং লুঙ্গি পর। আর আহলে কিতাবদের বিরোধিতা কর *(আহমাদ হা/২২৩৩৭, সনদ ছহীহ)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট পায়জামা অধিকতর পসন্দনীয়। কারণ এটি পর্দার জন্য অধিক সহায়ক। যদিও লুঙ্গি অধিকাংশ লোকের পোষাক *(ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ২/৩৮৯)*। উল্লেখ্য, 'আমি সফরে, বাড়িতে, দিনে-রাতে পায়জামা পরিধান করি। আল্লাহ আমাকে পর্দা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর পায়জামায় অধিক পর্দা রয়েছে'- মর্মে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটি জাল ও মুনকার *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬৫৯৪; আলবানী, যঈফাহ হা/৮৯)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইহূদী-নাছারাদের ও মুশরিকদের বিপরীত পোষাক পরা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ যে অঞ্চলে যে পোষাকটি সুন্দর হিসাবে বিবেচিত, সেটাই পরিধান করা উত্তম। তিনি বলেন, আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন *(মুসলিম হা/৯১)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাতের সময় সর্বোত্তম পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। বাংলাদেশে পায়জামা উত্তম পোষাক হিসাবে বিবেচিত এবং লুঙ্গি সাধারণ পোষাক হিসাবে গণ্য। অতএব এদেশে পায়জামা পরাই উত্তম।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : লাশ দাফন শেষে কবরের পাড়ে আযান দেওয়া জায়েয হবে কি?

-রোকনুযযামান, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : লাশ দাফনের পূর্বে বা পরে আযান দেওয়া বিদ'আত। একদল শাফেঈ বিদ্বান শিশু জন্মের পর আযান দেওয়ার উপর ক্বিয়াস করে দাফন শেষে আযান দেওয়া জায়েয বলেছেন, যা বাতিল ক্বিয়াস। অতএব এধরনের বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই *(ইবনু হাজার হায়তামী, আল ফাতাওয়াল কুবরা আল-ফিক্বহিইয়াহ ২/২৪)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীকে বিবাহ করার পর তাকে গর্ভবতী পায়, সেক্ষেত্রে তার করণীয় কি?

-যুলফিকার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এরূপ ক্ষেত্রে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। তার সাথে সহবাস নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে এবং কোন নারীর সাথে তার হায়েয হ'তে পবিত্র হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে না *(আবূদাঊদ হা/২১৫৭; মিশকাত হা/৩৩৩৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, সে যেন অন্যের ক্ষেতে পানি সেচ না করে অর্থাৎ অন্যের দ্বারা গর্ভবতী কোন নারীর সাথে সহবাস না করে *(আবূদাঊদ হা/২১৫৮; মিশকাত হা/৩৩৪০; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৫৪)*। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এরূপ একটি ঘটনা ঘটলে তিনি তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৩৬৭২; যাদুল মা'আদ ৫/১০৪)*। খলীফা আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানের আমলে এরূপ ঘটলে তিনিও তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৩৪৫৩)*। উক্ত সন্তান তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত হবে *(বুখারী হা/৬৭৪৮, উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৩৭০)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : মনে মনে কুরআন তেলাওয়াত করলে নেকী পাওয়া যাবে কি?

-বিলাল হোসাইন, ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর : মনে মনে কুরআন তেলাওয়াত করলে তাতে ছওয়াব পাবে না। কেননা উচ্চ বা অনুচ্চ স্বরে মৌখিক উচ্চারণ ব্যতীত তা তেলাওয়াত হিসাবে গণ্য হবে না। তবে গবেষণা ও মুখস্থের উদ্দেশ্যে মনে মনে কুরআন পাঠ করায় কোন দোষ নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/৩৬৩; মাওয়াহিবুল জালীল ১/৩১৭; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/৫)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : জান্নাতী নারীদের পোষাক সবুজ রঙের হবে একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : জান্নাতী নারী হৌক বা পুরুষ হৌক সকলের পোষাক সবুজ হবে। আল্লাহ বলেন, 'জান্নাতীদের পোষাক হবে মিহি সবুজ ও মোটা রেশমী কাপড়' *(দাহার ৭৬/২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তারা ঠেস দিয়ে বসবে সবুজ বালিশে ও নকশাদার গালিচার উপরে' *(আর-রহমান ৫৫/৭৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের জান্নাত। যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা মিহি ও মোটা রেশমী সূতার সবুজ পোষাক পরিধান করবে। তারা সেখানে সুসজ্জিত আসনে ঠেস দিয়ে বসবে। কতই না সুন্দর প্রতিদান ও কতই না সুন্দর আশ্রয়স্থল' *(কাহফ ১৮/৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষকে উঠানো হবে। আমিও আমার উম্মত একটি উপত্যকার উপর থাকব। আমার প্রতিপালক আমাকে সবুজ জোড়া কাপড় পরাবেন। তারপর আমাকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে। তখন আমি আল্লাহ্র ইচ্ছায় যা বলার বলব। এটাই হ'ল 'মাক্বামে মাহমূদ' *(আহমাদ হা/১৫৮২১; ছহীহাহ হা/২৩৭০)*।

উল্লেখ্য যে, জান্নাতে সবুজ পোষাকের কারণে দুনিয়াতে এর বিশেষ মর্যাদা বুঝানো হয়নি। বরং দুনিয়াতে সর্বোত্তম পোষাক হ'ল সাদা রঙের পোষাক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা এটি পূত-পবিত্র। আর এর দ্বারা তোমাদের মৃতদের কাফন পরাও' *(তিরমিযী হা/২৮১০; মিশকাত হা/৪৩৩৭)*।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : আমি যে এলাকায় কাজ করি, সেখানে প্রতিটি বাড়িতে কুকুর পালন করা হয়। এসব কুকুর মাঝে-মধ্যে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, কখনওবা পা বা শরীরের কাপড় চেটে দেয়। উক্ত অবস্থায় কি ছালাত আদায় করা যাবে, নাকি শরীর বা কাপড় ধৌত করতে হবে? উল্লেখ্য যে, এসব কুকুর খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং বাইরের কোন খাবার খায় না।

-ক্বাছিদুল হক কুতুব, লিমাস্সল, সাইপ্রাস।

উত্তর : কুকুরের লালা নাপাক। কিন্তু শরীর নাপাক নয়। সুতরাং কুকুর যদি কারো শরীর অথবা কাপড় ছুঁয়ে দেয় বা শুঁকে দেয় তাহ'লে তা নাপাক হবে না, যদিও কুকুরের শরীর পানি দ্বারা ভেজা থাকে। তবে পা বা শরীর চেটে দিলে কুকুরের লালা কাপড়ের যে অংশে লেগেছে তা অবশ্যই সাতবার ধৌত করবে যার প্রথমবার মাটি বা সাবান জাতীয় কিছু দ্বারা হবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৫/২৫৭; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৪৬)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : মসজিদের ক্বিবলা বরাবর টয়লেট থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি?

-আবুল বাশার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : যদি পৃথক প্রাচীর থাকে, তবে ছালাত আদায়ে দোষ নেই। কিন্তু মসজিদের প্রাচীর ও টয়লেটের প্রাচীর যদি একই হয়। তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত থেকে বিরত থাকাই উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইমাম নাখঈ, ইমাম আহমাদসহ বহু বিদ্বান বলতেন, তিনটি ঘরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা উচিৎ নয়। টয়লেট, গোসলখানা ও কবরস্থান *(মুছান্নাফ ইবনু আব্দির রাযযাক হা/১৫৮৪, ৭৬৫৯, ৭৬৬০, ৭৬৬৪; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৪৭৩)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ না মসজিদের প্রাচীর ও টয়লেটের প্রাচীর আলাদা হবে ততক্ষণ সে মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে না *(শারহুল উমদাহ ৪/৪৮৩)*। ইবনু রজবও বলেন, মসজিদের আলাদা প্রাচীর থাকতে হবে এবং টয়লেটেরও আলাদা প্রাচীর থাকতে হবে *(ফাৎহুল বারী ২/২৩০)*। অতএব মসজিদে ক্বিবলার দিকে টয়লেট নির্মাণ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/৫৪; ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ২/১৩৯)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : ক্বিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মাদীকে চিনা যাবে তাদের ওযূর চিহ্ন দেখে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতকে কিভাবে চেনা যাবে বা নবীগণ কীভাবে তাদের উম্মতকে চিনবেন?

- হাসীনুর রহমান, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : এটি উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কোন নবীর উম্মতের ব্যাপারে বর্ণিত হয়নি। পূর্ববর্তী নবীগণ কিভাবে তাদের উম্মতকে চিনবেন সে ব্যাপারে কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ওযূর বিধান ছিল। কারণ যখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা (আঃ) যালেম বাদশার হাতে গ্রেফতার হন, তখন তিনি ওযূ করে ছালাত আদায় করেন *(বুখারী হা/২২১৭)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) তিনবার করে ওযূর অঙ্গ সমূহ ধুয়ে বলেন, এটিই হ'ল আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের ওযূ *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৬৬১; ছহীহাহ হা/২৬১)*। অতএব পূর্ববর্তী উম্মতগণের মাঝে ওযূ ছিল। কিন্তু তারা এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে বলে স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : পুরুষেরা কি নারীদের মত অস্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করে সন্তান গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে, যদি স্ত্রীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কঠিন হয়?

-সুরমা আখতার, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন অস্থায়ী বা সাময়িক ব্যবস্থা পুরুষেরা গ্রহণ করতে পারে। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছাহাবায়ে কেরাম আযলের মত সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন *(বুখারী হা/৫২০৮; মুসলিম হা/১৪৪০; মিশকাত হা/৩১৮৪)*। এর দ্বারা উদ্দেশ্যে ছিল সাময়িক সন্তান গ্রহণ থেকে বিরত থাকা *(বিন বায, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব ৩৯৪/২১; উছায়মীন, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব ২২/২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/৩১৩-১৪)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : ডলার কেনা-বেচার ব্যবসা কি হালাল?

-ছিদ্দীকুর রহমান, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

উত্তর : একই জাতীয় মুদ্রা যেমন আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে আমেরিকান ডলারের ব্যবসা করা যাবেনা। তবে ডলারের বিনিময়ে রিয়াল বা অন্য দেশের মুদ্রা কেনা-বেচার ব্যবসা করা যাবে। সেক্ষেত্রে নগদে কমবেশী করা যাবে; কিন্তু বাকীতে কমবেশী করে করা যাবে না *(বুখারী হা/২১৭৫; মুসলিম হা/১৫৮৪; মিশকাত হা/২৮০৮; উছায়মীন, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব ২৩৫/২২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২১৬)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : আমি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম। তারা ওভার টাইমে কাজ করার জন্য অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে দেয়নি। এক্ষণে আমার করণীয় কি বা তাদের কী শাস্তি হবে?

-যাকির হোসাইন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বৈধ পন্থায় মালিকের নিকট প্রাপ্যের ব্যাপারে আবেদন করবে। প্রয়োজনে প্রশাসনের আশ্রয় নিয়ে স্বীয় অধিকার আদায়ের চেষ্টা করবে। যদি কোনভাবেই তা আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে পরকালে তা প্রাপ্তির জন্য কামনা করতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত যালেমের আমলনামা থেকে প্রাপকদের প্রাপ্য প্রদান করা হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারু মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : বিবাহের পূর্বে কনে দেখতে গিয়ে বিবাহের কথা হওয়ায় কিছু উপহার দিলে যদি বিবাহ না হয়, তাহ'লে উপহার ফেরত চাওয়া যাবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিশেষ উপহার ফেরত চাওয়া যেতে পারে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যদি বিবাহের পূর্বে বিবাহের ওয়াদার প্রেক্ষিতে হাদিয়া প্রদান করা হয় আর বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহ'লে হাদিয়া ফেরত দিবে *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৭২)*। একইরূপ বলেছেন মারদাভী, যারকাশী ও ছান'আনী *(আল-ইনছাফ ৮/২৯৬; আল-মানছূর ফিল ক্বাওয়াইদিল ফিক্বহিয়াহ ৩/২৬৯; সুবুলুস সালাম ২/২২০)*। সর্বোপরি কেউ যাতে প্রতারিত না হয় বা যুলুমের শিকার না হয়, সে ব্যাপারে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে মিলনে বাধা আছে কি?

-আল-আমীন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : হায়েয ও নিফাস ব্যতীত সর্বাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েয। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর' *(বাক্বারাহ ২/২২৩)*। তবে যে সকল নারীর জরায়ু দুর্বল বলে চিকিৎসকগণ সাক্ষ্য দিবেন তাদের সাথে গর্ভধারণের প্রথম তিন মাস ও শেষ মাসে মিলনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে। কারণ এতে গর্ভপাত ঘটা বা সন্তানের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : যেনাকার নারী তথা পতিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-খায়রুয যামান, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : পতিতা মুসলিম হ'লে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা যাবে। তবে সে কবীরা গুনাহগার বলে মুত্তাক্বীগণ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন, যাতে জীবিত পাপীরা শিক্ষা গ্রহণ করে যে, তাদের জানাযায় কোন মুত্তাক্বী মুসলিম অংশগ্রহণ করবেন না *(ইবনু কুদামা, মুগনী ২/৪১৭; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৩/২০-২১)*। রাসূল (ছাঃ) আত্মহত্যাকারী ও

ঋণগ্রস্তদের জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন না। বরং ছাহাবীগণকে পড়ার আদেশ দিতেন *(বুখারী হা/২২৮৯; মুসলিম হা/১৬১৯ মিশকাত হা/৪০১১)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : করোনা ভাইরাসের মত মহামারীতে মারা গেলে শাহাদতের মর্যাদা পাওয়া যাবে কি?

-ছফিউল্লাহ, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : যে কোন মহামারীতে আক্রান্ত ব্যক্তি ঈমানের সাথে মারা গেলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। যেমন হাফছা বিনতু সীরীন (রাঃ) বলেন, আমাকে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াহইয়া কি রোগে মারা গেছে? আমি বললাম, প্লেগ বা মহামারী রোগে। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্লেগ বা মহামারী রোগের কারণে মৃত্যুবরণ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদত হিসাবে গণ্য হবে' *(মুসলিম হা/১৯১৬; আহমাদ হা/১২৫৪১)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, শহীদ পাঁচ প্রকার- ১. প্লেগ আক্রান্ত ২. উদরাময়গ্রস্ত ৩. ডুবন্ত (ডুবে মৃত) ৪. কোন কিছু চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ৫. আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি *(বুখারী হা/২৮২৯; মুসলিম হা/১৯১৪; মিশকাত হা/১৫৪৬)*। অতএব মুমিন এধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে শাহাদতের মর্যাদা পাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : দু'বছরের পুরাতন কবর ভেঙ্গে পড়লে করণীয় কি?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : এক্ষেত্রে কবরটি নিজ অবস্থায় রেখে দিতে পারে। অথবা মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে অন্যান্য কবরের মত সমতল করে দিবে। তবে সেখানে কোনরকম নির্মাণ কাজ করা যাবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৪৪৫)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : জনৈক আলেম বলেছেন, বৈঠক শেষে পঠিতব্য দো'আটি ওযূর শেষেও পাঠ করা যায়। এটা কি হাদীছ সম্মত?

-আলতাফ হোসাইন, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, ওযূর শেষে বৈঠক ভঙ্গের দো'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব। দো'আটি হ'ল- *'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'* (মহা পবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওযূর পর উপরোক্ত দো'আটি পাঠ করবে, তার নাম দাসমুক্তকারীদের নামের সাথে লিখে দেওয়া হবে এবং এমন সীল মেরে দেওয়া হবে যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ভাঙ্গবে না *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/১৪৫৫; হাকেম হা/২০৭২; ছহীহাহ হা/২৩৩৩)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, উক্ত দো'আটি গোসলের পরেও পাঠ করা মুস্তাহাব *(সুবুলুস সালাম ১/৮০)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : নবী করীম (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাত প্রথম দুই রাক'আত হালকাভাবে পড়তেন। তিনি এই দুই রাক'আতে কি কি সূরা পাঠ করতেন?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত দু'রাক'আতে তিনি কোন সূরা পাঠ করতেন তা বর্ণিত হয়নি *(মুসলিম হা/৭৬৭)*। নববী বলেন, প্রস্তুতিমূলকভাবে তিনি প্রথম দু'রাক'আতকে সংক্ষিপ্ত করতেন যাতে পরবর্তী রাক'আতগুলিতে ক্লান্তি না আসে *(শরহ মুসলিম ৬/৫৪)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : যবেহ না করে (মেরে না ফেলে) জীবিত অবস্থায় মাছের আঁইশ, পাখনা, পেট অথবা কাটার আগে মাথায় আঘাত বা মাটিতে আছাড় দিয়ে মারা এসব ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কি?

-এজায আহমাদ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : কোন প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান (যথাসাধ্য সুন্দর রূপে সম্পাদন করা) অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কোন প্রাণীকে) হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে; আর যখন যবেহ করবে তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে শান্তি প্রদান না করে (অহেতুক কষ্ট না দেয়) *(মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩)*। তবে মাছকে যবেহ করা শর্ত নয়। বরং যে পন্থায় মাছ কাটলে সেটি কষ্ট কম পাবে সে পন্থায় মাছ কাটতে হবে। আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া করতে বলেছেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৫৪৯ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : সূরা ফাতিহায় প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মাবরূর মোর্শেদ, চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/৩৯৫১)*। তবে সূরা ফাতিহায় যে বিবিধ রোগের চিকিৎসা রয়েছে, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/২২৭৬; মিশকাত হা/২৯৩৫)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : আমাদের সমাজে একটা রেওয়াজ আছে স্ত্রী যখন সন্তান-সম্ভবা হয় তখন তার পিতার বাসার পক্ষ থেকে বেশ কিছু আত্মীয় আসে এবং সঙ্গে নিয়ে আসে মাছ, গোশত, লাড্ডু ও মিষ্টিসহ আরও অনেক কিছু। এভাবে তারা ঘটা করে মেয়েকে নিয়ে যায়, যাকে বিদায় বলে। অনুরূপভাবে সন্তান হওয়ার পর স্বামীর পক্ষ থেকেও নিয়ে আসা হয়। এই সমস্ত রেওয়াজ কতটা শরী'আত সম্মত?

-হুসাইন আহমাদ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এগুলি হিন্দুয়ানী বা বিজাতীয় প্রথার অনুকরণ হ'লে তা অবশ্যই বর্জনীয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর *(বুখারী হা/৫৮৯২; মিশকাত হা/৪৪২১)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে' *(আবুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭; ছহীহুল জামে' হা/২৮৩১)*। তাছাড়া স্বাভাবিক সামাজিকতার বাইরে এই জাতীয় বাধ্যতামূলক রেওয়াজ স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের উপরে নিঃসন্দেহে বাড়তি বোঝা সৃষ্টি হয়, যা যুলুম। শরী'আতে

এগুলির কোন ভিত্তি নেই। অতএব এধরনের নিপীড়নমূলক সামাজিক রেওয়াজ পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : হাদীছে আছে, 'ছোঁয়াচে রোগ বলে কিছু নেই'। অথচ বহু মানুষ করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা কী?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই, কোন কিছুতে অশুভ নেই, পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণ নেই এবং ছফর মাসেও কোন অশুভ নেই। একথা শুনে জনৈক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহ'লে পালের মধ্যে একটা চর্মরোগী উট আসলে বাকীগুলি চর্মরোগী হয় কেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তাহ'লে প্রথম উটটিকে চর্মরোগী বানালো কে?' *(বুখারী হা/৫৭৭০; মুসলিম হা/২২২০; মিশকাত হা/৪৫৭৭-৭৮)*। উক্ত হাদীছে ছোঁয়াচে রোগ নেই তা বলা হয়নি। বরং জাহেলী যুগে মানুষ বিশ্বাস করত যে ছোঁয়াচে রোগ নিজে নিজেই অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদনের জন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, ছোঁয়াচে রোগ থাকলেও তা আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত অন্যের দেহে সংক্রমিত হয় না *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/২৯৫; উছায়মীন, শারহু কিতাবুত তাওহীদ ২/৮০)*।

যেমন একই হাদীছে তিনি বলেছেন, তবে কুষ্ঠরোগী হ'তে এমনভাবে পলায়ন কর, যেভাবে তোমরা বাঘ থেকে পলায়ন করে থাক' *(বুখারী হা/৫৭০৭; মিশকাত হা/৪৫৭৭)*। তিনি আরও বলেছেন, 'তোমরা সুস্থ উটকে অসুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত করবে না' *(বুখারী হা/৫৭৭৪; মুসলিম হা/২২২১)*। ছাক্বীফ গোত্রের জনৈক কুষ্ঠ রোগীর হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণ করতে রাসূল (ছাঃ) অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বরং তার নিকটে লোক পাঠিয়ে তিনি বলেন, আমরা তোমার বায়'আত নিয়েছি' *(মুসলিম হা/২২৩১; মিশকাত হা/৪৫৮১)*। সুতরাং যদি রোগের সংক্রমণকে রাসূল (ছাঃ) অস্বীকারই করতেন, তবে কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বলতেন না বা সুস্থ উটকে অসুস্থ উট থেকে দূরে রাখার কথা বলতেন না।

অতএব ছোঁয়াচে রোগ আছে। তবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কেবল আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত এ রোগ কারু দেহে ছড়াতে পারে না। তাছাড়া রোগের জীবাণু সংক্রমিত হ'লেই তাতে রোগের সংক্রমণ হয় না। এজন্য দেখা যায় যে, ভাইরাস আক্রান্ত স্থানেও অনেক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় না। আবার আক্রান্ত হ'লেও সুস্থ হয়ে যায়। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মূল বিষয় হ'ল আক্বীদার পরিশুদ্ধি। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে অশুভ লক্ষণের ধারণার উদ্রেক হয় না। অথচ আল্লাহ্র উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে আল্লাহ তা দূরীভূত করে দেন' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৮৪)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : আমি দীর্ঘদিন ধরে গুল ও জর্দা সেবনে অভ্যস্ত। বারবার চেষ্টা করেও ছাড়তে পারছি না। এক্ষণে আমার ছালাত, ছিয়াম বা অন্যান্য ইবাদত কি কবুল হচ্ছে? পরকালে কী ধরনের শাস্তি হবে?

-মেহনাজ, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : গুল ও জর্দা এবং এ জাতীয় দ্রব্য মাদকতা আনয়ন করে বিধায় এগুলি হারাম। আর মাদক সেবনের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মদপান করে এবং মাতাল হয়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবুল হয় না। সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। সে পুনরায় মদ্যপানে লিপ্ত হ'লে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে 'রাদগাতুল খাবাল' পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূল! সেটা কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৭; মিশকাত হা/৩৬৪৩, ছহীহাহ হা/৭০৯)*। সুতরাং এই কবীরা গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন' *(তালাক্ব ৬৫/২)*।

তবে মাদকতার কারণে তার ইবাদত বিনষ্ট হবে না। কেননা উপরোক্ত হাদীছে মাদকসেবীদের চল্লিশ দিনের ছালাত কবূল না হওয়ার অর্থ সে ঐ ছালাতের ছওয়াব প্রাপ্ত হবে না। তবে ছালাত আদায়ের কারণে তার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। অর্থাৎ সে ছালাত পরিত্যাগের গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৭৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৪০০)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : খুৎবায় বসার পূর্বে ইমাম যে সালাম দেন সেই সালাম থেকেই কি খুৎবার সূচনা বলে বিবেচিত হয়?

-ডাঃ আব্দুল হান্নান, ঢাকা।

উত্তর : ইমাম মিম্বরে উঠে মুক্তাদীদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করবেন *(ইবনু মাজাহ হা/১১০৯; ছহীহাহ হা/২০৭৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৪৫)*। তবে এই সালাম খুৎবার সূচনা নয়। বরং ইমাম দাঁড়িয়ে খুৎবা শুরু করলে সূচনা হয়। কারণ এ সময়কে খুৎবার সূচনা ধরা হ'লে আযানের জওয়াব দেওয়া যেত না। অথচ রাসূল (ছাঃ) মিম্বরে বসে নিজেই আযানের জওয়াব দিতেন *(বুখারী হা/৯১৪; ইরওয়া ৩/৭৬; নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫২৭)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : জুম'আর আযান চলাকালে কেউ উপস্থিত হ'লে সে কি আযানের জওয়াব দিবে? নাকি তাহিইয়াতুল মাসাজিদ আদায় করবে?

-আবু রাযীন, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এক্ষেত্রে দু'টি সুন্নাতের উপর সমন্বয় করে আমল করা উত্তম। অর্থাৎ প্রথমে আযানের জওয়াব দিবে। অতঃপর তাহিইয়াতুল মসজিদ দু'রাক'আত আদায় করে ইমামের খুৎবা শ্রবণের জন্য বসে যাবে। এতে সে দু'টি সুন্নাতই আদায়ের নেকী পেয়ে যাবে *(মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৫৭; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ১/৩১১; বিন বায, নূরুন আলাদ-দারব ১৩/৩০৫)*। অবশ্য কতিপয় বিদ্বান মনে করেন, তাহিইয়াতুল মাসজিদ ওয়াজিব ও আযানের জওয়াব দেওয়া সুন্নাত। অতএব সুন্নাতের উপর

ওয়াজিব প্রাধান্য পাবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২০২)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : রাসূল (ছাঃ) ছালাতে কুরআন তেলাওয়াত কালে কি তাসবীহ পাঠ করতেন? এসময় তিনি কী বলতেন?

-আব্দুল হালীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) কখনও ছালাতে কুরআন তেলাওয়াতের সময় তাসবীহ রয়েছে এমন আয়াতে তাসবীহ পাঠ করতেন, আবার প্রার্থনার আয়াতে প্রার্থনা করতেন এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন *(মুসলিম হা/৭৭২)*। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কি পড়তেন তা বর্ণিত হয়নি। সুতরাং কেউ চাইলে ফরয বা নফল ছালাতে তেলাওয়াতকালে অনুচ্চস্বরে আয়াতের মর্মানুসারে তাসবীহ, তাহলীল বা যে কোন দো'আ পাঠ করতে পারে *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ১/৩৯৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৩১০; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/২৮৯-৯০)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে জুলফি নক্ষত্রের উদয় সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেটা ছহীহ কি না?

-আয়েন আহমাদ, মোড়াগাছা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) থেকে এ বিষয়ে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে অলীদ বলেন, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, কা'ব বলেছেন, মাহদী আবির্ভাবের পূর্বে পূর্বাকাশে একটি নক্ষত্র উদিত হবে। যার লেজ সমূহ থাকবে *(নাঈম বিন হাম্মাদ, আল-ফিতান হা/৬৪২-৪৩)*। বর্ণনাটির সনদ যঈফ ও বিচ্ছিন্ন।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : ওযন কমানোর জন্য আপেল সিডার ভিনেগার খাওয়া যাবে কী?

-মুখলেছুর রহমান, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : যাবে। কেননা ভিনেগার বা সিরকায় ব্যবহৃত উপাদান মদের পর্যায়ভুক্ত নয়। রাসূল (ছাঃ) সিরকাকে উত্তম তরকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন *(মুসলিম হা/২০৫১-৫২; মিশকাত হা/৪১৮৩)*। সুতরাং আপেল বা যে কোন ফলমূল থেকে প্রস্তুতকৃত ভিনেগার খাওয়া বা খাদ্যে ব্যবহারে কোন বাধা নেই। তবে মদ থেকে যে সিরকা তৈরী হয়, তা নিষিদ্ধ *(তিরমিযী হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৩৬৪৯)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : জনৈক আলেম বলেন, ফজরের ছালাতের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' বলা বিদ'আত। এ কথা কি সত্য?

-আব্দুল মালেক আখন্দ, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : ফজরের আযানের সাথে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ হা/১৫৪১৬; ছহীহাহ হা/২৬০৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। আবু মাহযূরাহ (রাঃ) বর্ণিত আযান শিক্ষা দান বিষয়ক হাদীছে এসেছে 'অতঃপর যদি এটা ফজরের ছালাত হয়, তাহ'লে তুমি বলবে আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম'...*(আবূদাঊদ হা/৫০০; মিশকাত হা/৬৪৫)*।

অনুরূপভাবে বেলাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন যে, 'তুমি ফজরের ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাতে আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম বলবে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৪৬)*। আনাস (রাঃ) বলেন, 'সুন্নাত হ'ল এই যে, মুওয়াযযিন ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পরে বলবে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' *(ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৬; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৪৭১)*। সুতরাং উক্ত বাক্যটি বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : মৃত ব্যক্তি মা, স্ত্রী ও দুই ভাই রেখে মারা যায়। এক্ষণে সম্পত্তির অংশ কে কত ভাগ পাবে?

-রুবাইয়াত রায়হান, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : মা পাবে ১৬.৭%, স্ত্রী পাবে ২৫%, ভাই-১ পাবে ২৯.১৫%, ভাই-২ পাবে ২৯.১৫%। এক্ষেত্রে স্ত্রী ১/৪ অংশ পাবে যখন সন্তান না থাকে। মাতা ১/৬ অংশ পাবে যখন পুত্র ও পুত্রের পুত্র এবং দুই বা ততোধিক ভাই-বোন এবং পিতা থাকে। সহোদর ভাই একমাত্র অবশিষ্ট ভোগী হিসাবে অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অংশীদারদের নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকে তা (আছাবা হিসাবে) নিকটতম পুরুষ লোকের প্রাপ্য' *(বুখারী হা/৬৭৩২; মুসলিম হা/১৬১৫; মিশকাত হা/৩০৪২)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : জুম'আর খত্বীবের জন্য তাহ্ইয়াতুল মসজিদ আদায় করা লাগবে কি?

-রবীউল ইসলাম, রসূলপুর, নওগাঁ।

উত্তর : জুমআ'র দিন রাসূল (ছাঃ) মসজিদে গিয়েই খুৎবার জন্য মিম্বারে বসতেন। এসময় তিনি 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৪০১; উছায়মীন, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব ৮/২; বিন বায, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব)*। সুতরাং খুৎবার সময় হওয়ার পর খত্বীব মসজিদে প্রবেশ করবেন এবং সরাসরি মিম্বরে বসবেন, এটাই সুন্নাতসম্মত। যেমনভাবে একজন তাওয়াফকারী মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তাহিইয়াতুল মাসজিদ ছাড়াই তাওয়াফ শুরু করেন। তবে কেউ যদি তা আদায় করেন, সেটা নাজায়েয হবে না *(সাঊদ আশ-শুরাইম, আশ-শামেল ফী ফিক্বহিল খত্বীব ওয়াল খুৎবাহ ৭৭ পৃ.)*। এ সুযোগ কেবল খতীবের জন্য, মুছল্লীদের জন্য নয়। খুৎবা অবস্থায় প্রবেশ করলেও তাদেরকে সংক্ষেপে তাহিইয়াতুল মাসজিদ দু'রাক'আত পড়েই বসতে হবে *(মুসলিম হা/৮৭৫ (৫৯); মিশকাত হা/১৪১১)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : মাযহাবী পরিবারে বিবাহ করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-মাহদী হাসান, বাগাতীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : কোন বাধা নেই। তবে ছহীহ দ্বীন পালনে প্রতিবন্ধকতার আশংকা থাকলে বিরত থাকাই সমীচীন। কারণ বিবাহে সার্বিক ক্ষেত্রে কুফূ থাকা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর এবং সমতা (কুফূ) বিবেচনায় বিবাহ কর' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৭; ইবনু ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/১৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : ফজর ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ আয়াত পাঠ করা যাবে কি?

-রূহুল আযম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ফজর ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২৯২২; মিশকাত হা/২১৫৭; যঈফুল জামে' হা/৫৭৩২)*। অতএব একাকী হৌক বা সম্মিলিতভাবে হৌক এটি পড়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে মুছাফাহা ও কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকলে গোনাহ হবে কি?

-আব্দুল হালীম, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : গোনাহ হবে না। বরং এরূপ পরিস্থিতিতে মুছাফাহা ও কোলাকুলি থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য। কারণ আল্লাহ বলেন, 'এবং তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অন্যের ক্ষতি করো না এবং নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০-৪১; ছহীহাহ হা/২৫০)*। সুতরাং মহামারীর সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : ঝড়-তুফান বা বৃষ্টির সময় তাকবীর দেওয়ার বিধান কী?

-আব্দুল আলীম, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : ঝড়-তুফান বা বৃষ্টির সময় আযান দেওয়ার বিধান ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে বৃষ্টির সময় দো'আ কবূল হয় *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৫৭৫৬; ছহীহাহ হা/১৪৬৯; মিশকাত হা/৬৭২)*। এজন্য এ সময় যেকোন কল্যাণকর দো'আ করা যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) এমন সময় বলতেন, আল্লাহুম্মা ছাইয়েবান নাফে'আন/হানিয়ান' *(বুখারী হা/১০৩২; আবূদাউদ হা/ মিশকাত হা/১৫০০)*। এছাড়াও তিনি অবিরাম বৃষ্টির সময় বলতেন, *আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লাইনা ওয়া লা 'আলাইনা, আল্লা-হুম্মা 'আলাল আকা-মি ওয়াল্ জিবা-লি ওয়াল্ উজা-মি ওয়ায্ যিরা-বি ওয়াল্ আওদিইয়াতি ওয়া মানা-বিতিশ্ শাজারি* অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে করো না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর' *(বুখারী হা/১০১৪; মিশকাত হা/৫৯০২)*। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) যখন বজ্রের আওয়াজ শুনতেন, তখন কথা-বার্তা ছেড়ে দিয়ে নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন- *'সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খী-ফাতিহি'* 'মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী তার ভয়ে' *(রা'দ ১৩/১৩)*। অতঃপর বলতেন এটা পৃথিবীবাসীর জন্য কঠিন ধমকি স্বরূপ *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭২; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৬৮৯; মিশকাত হা/১৫২২, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী মারা যাওয়ার পর তার বিপুল সম্পদ আমরা অনেকদিন যাবৎ ভোগ করে আসছি। পরবর্তীতে আত্মীয়দের মাধ্যমে জানতে পারি যে তিনি সরকারী প্রতিষ্ঠানের জিএম থাকায় অবৈধভাবে অনেক সম্পদ হাতিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান সম্পদের উৎস সম্পর্কে আমরা অজ্ঞাত। এক্ষণে এসব ভোগ করা আমার মা বা আমাদের জন্য জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : উপার্জিত সম্পদ উপার্জনকারীর জন্য হারাম। তবে উপার্জনকারীর ওয়ারিছ হিসাবে বৈধ পন্থায় গ্রহণকারী উত্তরাধীকারীরা এ জন্য দায়ী হবে না *(উছায়মীন, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৫৭ আয়াত ১/১৯৮)*। সুতরাং সাধারণভাবে পিতার মৃত্যুর পর ওয়ারিছরা তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। তবে কোন উত্তরাধিকারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অধিক সম্পদ লাভের আশায় অসৎ উপার্জনকারীকে তার জীবদ্দশায় এথেকে বাধা না দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে।

এছাড়া সম্পদের মৌলিকত্ব যদি হারাম হয় এবং তা জানা যায়, তাহ'লে তা গ্রহণ করা ও ভোগ করা বৈধ হবে না। যেমন চুরি ও লুণ্ঠনকৃত সম্পদ *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/১৮৮; মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১৯/১৯৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৬/৩৩২)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : জান্নাতে কি রাত্রি-দিন আছে?

- মাহদী হাসান রেযা, হালসা, নাটোর।

উত্তর : জান্নাতে রাত্রি-দিন নেই। ইমাম কুরতুবীসহ কতিপয় মুফাস্সির বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতে কি রাত বা দিন হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মধ্যে কে এ ধরনের প্রশ্ন উঠাল? সে বলল, আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন, 'আর সেখানে তাদের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় রিযিক থাকবে *(মরিয়ম ১৯/৬২)*। আর রাত তো আসে সকাল ও সন্ধ্যার মাঝে। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেখানে কোন রাত থাকবে না। থাকবে কেবল আলো আর আলো *(তাফসীরে কুরতুবী ১১/১২৭; শাওকানী, ফাৎহুল কাদীর ৩/৪০৩; শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান ৩/৪৭০; বর্ণনাটির শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে বিদ্বানদের মত পাওয়া যায়নি)*। কতিপয় বিদ্বানের মতে, সেখানে পর্দা ফেলা বা দরজা বন্ধ করাই হবে রাতের মত। আর পর্দা উঠিয়ে নেওয়া ও দরজা খোলাই হবে দিনের মত *(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৯/৩৫৮০, হা/৫৬১৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : ছিয়াম অবস্থায় গান শোনা, মিথ্যা কথা বলা, মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টি দেওয়া প্রভৃতি পাপ কাজ করলে ছিয়াম বাতিল হয়ে যাবে কি?

-যুবায়ের, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : কেবল সারাদিন পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম নয়। বরং ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার মিথ্যা থেকে বিরত থাকা। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে না, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯)*। তাই এক্ষেত্রে ছিয়াম সরাসরি বাতিল না হলেও, নিঃসন্দেহে তা ত্রুটিপূর্ণ হবে।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম www.ahlehadeethbd.org

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী

(বালক ও বালিকা শাখা)

দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের আহ্বান

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত সুধী! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন একদল দ্বীনদার আলেম ও তাক্বওয়াশীল যোগ্য নাগরিক তৈরীর উদ্দেশ্যে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর শিক্ষা বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন যেলায় কয়েকটি যুগোপযোগী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া আম চত্বর সংলগ্ন **'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'** যার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের বালক ও বালিকা শাখায় হিফয ও কুল্লিয়া (দাওরায়ে হাদীছ) শ্রেণী সহ এ বছর অধ্যয়নরত আছে ১৮০০ ছাত্র-ছাত্রী। অত্র মারকায সহ সারা দেশে ইয়াতীম-ইয়াতীমা প্রতিপালিত হচ্ছে তিন শতাধিক। প্রতিজন ইয়াতীমের জন্য মাসিক ব্যয় ৩ হাযার টাকা এবং ৩০০ ইয়াতীমের বার্ষিক ব্যয় ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। উভয় শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় সহ বার্ষিক মোট ব্যয় হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

মারকাযের বালিকা শাখাটি বালক শাখার অনতিদূরে ৯ বিঘা জমির উপরে পৃথক ক্যাম্পাসে অবস্থিত। বর্তমানে এর পরিসর বৃদ্ধির জন্য তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের 'মাস্টার প্ল্যান' প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। সেখানে ইতিমধ্যে একটি ৮ তলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া মারকাযের বালক শাখায় ইয়াতীমদের জন্য ৬ তলা বিশিষ্ট পৃথক একটি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের বিনীত আবেদন, নেকী অর্জনের অনন্য মাস রামাযানে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনাদের দানের হাত বাড়িয়ে দিন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করুন! যাকাত-ফিৎরা, ছাদাক্বা ও এককালীন দান সরাসরি রশিদের মাধ্যমে অথবা নিম্নোক্ত ব্যাংক হিসাব ও বিকাশ/ডাচ বাংলা নম্বর সমূহের মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রেরণ করুন! আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম হিসাবে কবুল করুন- আমীন।

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

অবকাঠামো নির্মাণের জন্য :
ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ নং : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ডাচ বাংলা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২।

মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য :
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী জেনারেল ফাণ্ড, সঞ্চয়ী হিসাব নং ০২০৩৬৯০/৭, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্পের জন্য :
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ নং- ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯
ডাচ বাংলা : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯৯

সার্বিক যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০২০ মূল্য : ২৫.০০

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ'তে পার' (বাক্বারাহ ১৮৩)। 'সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)।

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

(ঢাকার জন্য)

হিজরী : ১৪৪১, বঙ্গাব্দ : ১৪২৭, খৃষ্টাব্দ : ২০২০

তারিখ			বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা-মিনিট
হিজরী	খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ			
০১ রামাযান	২৫ এপ্রিল	১২ বৈশাখ	শনিবার	৪:০৯	৬:২৫
০২ রামাযান	২৬ এপ্রিল	১৩ বৈশাখ	রবিবার	৪:০৮	৬:২৫
০৩ রামাযান	২৭ এপ্রিল	১৪ বৈশাখ	সোমবার	৪:০৭	৬:২৬
০৪ রামাযান	২৮ এপ্রিল	১৫ বৈশাখ	মঙ্গলবার	৪:০৬	৬:২৬
০৫ রামাযান	২৯ এপ্রিল	১৬ বৈশাখ	বুধবার	৪:০৫	৬:২৭
০৬ রামাযান	৩০ এপ্রিল	১৭ বৈশাখ	বৃহস্পতি	৪:০৪	৬:২৭
০৭ রামাযান	০১ মে	১৮ বৈশাখ	শুক্রবার	৪:০৩	৬:২৮
০৮ রামাযান	০২ মে	১৯ বৈশাখ	শনিবার	৪:০২	৬:২৮
০৯ রামাযান	০৩ মে	২০ বৈশাখ	রবিবার	৪:০১	৬:২৯
১০ রামাযান	০৪ মে	২১ বৈশাখ	সোমবার	৪:০০	৬:২৯
১১ রামাযান	০৫ মে	২২ বৈশাখ	মঙ্গলবার	৪:০০	৬:৩০
১২ রামাযান	০৬ মে	২৩ বৈশাখ	বুধবার	৩:৫৯	৬:৩০
১৩ রামাযান	০৭ মে	২৪ বৈশাখ	বৃহস্পতি	৩:৫৮	৬:৩০
১৪ রামাযান	০৮ মে	২৫ বৈশাখ	শুক্রবার	৩:৫৭	৬:৩১
১৫ রামাযান	০৯ মে	২৬ বৈশাখ	শনিবার	৩:৫৬	৬:৩১
১৬ রামাযান	১০ মে	২৭ বৈশাখ	রবিবার	৩:৫৬	৬:৩২
১৭ রামাযান	১১ মে	২৮ বৈশাখ	সোমবার	৩:৫৫	৬:৩৩
১৮ রামাযান	১২ মে	২৯ বৈশাখ	মঙ্গলবার	৩:৫৪	৬:৩৩
১৯ রামাযান	১৩ মে	৩০ বৈশাখ	বুধবার	৩:৫৪	৬:৩৪
২০ রামাযান	১৪ মে	৩১ বৈশাখ	বৃহস্পতি	৩:৫৩	৬:৩৪
২১ রামাযান	১৫ মে	০১ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	৩:৫২	৬:৩৫
২২ রামাযান	১৬ মে	০২ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	৩:৫২	৬:৩৫
২৩ রামাযান	১৭ মে	০৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩:৫১	৬:৩৬
২৪ রামাযান	১৮ মে	০৪ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	৩:৫০	৬:৩৬
২৫ রামাযান	১৯ মে	০৫ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	৩:৫০	৬:৩৬
২৬ রামাযান	২০ মে	০৬ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	৩:৪৯	৬:৩৭
২৭ রামাযান	২১ মে	০৭ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	৩:৪৯	৬:৩৭
২৮ রামাযান	২২ মে	০৮ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	৩:৪৮	৬:৩৮
২৯ রামাযান	২৩ মে	০৯ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	৩:৪৮	৬:৩৮
৩০ রামাযান	২৪ মে	১০ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩:৪৭	৬:৩৯

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

(সাহারীর শেষ সময়)

ঢাকার সময়ের সাথে নোয়াখালী, কক্সবাজার, গাযীপুর, রংপুর, গাইবান্ধা

ঢাকার সময়ের পূর্বে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
শেরপুর, জামালপুর, লালমণিরহাট, নরসিংদী	১ মিনিট	টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লক্ষীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ
ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রাম, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা	২	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ভোলা, শরীয়তপুর
কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বান্দরবান	৩	ঠাকুরগাঁও, মাদারীপুর, বরিশাল, ফরিদপুর, জয়পুরহাট, দিনাজপুর
নেত্রকোনা, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি	৪	নওগাঁ, রাজবাড়ী, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী
হবিগঞ্জ	৫	নাটোর, মাগুরা, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, গোপালগঞ্জ
	৬	নড়াইল, রাজশাহী, বরগুনা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ
সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার	৭	চুয়াডাঙ্গা, যশোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
সিলেট	৮	সাতক্ষীরা, মেহেরপুর

(ইফতারের সময়)

ঢাকার সময়ের সাথে নারায়ণগঞ্জ, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর

ঢাকার সময়ের পূর্বে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, বরগুনা, শরীয়তপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল	১ মিনিট	নেত্রকোনা, গাযীপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পটুয়াখালী, সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর	২	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, মানিকগঞ্জ
হবিগঞ্জ, ভোলা, লক্ষীপুর, কুমিল্লা	৩	নড়াইল, টাঙ্গাইল
মৌলভীবাজার, সিলেট, নোয়াখালী	৪	জামালপুর, শেরপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ
ফেনী	৫	পাবনা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া
	৬	গাইবান্ধা, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া
খাগড়াছড়ি	৭	মেহেরপুর, নাটোর, কুড়িগ্রাম
চট্টগ্রাম	৮	রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট, লালমণিরহাট, রংপুর
রাঙ্গামাটি	৯	
কক্সবাজার, বান্দরবান	১০	চাঁপাই নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, নীলফামারী
	১২	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences.